মাসুদ রানা

মাফিয়া ডন

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

Rizon

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
Visit Us at Banglapdf.net
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

এই বইটি BANGLAPDF.NET এর সৌজন্যে তৈরী করা হয়েছে।

স্ক্যানের জন্যে বইটি দিয়েছেনঃ Sewam Sam
স্ক্যান+এডিটঃ Adnan Ahmed Rizon

পিডিএফ তৈরী করা হয় যেন পাঠক সহজেই বই পড়তে পারে।

আপনারা অবশ্যই বইটি শেয়ার করুন কিন্তু দয়া করে BANGLAPDF.NET এর কার্টেসী ছাড়া শেয়ার না করার অনুরোধ রইল।

মাসুদ রানা ৩৫৬

মাফিয়া ডন

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

ISBN 984-16-7356-8

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ ২০০৫

রচনা: বিদেশী কাহিনী অবলম্বনে

প্রচ্ছদ: বিদেশী ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

হেড অফিস
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল ০১১-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
E-mail sebaprok@citechco.net
Web Site: www.ancbooks.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭৮-১৯০২০৩

Masud Rana-356
MAFIA DON
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain

বত্রিশ টাকা

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত, দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায়-অবিচার-অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ-শিহরন-ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ, চিরনবীন যুবকটির সঙ্গে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে।

আপনি আমন্ত্রিত
ধন্যবাদ।

এক নজরে
মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড়*ভারতনাট্যম*স্বর্ণমৃগ*দুঃসাহসিক*মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা*দুর্গম দুর্গ শত্রু ভয়ঙ্কর*সাগরসঙ্গম*রানা! সাবধান!!*বিস্মরণ*রত্নদ্বীপ*নীল আতঙ্ক*কায়রো মৃত্যুপ্রহর*গুপ্তচক্র*মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র*রাত্রি অন্ধকার*জাল*অটল সিংহাসন মৃত্যুর ঠিকানা*ক্ষ্যাপা নর্তক*শয়তানের দূত*এখনও ষড়যন্ত্র*প্রমাণ কই? বিপদজনক*রক্তের রঙ*অদৃশ্য শত্রু*পিশাচ দ্বীপ*বিদেশী গুপ্তচর*ব্ল্যাক স্পাইডার গুপ্তহত্যা *তিনশত্রু *অকস্মাৎ সীমান্ত* সতর্ক শয়তান *নীলছবি*প্রবেশ নিষেধ পাগল বৈজ্ঞানিক*এসপিওনাজ*লাল পাহাড়*হৃৎকম্পন*প্রতিহিংসা*হংকং সম্রাট কুউউ*বিদায় রানা*প্রতিদ্বন্দ্বী*আক্রমণ*গ্রাস*স্বর্ণতরী*পপি *জিপসী *আমিই রানা সেই উ সেন*হ্যালো, সোহানা*হাইজ্যাক*আই লাভ ইউ, ম্যান*সাগর কন্যা পালাবে কোথায়*টার্গেট নাইন*বিষ নিঃশ্বাস*প্রেতাত্মা*বন্দী গগল*জিম্মি তুষার যাত্রা*স্বর্ণ সংকট*সন্ন্যাসিনী*পাশের কামরা*নিরাপদ কারাগার*স্বর্গরাজ্য উদ্ধার*হামলা*প্রতিশোধ*মেজর রাহাত*লেনিনগ্রাদ*অ্যামবুশ*আরেক বারমুডা বেনামী বন্দর*নকল রানা*রিপোর্টার*মরুযাত্রা*বন্ধু*সংকেত*স্পর্ধা চ্যালেঞ্জ শত্রুপক্ষ*চারিদিকে শত্রু*অগ্নিপুরুষ*অন্ধকারে চিতা*মরণ কামড়*মরণ খেলা অপহরণ*আবার সেই দুঃস্বপ্ন*বিপর্যয়*শান্তিদূত*শ্বেত সন্ত্রাস *ছদ্মবেশী *কালপ্রিট মৃত্যু আলিঙ্গন*সময়সীমা মধ্যরাত*আবার উ সেন*বুমেরাং*কে কেন কিভাবে মুক্ত বিহঙ্গ*কুচক্র*চাই সাম্রাজ্য*অনুপ্রবেশ*যাত্রা অশুভ*জুয়াড়ী*কালো টাকা কোকেন সম্রাট*বিষকন্যা *সত্যবাবা *যাত্রীরা হুঁশিয়ার *অপারেশন চিতা আক্রমণ '৮৯*অশান্ত সাগর*শ্বাপদ সংকুল*দংশন*প্রলয় সঙ্কেত*ব্ল্যাক ম্যাজিক তিক্ত অবকাশ*ডাবল এজেন্ট*আমি সোহানা*অগ্নিশপথ*জাপানী ফ্যানাটিক সাক্ষাৎ শয়তান*গুপ্তঘাতক*নরপিশাচ* শত্রু বিভীষণ *অন্ধ শিকারী *দুই নম্বর কৃষ্ণপক্ষ*কালো ছায়া*নকল বিজ্ঞানী*বড় ক্ষুধা*স্বর্ণদ্বীপ*রক্তপিপাসা*অপচ্ছায়া ব্যর্থ মিশন*নীল দংশন*সাউদিয়া ১০৩*কালপুরুষ*নীল বজ্র*মৃত্যুর প্রতিনিধি কালকূট*অমানিশা*সবাই চলে গেছে*অনন্ত যাত্রা*রক্তচোষা*কালো ফাইল মাফিয়া*হীরকসম্রাট*সাত রাজার ধন*শেষ চাল*বিগব্যাঙ*অপারেশন বসনিয়া টার্গেট বাংলাদেশ*মহাপ্রলয়*যুদ্ধবাজ*প্রিন্সেস হিয়া*মৃত্যুফাঁদ*শয়তানের ঘাঁটি ধ্বংসের [illegible] *মায়ান ট্রেজার *ঝড়ের পূর্বাভাস *আক্রান্ত দূতাবাস*জন্মভূমি দুর্গম [illegible] *[illegible]ণযাত্রা *মাদকচক্র *শকুনের ছায়া *তুরুপের তাস *কালসাপ গুডবাই, রানা* সীমা লঙ্ঘন*রুদ্রঝড়*কান্তার মরু*কর্কটের বিষ*বোস্টন জ্বলছে শয়তানের দোসর *নরকের ঠিকানা*অগ্নিবাণ*কুহেলি রাত*বিষাক্ত থাবা*জন্মশত্রু মৃত্যুর হাতছানি*সেই পাগল বৈজ্ঞানিক*সার্বিয়া চক্রান্ত*দুরভিসন্ধি*কিলার কোবরা মৃত্যুপথের যাত্রী*পালাও, রানা! দেশপ্রেম *রক্তলালসা *বাঘের খাঁচা সিক্রেট এজেন্ট *ভাইরাস X-৯৯ *মুক্তিপণ *চীনে সঙ্কট *গোপন শত্রু মোসাদ চক্রান্ত *চরসদ্বীপ *বিপদসীমা মৃত্যুবীজ *জাতগোক্ষুর *আবার ষড়যন্ত্র অন্ধ [illegible] অশুভ প্রহর *[illegible]কতরী *স্বর্ণখনি *অপারেশন ইজরাইল শয়তানের [illegible] [illegible]রানো মিগ *ব্লাইন্ড মিশন*টপ সিক্রেট*মহাবিপদ সঙ্কেত *সবুজ সঙ্কেত *অপারেশন [illegible] [illegible]হীন অরণ্য *প্রজেক্ট X [illegible] অন্ধকারে বন্ধু আবার সোহানা *আরেক গডফাদার *অন্ধপ্রেম *মিশন [illegible] আবির *ক্রাইম বস *সুমেরুর ডাক *ইশকাপনের টেক্কা কালো [illegible] কালনাগিনী *বেঈমান *দুর্গে অন্তরীণ *মরুকন্যা *রেড ড্রাগন *বিষচক্র *শয়তানের দ্বীপ

বিক্রয়ের শর্ত: [illegible] বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া, কোনভাবে [illegible] সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

এক

রানা এজেন্সি, রোম শাখা।

টিটটিট করে ফোনটা বেজে উঠতেই ফাইল থেকে অলস চোখ তুলল রানা নীল ফোনটা বাজছে, তার মানে ওর ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবদের কেউ। রিসিভার তুলল রানা

'হ্যালো?'

'হ্যালো, রানা,' ভেসে এলো চাইনিজ ইন্টেলিজেন্সের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর লিউ ফু চুঙের কণ্ঠ। 'খুব ফুর্তিতে আছিস মনে হচ্ছে? ফোন করে পাওয়াই যায় না।'

মৃদু হাসল রানা। 'ক্যাটাকুম আর ভ্যাটিকান মিউজিয়ামগুলোয় ঘুরলাম আজ সারাদিন।' ভ্রূ কুঁচকে উঠল ওর 'লাইনে কোনও ট্রাবল নেই, তবুও তোর গলা এতো দুর্বল শোনাচ্ছে কেন?'

জবাব দিল না ফু-চুং, বলল, 'একবার আসতে পারবি? তোকে আমার খুব দরকার।'

'তুই কোথায়, বেইজিঙে?'

'না, রোমে। একটা সেফ হাউসে

'রোমে? সেফ হাউসে? তোদের চিফ মিস্টার জিফু ঝাঝাং কি সুস্থ হয়ে গেছেন?'

'হ্যাঁ। আবার ফিল্ডে ফিরে এসেছি আমি। আর প্রথম অ্যাসাইনমেন্টেই যা-তা কারবার করে বসেছি। রানা, আমার ডিমোশন হয়ে যেতে পারে। লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে আমার।'

সরাসরি কাজের কথায় এলো রানা। 'আমি আসছি। কয় নম্বর সেফ হাউসে আছিস তুই?'

'তিন নম্বর।'

'ঠিকানা বদলাসনি তো?'

'না। তুই চলে আয়। জরুরি কথা আছে তোর সঙ্গে

'ঠিক আছে। ফোন রাখছি।'

ফু চুং শান্ত ভঙ্গিতে বলল, 'আয়।'

দশ মিনিট পর অফিস থেকে বের হলো রানা। একটা ট্যাক্সি নিয়ে চলে এলো কলোসিয়ামের কাছে। ওখানে নেমে খানিক দূর হেঁটে ঢুকে পড়ল ডান দিকের একটা গলিতে। সরু গলি। এঁকেবেঁকে গেছে। দু'পাশে বড় বড় লনওয়ালা পুরোনো আমলের ভিলা। ওগুলো পেরিয়ে একতলা একটা চৌকো বাড়ির ইস্পাতের উঁচু গেটের সামনে থামল ও, কলিং বেল বাজাল।

'হু?' ভিতর থেকে হেঁড়ে গলায় জানতে চাওয়া হলো।

'মাসুদ রানা,' বলল রানা। 'মিস্টার ফু চুঙের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

'তিনি বলেছেন আপনি আসবেন।' দরজার গায়ে ছোট একটা ফাঁক তৈরি হলো, একটা চিনা চোখ রানার পা থেকে মাথা পর্যন্ত খুঁটিয়ে দেখল। তারপর খুলে গেল দরজা, এক পাশে সরে দাঁড়াল সাবমেশিনগানধারী সতর্ক গার্ড। লোকটার দু'পাশে সাবমেশিনগান হাতে আরও দু'জন চিনা গার্ড চিনে রাখছে ওকে।

ঢুকল রানা। ওর পিছনে দরজা বন্ধ করে দিল প্রথম লোকটা। একজন নার্সকে দেখতে পেল রানা, গেটের কাছেই দাঁড়িয়ে আছে। হাতের ইশারায় ওকে তার সঙ্গে যেতে বলল। পিছু নিল রানা, চিন্তিত বোধ করছে। নার্স কেন? কে অসুস্থ? ফু-চুং? কী হয়েছে ওর?

নার্স ওকে নিয়ে এলো ড্রয়িং রুম পার করে ভিতরের বড় একটা ঘরে। দরজা দিয়ে ঢুকেই থমকে দাঁড়াতে হলো রানাকে। চওড়া বিছানায় পড়ে আছে ফু-চুং, মুখটা ফ্যাকাসে। গায়ে কোনও শার্ট নেই, পেটে পুরু সাদা ব্যান্ডেজ, তাতে শুকিয়ে যাওয়া খয়েরী রক্তের ছোপ। রানাকে দেখে দুর্বল হাসল ফু-চুং। 'এসেছিস? বস।'

বিছানার পাশের একটা চেয়ার টেনে বসল রানা। 'তোর এই অবস্থা হলো কী করে?'

'সে অনেক লম্বা কাহিনী,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল ফু-চুং। 'বলব বলেই ডেকেছি তোকে।'

'বেশি কথা কিন্তু বলবেন না,' সতর্ক করল চাইনিজ নার্স। 'আপনি দুর্বল হয়ে পড়বেন তা হলে।'

'আপনি এখন যান,' বিরক্ত ভঙ্গিতে হাতের ইশারা করল লিউ ফু-চুং, তারপর যোগ করল, 'প্লিজ।' নার্স ঘরের দরজা ভিড়িয়ে দিয়ে চলে যাওয়ার পর রানার দিকে তাকাল সে। 'রানা, তোর নিশ্চয়ই জানতে ইচ্ছে করছে কে গুলি করেছে আমাকে? নামটা শুনলে চমকে যাবি তুই। বেনইয়ামিন প্যাকার্ড।'

বেনইয়ামিন প্যাকার্ড! বেনইয়ামিন প্যাকার্ডের চেহারাটা যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে রানা। চিকন-চাকন লম্বা লোক

বেনইয়ামিন, দড়ির মতো পাকানো পেশি। বাইশ বছর বয়সে সিআইএতে যোগ দেয় সে, খুব কম সময়েই কিলার সেকশনের অন্যতম একজন হয়ে ওঠে পারফেকশনিস্ট লোক, নিজের কাজ ভালবাসে

সিআইএর প্রথম সারির তুখোড় এজেন্ট লোকটা, প্রয়োজনে খুন করবার অধিকার দেওয়া হয়েছে তাকে আমেরিকান সরকারের তরফ থেকে ঠিক যেমনটি ব্রিটেন দিয়েছে জেমস বন্ডকে, বাংলাদেশ সরকার দিয়েছে মাসুদ রানাকে

কয়েকবার রানার মুখোমুখি হয়েছে সে সদলবলে। প্রতিবার মরতে মরতে বেঁচে ফিরেছে রানা অসম্ভব চতুর এক লোক এই ইহুদি বেনইয়ামিন প্যাকার্ড ধারণা করা হয় সে মোসাদেরও একজন প্রথম সারির এজেন্ট। শেষবার যখন ওদের দেখা হলো তখন একটা ভাইরাসের গোপন ফর্মুলা নষ্ট করতে গিয়েছিল রানা ক্যারাকাসে সেখানে রানার সঙ্গে মোকাবিলা হয়েছিল তার দু'জন এজেন্ট ছিল তার সঙ্গে। সেবারও রানাকে খুন করতে চেষ্টা করে সে। আরেকটু হলেই সফল হতো এখনও পেটে ছুরির একটা লম্বা ক্ষতচিহ্ন আছে রানার। ওদের সেবারের সংঘাতের পর গুপ্তচরদের গোপন জগতে কথাটা ছড়িয়ে পড়েছে, আবার যদি মাসুদ রানা আর বেনইয়ামিন প্যাকার্ডের দেখা হয়, তা হলে ওদের মধ্যে যে-কোন একজন শুধু বেঁচে থাকবে।

'প্যাকার্ড?' সামনে ঝুঁকে বসল রানা 'তার সঙ্গে তোর বিরোধের কারণ কী?'

বালিশে মাথা কাত করে রানার চোখে তাকাল ফু-চুং। 'একটা মাইক্রোফিল্ম উদ্ধার করতে গিয়েছিলাম আমি তার কাছ থেকে

জানতাম না সে একা ছিল না ঘরে। প্যাকার্ডকে কোণঠাসা করার পর পাশের ঘরের দরজা থেকে গুলি করে তার দুই সঙ্গী। প্যাকার্ডও সুযোগ পেয়ে গুলি করে আমার পেটে আমি জানালার পাশেই ছিলাম পেটে তিনটে গুলি খেয়ে জানালা টপকে নীচের গলিতে পড়ি সেখান থেকে চাইনিজ ওয়াচার আমাকে নিয়ে চম্পট দেয়। তারপর সোজা এখানে এনে তুলেছে বড় করে দম নিয়ে ব্যথায় অস্ফুট একটা আওয়াজ করল ফু-চুং 'ওই মাইক্রোফিল্মটা যেভাবে হোক উদ্ধার করতে হবে, দোস্ত আর সেজন্যেই তোর সাহায্য আমার দরকার।'

'আমি রাজি,' দৃঢ়বদ্ধ হয়ে গেছে রানার চোয়াল 'প্যাকার্ডের মুখোমুখি হওয়ার জন্যে নরকে যেতেও আমার আপত্তি নেই। তবে আগে বসের পারমিশন লাগবে। তুই তো জানিস, তাঁর অনুমতি ছাড়া কাজে নামা সম্ভব নয়

আস্তে করে মাথা ঝাঁকাল ফু-চুং 'প্রোটোকল তুই এখান থেকেই বসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারিস তিনি যদি রাজি হন তা হলে ব্যাপারটা খুলে বলা যাবে বিছানার পাশে টেবিলের উপর রাখা ফোন দেখাল সে 'স্ক্র্যাম্বলার লাগানো

ফোনটা কোলের উপর টেনে নিয়ে বিশেষ নম্বরে ডায়াল করল রানা এই নম্বরে সরাসরি মেজর জেনারেল রাহাত খানের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব।

রিং হচ্ছে।

'ইয়েস?' বৃদ্ধের গুরুগম্ভীর বজ্র-কণ্ঠ শুনতে পেয়ে বুকের ভিতরটা দুরুদুরু করে উঠল রানার।

'সার, আমি রানা।'

'বলো।'

'সার, চাইনিজ ইন্টেলিজেন্সের লিউ ফু-চুং...' ঢোক গিলে বলল রানা, 'একটা কাজে আমার সাহায্য চাইছে ও। একটা মাইক্রোফিল্ম সিআইএ এজেন্ট বেনইয়ামিন প্যাকার্ডের কাছ থেকে উদ্ধার করতে হবে। কাজটা কি আমি নেব, সার?'

দীর্ঘ একটা বিরতির পর শোনা গেল রাহাত খানের কণ্ঠ। 'ছুটিতে আছো তুমি। চাইনিজরা আমাদের বন্ধু। আগেও অনেকবার পরস্পরকে সাহায্য করেছি আমরা। তুমি কাজটা করতে পারো। তবে, রানা, আমি চাই না, কোনও ধরনের বাড়তি ঝুঁকি তুমি নাও। আর মনে রেখো, এই মুহূর্তে আমেরিকার সঙ্গে বিরোধে যাওয়া আমাদের স্বার্থের পরিপন্থী হতে পারে।'

রানা টের পেল, ঘাড়ের রগ ত্যাড়া হয়ে যাচ্ছে ওর। বলল, 'কিন্তু, সার, যদি প্যাকার্ড আমাকে খুন করতে চেষ্টা করে, তা হলে তাকে আমি খুন করব না?'

'আত্মরক্ষা অবশ্যই করবে,' বললেন রাহাত খান। 'তবে গায়ে পড়ে লাগতে যেয়ো না। যতোবার তোমার সঙ্গে তার এনকাউন্টার হয়েছে ততোবারই অল্পের জন্য বেঁচে গেছ তুমি। মনে রেখো প্যাকার্ড সিআইএর প্রথম সারির এজেন্ট।'

রানার বলতে ইচ্ছে হলো, প্রতিবারই প্যাকার্ডের সঙ্গে আরও কয়েকজন ছিল। কিন্তু চুপ করে থাকল ও।

রাহাত খান জানতে চাইলেন, 'আর কিছু, রানা?'

'জী না, সার।'

লাইনটা কেটে গেল। ফু-চুঙের দিকে তাকাল রানা, চেপে রাখা দম ছেড়ে বলল, 'পারমিশন পাওয়া গেছে। এবার শুরু

থেকে বল্ ঘটনা কী নিয়ে।

শুরু করল ফু চুং, 'তোর কাজটাকে চোরের উপর বাটপারি বলা যেতে পারে। পাঁচ দিন আগে বেইজিং-এ আমাদের অ্যাটমিক রিসার্চ সেন্টারে একটা মাইক্রোফিল্ম তৈরি করে মূল নকশা নষ্ট করে দেয় চাইনিজ এক ডাবল এজেন্ট, খুন করে দু'জন প্রধান রিসার্চার প্রফেসরকে। বেনইয়ামিনের হাতে তুলে দেয় সে জিনিসটা। নিজেও খুন হয়ে যায় তারই হাতে। এরপর বেনইয়ামিনকে ঠেকাতে গিয়ে মারা গেছে আমাদের প্রথম সারির আরও দু'জন সিক্রেট এজেন্ট এই যখন অবস্থা তখন হঠাৎ করেই উধাও হয়ে যায় বেনইয়ামিন। সবধরনের সতর্কতা গ্রহণের পরও আমরা তাকে খুঁজে বের করতে ব্যর্থ হই। তারপর গতকাল আমাদের ইনফর্মাররা তাকে রোমে আবিষ্কার করে। আমেরিকান এম্ব্যাসিতে প্ল্যান্ট করা গুপ্তচরের মাধ্যমে জানা যায়, মাইক্রোফিল্মটা সে সরাসরি আরেক দল এজেন্টের হাতে তুলে দেবে। আগামীকাল দুপুরের ফ্লাইটে নিউ ইয়র্ক থেকে আসছে তারা। খবরটা পেয়েই চিফ আমাকে পাঠান মাইক্রোফিল্মটা উদ্ধার করতে। তারপর তো জানিসই।' দম নিতে থামল ফু-চুং।

রানা জিজ্ঞেস করল, 'রোমে তোদের এজেন্ট ছিল না? তোকে পাঠাতে হলো কেন?'

'দু'জন ছিল,' বলল ফু-চুং 'এখন মর্গে পড়ে আছে তারা।'

'মাইক্রোফিল্মটা কীসের?'

দ্বিধার ছাপ পড়ল ফু-চুঙের চেহারায়, বলল, 'এবার ফোনটা আমাকে দে। চিফের অনুমতি ছাড়া সবকিছু খুলে বলতে পারব না আমি।'

ডায়াল করবার পর পাঁচ মিনিট ক্যান্টনিজ ভাষায় ঝড়ের বেগে কথা বলল ফু-চুং, মাঝে মাঝে ভুরু কুঁচকে চিফের কথা শুনল ওর কথা থেকে রানা বুঝতে পারল, অবশেষে রাজি হয়েছেন চাইনিজ ইন্টেলিজেন্স চিফ ঝাঝাং রিসিভার নামিয়ে রেখে রানার দিকে তাকাল ফু-চুং 'জিনিসটা নিউক্লিয়ার বোমার একটা নতুন ফিশন ইমপ্রুভিং ডিভাইস। এমন একটা ফিশন ইমপ্রুভিং ডিভাইস, যেটার কারণে আণবিক পদার্থ হয়ে উঠবে আরও অনেক বেশি ফিশনেবল আমেরিকা জিনিসটা হাতে পেলে সম্ভাব্য যুদ্ধে চিন যে বাড়তি সুবিধে পেতে পারত সেটা পাবে আমেরিকা, ছড়ি ঘোরাতে পারবে চিনের মাথার উপর অত্যন্ত স্পর্শকাতর একটা জিনিস ওটা আণবিক বোমার শক্তি যেমন বাড়াবে, তেমনি আকার কমিয়ে আনতেও বিরাট ভূমিকা রাখবে, ফলে বোমা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নেওয়া বা পাচার করা হয়ে উঠবে ছেলেখেলা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ফু-চুং 'জিনিসটা আবিষ্কার করতে বারো বছর গবেষণা করতে হয়েছিল আমাদের বিজ্ঞানীদের নতুন করে রিসার্চ শুরু করলেও পাঁচ-সাত বছরের আগে আর ওটা তৈরি করা সম্ভব হবে না আমাদের পক্ষে

'ওটার আর কোনও কপি নেই তোদের কাছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'না মাথা নাড়ল ফু-চুং 'জিনিসটা এতোই গোপনীয় ছিল যে আর কোনও কপি তৈরি করা হয়নি একটু থেমে বলল, 'এবার শোন তোকে কী করতে হবে ইনফর্মাররা জেনেছে আগের হোটেল বদলে তৃতীয় শ্রেণীর একটা হোটেল, ভিলা ফেভোরিতায় উঠেছে বেনইয়ামিন। ইনফর্মারদের আমি তোর

অফিসের নম্বর দিয়ে দেব ওরা তোকে ফোন করে জানাবে ঠিক কখন হোটেলটা থেকে ডিনার খেতে বের হবে বেনইয়ামিন ফেভোরিতায় খাওয়ার ব্যবস্থা নেই ইনফর্মারদের ফোন পেলে তুই তার ঘরে ঢুকে মাইক্রোফিল্মটা খুঁজে নিয়ে আসবি। ধারণা করছি এতো গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্ট নিজের কাছে রাখবে না সে. ঘরেই কোথাও লুকাবে

রানা জিজ্ঞেস করল. 'আর কিছু বলবি?' মনে মনে ভাবছে. মাইক্রোফিল্মটা আমেরিকানদের হাতে তুলে দেওয়ার আগে প্যাকার্ড ইসরায়েলের জন্যও একটা কপি করতে পারে

মাথা নাড়ল ফু-চুং। 'না। আশা করছি সফল হবি তুই

আরও খানিক গল্প করল ওরা দু'বন্ধু. তারপর বিদায় নিয়ে রানা এজেন্সিতে ফিরল রানা।

রাত নেমেছে রোম নগরীর বুকে। নয়টা বাজে। দু'ঘণ্টা ধরে অপেক্ষা করছে রানা. কোনও ফোন আসেনি তার মানে হোটেল থেকে এখনও বের হয়নি বেনইয়ামিন প্যাকার্ড।

ন'টা পনেরোতে ফো বেজে উঠল রিসিভার তুলল রানা। 'মিস্টার রানা.' ভেসে এলো ওয়াচারের কণ্ঠ 'আমি চিয়াং হো।'

'বলুন

'ঘরের আলো নিভে গেছে সে বোধহয় বেরোচ্ছে আমি অনুসরণ করব তাকে কোথায় যায় দেখে আবার ফোন করছি। ওর রুম নম্বর তিনশো সাত

'ঠিক আছে

লাইন কেটে গেল শোল্ডার হোলস্টারে রাখা ওয়ালথার

পিপিকে পরখ করে দেখল রানা। ম্যাগাযিন আর চেম্বারে গুলি আছে নিশ্চিত হয়ে নিয়ে হ্যামার হাফ-কক করে পিস্তলটা হোলস্টারে রাখল। বেনইয়ামিন প্যাকার্ডের ব্যাপারে কোনও ঝুঁকি নেওয়ার অর্থ সোজা গোরস্তানের টিকেট। বাহুর খাপে স্টিলেটো ভরে নিল রানা। ঠিক তখনই আবার ফোন বেজে উঠল। ধরল ও। ন'টা ছাব্বিশ।

'ইয়েস?'

'হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে ডিনার খেতে ঢুকেছে প্যাকার্ড,' জানাল চিয়াং হো। 'বল রুমের পাশের ডাইনিং রুমে তাকে টেবিলে বসা অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি। নয় কোর্সের ডিনারের অর্ডার দিয়েছে, বয়কে ঘুষ দিয়ে জানলাম। এক ঘণ্টার আগে তার খাওয়া শেষ হবে না। আমি বাইরে তার জন্য অপেক্ষা করব। সে বের হলেই মোবাইলে আপনাকে সাবধান করে দেব। গুড লাক, মিস্টার রানা।'

ফোন পাবার এগারো মিনিট পর, অর্থাৎ রাত ঠিক ন'টা সাঁইত্রিশে ফ্ল্যামিনা সড়কের ভিলা ফেভোরিতা হোটেলে পৌঁছুল রানা ট্যাক্সি নিয়ে। শনিবার রাত হলেও রোমের রাস্তাগুলো ইতিমধ্যেই ফাঁকা হয়ে গেছে শুধু রাস্তার ধারের ছোট ছোট ক্যাফে থেকে হালকা গুঞ্জন ভেসে আসছে। মাঝে-মধ্যে দেখা যাচ্ছে দু'একটা মোটর স্কুটার, হাস্যরত তরুণ যুগল নিয়ে ছুটে যাচ্ছে।

যখন স্বর্ণযুগ ছিল তখন বোধহয় হোটেলটার নাম রাখা হয়েছিল ভিলা ফেভোরিতা। বাড়িটা বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় পড়ো বাড়ি। টুরিস্টরা রাত কাটাতে উৎসাহী হবে না. এমনই

করুণ হাল। এবড়োখেবড়ো ধূসর সিমেন্টের আস্তরণ ফেটে গেছে জায়গায় জায়গায়, কোথাও কোথাও খসে এসেছে দেয়াল থেকে, বেরিয়ে পড়েছে লালচে ইঁট। অনেকদিন আগে বাড়িটা রং করা হয়েছিল, সেই রং উঠে গেছে। জানালার প্রাচীন শাটারগুলো খসে পড়বার অবস্থা। তিন তলা বাড়িটা যেন ধুঁকছে, ক্ষয়ে যাওয়ার চিহ্ন বুকে ধারণ করে এখনও টিকে আছে কোনও রকমে। ভিতরে ঢুকল রানা। ছোট্ট রিসেপশন ডেস্কের পিছনে বয়স্ক এক ইতালিয়ান রিসেপশনিস্ট ঘুমাচ্ছে। নিঃশব্দে তাকে পাশ কাটাল রানা, লবির পিছনের সিঁড়ি একেকবারে দু'ধাপ টপকে উঠে এলো তিন তলায়।

করিডরে অস্পষ্ট ভুতুড়ে হলদেটে আলো ছড়াচ্ছে অনুজ্জ্বল শেডবিহীন কয়েকটা বাল্‌ব্। রুম তিনশো সাতের সামনে থামল রানা, কান পাতল দরজায়। ভিতর থেকে কোনও আওয়াজ আসছে না। বাতিও জ্বলছে না ঘরে। তার মানে এই নয় যে কেউ ভিতরে নেই। পকেট থেকে লকপিক বের করল রানা, কয়েকটা টুকরো জোড়া দিয়ে একটা চাবি মতো বানাল, নিঃশব্দে ঢুকিয়ে দিল ওটা তালার ফুটোয়। টাম্বলার খুঁজছে ওর অভিজ্ঞ আঙুল। ক্লিক শব্দে খুলে গেল তালা। নবটা আস্তে করে ঘুরিয়ে দরজায় ঠেলা দিল রানা, ওয়ালথারটা বের করে পা রাখল ঘরে।

ঘরের ভিতরে কোনও নড়াচড়া বা আওয়াজ নেই। বোধহয় নেই কেউ। চট্ করে সরে দাঁড়াল রানা, একহাত বাড়িয়ে পিছনে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

কয়েক মিনিট লাগল ওর ডিম লাইটে চোখ দুটোকে অভ্যস্ত করে নিতে। বাথরুমটা দেখে নিয়ে নিশ্চিত হলো, ও ছাড়া এ-ঘরে

সত্যিই আর কেউ নেই; তারপর ওয়ালথারটা হোলস্টারে রেখে দিল। একটা জায়গা বেছে শামশের আলীর আবিষ্কার মির জুমর্লার কামানের আদলে তৈরি দু' ইঞ্চি দীর্ঘ কামানটা পকেট থেকে বের করে দরজার দিকে তাক করে রাখল। দুই চাকার উপর বসানো ওটার নলের মুখটা অ্যাডজাস্ট করল, তারপর সন্তুষ্ট হয়ে ঘর আর অ্যাটাচড্ বাথরুম খুঁটিয়ে দেখল আবার।

স্পার্টান ফ্যাশনে সাজানো হয়েছে ঘরটা। বিচ্ছিরি একটা বদ-গন্ধ ঘরে না-ধোয়া ওয়াশ বাউল, না-মোছা মেঝে, রোদে না দেওয়া ম্যাট্রেস আর কীটনাশকের মিশ্রণ কিছু লুকানোর জায়গা ঘরে নেই বললেই চলে আসবাবপত্র বলতে চওড়া একটা বিছানা, একটা নাইটস্ট্যান্ড, ছোট একটা ব্যুরো আর দুটো চেয়ার। দুটোর একটা পিঠ-সোজা কাঠের চেয়ার, অন্যটা গদিওয়ালা। গদিওয়ালাটার পিঠের দিকে কাপড় ফেঁসে গেছে, বেরিয়ে এসেছে তুলো। ঘরটাকে আর যা-ই হোক, হিলটনের ঘর বলা যাবে না

রানা জানে, মাইক্রোফিল্মটা নিজের সঙ্গে রাখার কথা নয় বেনইয়ামিনের। রাখা সম্ভব, কিন্তু সেটা গুপ্তচরদের শেখানো সমস্ত নিয়মের বিরুদ্ধাচারণ করা হয়ে যায়। স্ট্যান্ডার্ড ট্রেইনিং অনুযায়ী যতক্ষণ না রাখলেই নয় ততক্ষণই শুধু নিজের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্ট রাখা হয়। তারপর জিনিসটা অন্য কাউকে দিয়ে দিতে হবে, নয়তো হস্তান্তরের আগে পর্যন্ত নিরাপদ কোথাও লুকিয়ে ফেলতে হবে মাইক্রোফিল্মটা বেনইয়ামিন সম্ভবত এই ঘরেই লুকিয়েছে।

পঁচিশ মিনিট খুঁজল রানা, তারপরও মাইক্রোফিল্মটা না পেয়ে

ওর মনে সন্দেহ জাগল, হয়তো ভুল ভেবেছে ও, বেনইয়ামিন জিনিসটা নিজের কাছেই রেখেছে। ঘরটা তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে রানা। ছেঁড়াখোঁড়া ম্যাট্রেসটা পড়ে আছে দরজার কাছে, গদিওয়ালা চেয়ারটারও একই অবস্থা। ব্যুরো আর নাইটস্ট্যান্ড থেকে টেনে বের করেছে ও ড্রয়ারগুলো, ওগুলো এখন মেঝেতে পড়ে আছে। বিছানার গদি ছিঁড়ে বের করে এনেছে স্প্রিং। প্রতিটা জিনিস গভীর মনোযোগে দেখেছে ও, টয়লেটের ফ্লাশ বেসিনও বাদ দেয়নি। কিন্তু মাইক্রোফিল্মটা নেই কোথাও।

বন্ধ জানালার কাছে দাঁড়িয়ে ঘড়ি দেখল রানা। দশটা বাজতে আর দুই মিনিট। ঘরে কোনও ভেন্ট নেই, লক্ষ করেছে রানা। কখনও ছিলই না। জানালার তিনটে শাটারের মধ্যে দুটোই খোলা। তিনটে খোলা থাকলেও গরমকালে নিশ্চয়ই হোটেল ম্যানেজমেন্টের কাছ থেকে ফ্যান ভাড়া নেয় গেস্টরা। কী যেন চোখ এড়িয়ে যাচ্ছে, মনের মধ্যে খচ্-খচ্ করছে রানার বাজে একটা হোটেল, যেখানে বিছানার স্প্রিং সারারাত পিঠে খোঁচা দেয়, শেভ করবার জন্য গরম পানি পাওয়া যায় না। এসব কি ওর অস্বস্তি বোধ করবার কারণ? না বোধহয়। তা হলে কী?

দেয়ালে পরীক্ষা করবার কিছু নেই। বাথরুমটা আরেকবার খুঁজে দেখা যেতে পারে। সেদিকে পা বাড়িয়ে করিডরে পায়ের আওয়াজ শুনতে পেল রানা। দেরি না করে ওয়ালথারটা বের করে দরজার পাশে চলে গেল ও। করিডরের দূর প্রান্তে আওয়াজটা আবার শুনতে পেল, খুলে বন্ধ হলো একটা দরজা। ওয়ালথারটা কোমরে গুঁজে রেখে বাথরুমের দিকে পা বাড়াল ও। ঠিক তখনই ওর পিছনে খুলে গেল ঘরের দরজা।

ঝট্ করে ঘুরল রানা। বেনইয়ামিন দাঁড়িয়ে, হাতে নাকবোঁচা একটা কোল্ট .৪৫।

ওয়ালথারের দিকে হাত বাড়িয়েও থেমে গেল রানা।

'ভুলেও হাত নামিয়ো না,' রানার বুকে কোল্ট তাক করে নিচু গলায় বলল বেনইয়ামিন।

জ্যাকেটের কাছ থেকে হাত সরিয়ে নিল রানা, পরক্ষণেই চাপড় মারল উরুতে। সুইচটা ওর পকেটের ভিতরে। ওটাতে চাপ পড়তেই ঠাস করে একটা আওয়াজ হলো। মনে হলো দু'টাকা দামের পটকা ফুটেছে। শামশের আলীর কামান থেকে টিয়ার গ্যাস বেরিয়ে সোজা আঘাত হানল বেনইয়ামিনের বুকে। কামানের নলের উচ্চতা ঠিক করতে পারেনি রানা। চমকে সরে গেল প্যাকার্ড, ছোট্ট ধোঁয়ার কুণ্ডলীর বাইরে সরে এলো গ্যাসটা কার্যকরী ভূমিকা রাখবার আগেই। একবারের জন্যও তার কোল্টের নল সরল না রানার বুকের উপর থেকে।

গ্যাসটা কটু একটা গন্ধ ছড়িয়ে বাতাসে মিলিয়ে যেতেই পা দিয়ে দরজা বন্ধ করে ওর দিকে এগিয়ে এলো বেনইয়ামিন।

রানার সমানই লম্বা হবে সে। তবে দেহের গড়ন হালকা। নড়াচড়ায় চিতার ক্ষিপ্রতা। চেহারাটা দেখলে বয়স পঁচিশের কম বলে মনে হয়, তবে হাল্কা টাক পড়তে শুরু করেছে চাঁদিতে। অত্যন্ত বিপজ্জনক একজন খুনি। প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে খুন করে আনন্দ পায়। বিশেষ করে, যাদের প্রতি ওর ব্যক্তিগত ঘৃণা আছে।

রানার বেল্টে গোঁজা ওয়ালথারটা আলগোছে বের করে নিল বেনইয়ামিন। কোল্ট সরল না রানার হৃৎপিণ্ডের উপর থেকে। ওয়ালথারটা ছেঁড়া ম্যাট্রেসের উপর ছুঁড়ে ফেলল।

'তা হলে তুমি এসেছ, মাসুদ রানা,' বলে দু'পা পিছাল সে।

'আসতেই হলো,' শুকনো গলায় বলল রানা। কথার আগে চিন্তা চলছে ওর। ট্রিগারটা টেনে দেওয়ার আগে কতোক্ষণ কথা বলবে বেনইয়ামিন?

'এরকম ঘটতে পারে ভেবে আমাকে সতর্ক থাকতে হয়,' মৃদু হাসি বেনইয়ামিনের ঠোঁটে। 'নইলে এতোদিন বেঁচে থাকতে পারতাম না। তুমি কি ভেবেছ চাইনিজ ওয়াচার আমার আসবার খবর তোমাকে দিতে পারবে? ওই নাকবোঁচা চিনা? ওর মগজে আছেটা কী? আমি বনি ইসরায়েল বংশের লোক। তোমাদের আল্লাহ তো বলেছেন, আমাদেরকেই তিনি সবচেয়ে বেশি ভালবাসেন, আমরাই মানব জাতির সেরা–সব দিক থেকে শ্রেষ্ঠ। না, রানা, আমি পেছনের দরজা দিয়ে ইন্টারকন্টিনেন্টাল থেকে বেরিয়ে এসেছি।' বাঁকা হাসল বেনইয়ামিন প্যাকার্ড।

পিঠের কাছে শিরশিরে একটা অনুভূতি হলো রানার। আবার দেখা হলো ওর বেনইয়ামিনের সঙ্গে, এবং তার উদ্যত অস্ত্রের মুখে আছে ও।

'আসবাবপত্রের এ অবস্থা করার জন্য দুঃখিত,' বলল রানা। 'তবে আগে অবস্থা যা ছিল তার চেয়ে বেশি খারাপ করতে পারিনি, এ-কথা বলতে পারো।'

'তুমি খুঁজে পাওনি ওটা, তা-ই না?' হাসিটা চওড়া হলো বেনইয়ামিনের।

'পাইনি। হাতে সময় খুব কম ছিল।'

'তা ঠিক,' কাঁধ ঝাঁকাল বেনইয়ামিন। 'তবে কেউ খুঁজে পাবে না এমন ভাবেই লুকিয়েছি।'

'আমার ধারণা আমি জানি জিনিসটা কোথায় আছে।'

'তা-ই?' অধৈর্য শোনাল বেনইয়ামিনের কণ্ঠ। গুলি করতে তৈরি সে, তবে কৌতূহল তাকে দেরি করাচ্ছে।

'খুব ভাল জায়গায় লুকাওনি,' বলল রানা। 'তোমার মতো বুদ্ধিমান লোক আরও অভিনব কিছু করবে আশা করেছিলাম।'

হাসিটা মুছে গেল বেনইয়ামিনের ঠোঁট থেকে, বদলে চেহারায় রাগের ছাপ পড়ল। 'তা কোথায় লুকিয়েছি বলে তোমার ধারণা, মাসুদ রানা? তোমার শেষ আন্দাজ কি ঠিক হবে, না ভুল?'

'ওখানে,' বলেই মুহূর্তের জন্য বাথরুমের দরজার আড়াল নিল রানা। একইসঙ্গে হাতের ঝাঁকিতে বের করে আনল স্টিলেটো।

তাচ্ছিল্যের হাসি হাসতে শুনল ও বেনইয়ামিনকে। কিন্তু তার দিকে না তাকিয়ে মেঝেতে বসে পড়ল রানা। বেনইয়ামিনের গুলি ওর জ্যাকেটের হাতা ফুটো করে বেরিয়ে গেল। স্টিলেটো ছুঁড়ে দিল রানা বেনইয়ামিনের বুক লক্ষ্য করে।

ঠিক মতো ছোঁড়া হয়নি স্টিলেটো, ওটা বেনইয়ামিনের হৃৎপিণ্ডে না গেঁথে ডান কাঁধে গাঁথল। অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল বেনইয়ামিন, তার কোল্ট ধরা হাতটা দেহের পাশে নেমে এলো। মেঝে থেকে লাফ দিয়ে তার সামনে পৌঁছে গেল রানা, দু'হাতে ধাক্কা দিল বুকে।

দু'জন একই সঙ্গে দেয়ালের গায়ে বাড়ি খেল, তারপর হুড়মুড় করে পড়ে গেল মেঝেতে। বেনইয়ামিনের অস্ত্র ধরা হাতের কব্জি জোরে মোচড় দিল রানা। ঝটকা খেয়ে দূরে ছিটকে পড়ল কোল্ট রিভলভার, খটাংখট আওয়াজ করে মেঝেতে পিছলে সরে গেল আওতার বাইরে।

বেনইয়ামিনের বুকের উপর চড়ে বসল রানা। অস্পষ্ট আলোয় প্রতিপক্ষের চেয়ে অপেক্ষাকৃত ভাল দেখতে পাচ্ছে ও। ডানহাতে প্রচণ্ড এক ঘুসি বসাল ও বেনইয়ামিনের চোয়ালে। শুনতে পেল, কড়াৎ আওয়াজ করে চোয়ালের হাড় ছুটে গেল লোকটার। আরেকটা ঘুসি মারবার জন্য হাত উঠিয়েও থেমে গেল রানা। ক্ষণিকের জন্য জ্ঞান হারিয়েছে বেনইয়ামিন।

লোকটার কাঁধ থেকে স্টিলেটো খুলে নিল রানা, বেনইয়ামিনকে চোখ মেলতে দেখল। হিসহিস করে শ্বাস নিচ্ছে সে। নিচু স্বরে গোঙাচ্ছে ব্যথায়। তার থুতনির নীচে স্টিলেটোর ফলা ঠেকাল রানা। ভুরু নাচাল। 'কোথায় ওটা?'

জবাবে গোঙাল বেনইয়ামিন। ভাঙা চোয়ালে চড় মারল রানা। এক হাতে ঝাঁকি দিল কাঁধ ধরে। 'বলে ফেলো কোথায় ওটা, বেনইয়ামিন। আমি তোমাকে খুন করতে আসিনি। খুন করতে বাধ্য কোরো না আমাকে।'

'এখানে নেই,' গোঙানোর ফাঁকে দুর্বল স্বরে বলল আমেরিকান এজেন্ট।

'মিথ্যে বোলো না, চালাকি করে পার পাবে না।'

ঘনঘন মাথা নাড়ল বেনইয়ামিন প্যাকার্ড। স্টিলেটো দিয়ে থুতনির নীচে খোঁচা মারল রানা, ছোরার ডগায় দু'ফোঁটা রক্ত বেরিয়ে এলো। বাইরে করিডরে গলার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে ও। গুলির আওয়াজ পেয়েছে হোটেলের লোক। ইতালিয়ান ভাষায় কে যেন চিৎকার করে জানতে চাইছে সব ঠিক আছে কি না।

'এখানে কিছু হয়নি,' ইতালিয়ান ভাষাতেই গলা উঁচিয়ে জানাল রানা। বেনইয়ামিনের দিকে তাকাল। 'বুঝতেই পারছ,

এবার তোমার সঙ্গীসাথীরা নেই। সময়ও নেই তোমার হাতে। য-কোনও সময় পুলিশ চলে আসবে। তার আগেই বলে ফেলো মাইক্রোফিল্মটা কোথায় রেখেছ। জলদি!'

কড়া চোখে রানাকে দেখল বেনইয়ামিন। ফোঁস-ফোঁস করে শ্বাস নিচ্ছে। 'তুমি কি আমাকে যে-সে লোক পেয়েছ, জীবনের হুমকি দিলেই যা জানতে চাও বলে দেব? বলতে বাধ্য হচ্ছি, তুমি বেনইয়ামিন প্যাকার্ডকে চিনতে ভুল করেছ।'

হাড়ে হাড়ে লোকটাকে চেনে রানা। বিসিআইয়ের ফাইলের কথা মনে পড়ল ওর। বেনইয়ামিন প্যাকার্ড মিষ্টভাষী মানুষ, মেয়েদের পছন্দের পুরুষ। অত্যন্ত কামাতুর একজন লোক। নিজেকে প্রেমের রাজা ভাবতে ভালবাসে। গর্ব করে বলে বেড়ায় এমন মেয়ে নেই যে তাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে।

'ঠিক আছে, বেনইয়ামিন,' নিচু গলায় বলল রানা। 'আমি তোমাকে খুন করব না। শুধু শরীরের যে জিনিসটা নিয়ে তোমার সবচেয়ে বেশি গর্ব, ওটা কেটে রেখে যাব।'

ক্ষণিকের জন্য আতঙ্কের ছাপ ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল বেনইয়ামিন প্যাকার্ডের চেহারা থেকে। 'কী?'

করিডরে আরও বেশ কয়েকটা গলা শোনা যাচ্ছে। রানা বলল, 'তুমি ভাল করেই জানো আমি কোন্ জিনিসটার কথা বলছি।'

বিস্ফারিত চোখে রানাকে দেখল বেনইয়ামিন। 'মিথ্যে বলছ তুমি!'

'সময় নষ্ট করছ।'

'তুমি উন্মাদ!' বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে বেনইয়ামিনের কপালে। 'বদ্ধ উন্মাদ!'

স্টিলেটোর এক পোঁচে ঠিক জায়গামত লোকটার প্যান্ট চিরে ফেলল রানা। 'মনে হচ্ছে আমি মিথ্যে বলছি, বেনইয়ামিন?'

'মেরে ফেলো আমাকে!'

'উঁহুঁ। মারব না। শুধু পুরুষত্বহীন করে ছেড়ে দেব।' টান দিয়ে আন্ডারপ্যান্টটা সরিয়ে স্টিলেটো বাগিয়ে ধরল রানা ভয়ঙ্কর চেহারা করে। যা আশা করেছিল তা-ই হলো। এই প্রতিক্রিয়াটাই হবে ভেবেছিল ও। চরম আতঙ্কে চট্ করে একবার জানালার দিকে তাকাল বেনইয়ামিন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সাহস ফিরে পেল, কিন্তু ততোক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। জানালার একটা শাটার বন্ধ দেখে খটকা লেগেছিল রানার, কিন্তু তখন বুঝতে পারেনি কারণ। এখন স্পষ্ট বুঝতে পারল মাইক্রোফিল্মটা কোথায় আছে।

'না!' ফুঁপিয়ে উঠল বেনইয়ামিন।

এক ঘুসিতে ওর নাক ভচ্‌কে দিল রানা, লোকটা আবার জ্ঞান হারিয়েছে বুঝে চলে এলো জানালার কাছে। বন্ধ শাটারটা খুলল ও। কাঠের একটা টুকরো ভেঙে খসে পড়ল চৌকাঠের উপর। মাঝখানের শাটারের তক্তার ভিতর রোল করা ফিল্ম দেখতে পেল ও। আরে! পাশাপাশি দুটো রোল দেখা যাচ্ছে! তার মানে, ঠিকই ভেবেছিল ও, একটা চলে যেত ইজরাইলিদের হাতে।

কাঠের তৈরি শাটারের ফ্রেমটায় অনেকগুলো তক্তা আছে। প্রত্যেকটা ঘুণে খাওয়া। কাঠে রং না থাকায় অন্য কাঠগুলোর চেয়ে একটা তক্তা বেশি দ্রুত ক্ষয়ে গেছে। একটা পকেট মতো তৈরি হয়েছে মাঝখানের জায়গাটায়। ওই পকেটে বসে আছে খয়েরী মাইক্রোফিল্মের রোল দুটো। শাটার যদি বন্ধ থাকে তা হলে বুঝবার কোনও উপায় নেই যে ওখানে কিছু থাকতে পারে।

'না!' চিৎকার করে উঠল বেনইয়ামিন। জ্ঞান ফিরে পেয়েছে। উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করল সে। রানার দিকে এগোতে চাইছে।

রোল-দুটো পকেটে রাখল রানা। ঠিক তখনই রিভলভারটার জন্য ডাইভ দিল বেনইয়ামিন প্যাকার্ড।

ছুটল রানাও, কিন্তু ও বেনইয়ামিনের কাছে পৌঁছুবার আগেই রিভলভারটা হাতে তুলে নিল লোকটা, তাক করছে রানার বুকের দিকে। মত বদলে ম্যাট্রেসে ঝাঁপিয়ে পড়ল রানা, ওখানে পড়ে থাকা ওয়ালথারটা হাতে পেতে চায়। বিকট গর্জন ছাড়ল বেনইয়ামিনের রিভলভার। গুলিটা রানার মাথার উপর দিয়ে বাথরুমের দরজায় গেঁথে গেল।

ম্যাট্রেসে পড়েই ওয়ালথারটায় ছোঁ মারল রানা। বেনইয়ামিন আবার তাক করছে রিভলভার। ওয়ালথার তুলে তাক না করেই পরপর দুটো গুলি করল রানা। প্রথম গুলিটা বেনইয়ামিনের পিছনে দরজায় গাঁথল। করিডরে চিৎকার উঠল। দরজায় জোরে জোরে ধাক্কা দিচ্ছে কারা যেন। রানার দ্বিতীয় গুলিটা ঠিক বেনইয়ামিনের হৃৎপিণ্ডে বিঁধল। ধাক্কা খেয়ে শূন্যে উঠে গেল হালকা-পাতলা বেনইয়ামিন, মেঝেতে পড়ল বসবার ভঙ্গিতে। ওখানে কয়েক সেকেন্ড বসে থাকল সে বড় বড় চোখ করে, তারপর কাত হয়ে পড়ে গেল মেঝেতে। মারা গেছে পড়ার আগেই।

করিডরে পোলিযিয়া! পোলিযিয়া! রব উঠেছে। বন্ধ হয়ে গেছে দরজা ধাক্কানো বাইরের লোকগুলো এখন জানে এই ঘরের ভিতর গোলাগুলি হচ্ছে।

স্টিলেটো খাপে পুরল রানা, ওয়ালথারটা হোলস্টারে ভরে

জানালার কাছে চলে এলো। চটজলদি সরে পড়তে হবে এখান থেকে। আগেই দেখেছে ও, জানালার বাইরেই আছে নড়বড়ে একটা ফায়ার এস্কেপের লোহার সিঁড়ি। ওটার ধাপে পা রাখল রানা, নামতে নামতে দূরে শুনতে পেল পুলিশের গাড়ির সাইরেন এগিয়ে আসছে। নীচের অন্ধকার গলিতে নেমে পড়ল ও, দ্রুত পায়ে ঘুরপথে এগিয়ে চলল প্রধান সড়কের দিকে।

দুই

রাতে কয়েকটা হোটেল পাল্টাল রানা। যেটায় শেষ পর্যন্ত রাত কাটাবে ঠিক করল সেই হোটেলটা ভিয়া মার্কো অরেলিওর কাছে, কলোসিয়ামের সামান্য দূরে একটা টিলার উপর। শহরের পুরোনো এবং বিপজ্জনক একটা জায়গা এটা। বাতাসহীন ছোট্ট ঘরে প্রবেশ করে ওকে মনে মনে স্বীকার করতে হলো, সিআইএর আক্রমণের চেয়ে এখানে ডাকাতির সম্ভাবনাই বেশি। শবাসনে শুয়ে কিছুক্ষণ ধ্যান করবার পর তলিয়ে গেল ও গভীর ঘুমে।

ভোরে বিছানা ছাড়ল ও। বেনইয়ামিন যেরকম যত্ন করে গোপন জায়গায় ফিল্মগুলো রেখেছিল, ততোটা গোপনে রাখতে পারেনি ও, রানা এটা মেনে নিল। ফিল্মদুটো আলোর সামনে তুলে হুবহু এক কি না একবার মিলিয়ে দেখে রেখে দিল জায়গা

মতো। ভাবল, ইজরাইল কি জানে তাদের জন্যেও একটা কপি করিয়েছিল বেনইয়ামিন? বর্তমান অবস্থায় সিআইএ তো বটেই, মোসাদকেও কি সামাল দিতে হবে ওর?

রাতেই ফু-চুঙের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে রানা। জিনিসটা আপাতত রানার কাছেই রাখতে বলেছে ও, চাইনিজ এম্ব্যাসির ধারে কাছেও যেতে বারণ করেছে। আজ দুপুর একটায় রোমা পার্কের দক্ষিণ গেটে দশজন বডিগার্ড সহ ওর সঙ্গে দেখা করবে চাইনিজ এম্ব্যাসির ফার্স্ট সেক্রেটারি লিঙ পিয়াও। জিনিসটা হাত বদল হওয়ামাত্র চলে যাবে কনভয় বিমানবন্দরের দিকে, ওখানে অপেক্ষারত চায়না এয়ারলাইন্সের একটা প্লেনে চেপে রওনা হয়ে যাবে ওরা বেইজিং অভিমুখে।

কাপড় পাল্টে নিল রানা, তারপর বেরিয়ে পড়ল হোটেল থেকে। দুপুর একটার দেরি আছে অনেক, কাজেই ধীরেসুস্থে সকালের নাস্তাটা সেরে নেওয়া যায় ভাল কোনও হোটেলে। অশুভ একটা চিন্তা রানার মাথায় দোলা দিল। বেনইয়ামিন যদি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ফিল্ম হস্তান্তর করতে পারত তা হলে এখনও বেঁচে থাকত সে। ও নিজে কি জিনিসটা হাত বদল করতে পারবে, না তার আগেই হামলা আসবে ওর উপর?

ঘরেই ফিল্ম দুটো রেখে এসেছে ও, অযথা সঙ্গে রাখবার ঝুঁকি নেয়নি। একটা কফি শপে ঢুকল রানা। নাস্তা সেরে টেলিফোন বুদ থেকে ফোন করে জেনে নিল চায়না এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট ডিলে হবে কি না। হবে না। এবার চাইনিজ সেফহাউসের নম্বরে যোগাযোগ করল ও। ফু-চুং সাবধান করল, সিআইএ-র একটা কিলার গ্রুপ হন্যে হয়ে খুঁজছে ওকে। বিল পরিশোধ করে কফি

শপের টয়লেটে ঢুকে চেহারা পাল্টাল রানা। আয়নায় যখন নিজেকে আর চেনা যাচ্ছে না, তখন বেরিয়ে এল রাস্তায়।

দুপুর বারোটার দিকে হোটেল কক্ষে ফিরে খাটের ফাঁপা পায়া থেকে মাইক্রোফিল্ম দুটো বের করল রানা। হোটেল থেকে ট্যাক্সি না ডেকে টিলার গোড়ায় নেমে এসে কলোসিয়ামের কাছ থেকে ট্যাক্সি নিল। স্বাভাবিক একটা সতর্কতা এটা। কিন্তু এ-দফা সতর্কতাটা কোনও কাজে দিল না। তিন ব্লক যেতে না যেতেই রানা টের পেল কালো একটা ফিয়াট ওর ট্যাক্সিকে অনুসরণ করছে।

'বামদিকে মোড় নিন,' ড্রাইভারকে বলল রানা।

আপত্তি তুলল ড্রাইভার। 'কিন্তু আপনি বলেছেন রোম পার্কে যাবেন।'

'বামদিকে মোড় নিন, এখন আর ওখানে যাচ্ছি না।'

'খেয়ালী টুরিস্ট!' অসন্তুষ্ট কণ্ঠে বিড়বিড় করল ড্রাইভার, তবে বাঁক নিল।

পিছনের জানালা দিয়ে তাকাল রানা, দেখল কালো ফিয়াটও বাঁক নিয়েছে। হোটেল বদলে কোনও লাভ হয়নি। যে করেই হোক, বেনইয়ামিনের লোকজন জেনে গেছে ও কোথায় উঠেছিল। এখন আসছে ওকে খুন করে মাইক্রোফিল্মটা কেড়ে নিতে।

ড্রাইভারকে বলে দ্রুত আরও দু'বার বাঁক নেওয়াল রানা ট্যাক্সি। ড্রাইভার টের পেয়েছে পিছনের কালো গাড়িটা অনুসরণ করছে ওদের। ওটাকে খসিয়ে দিতে চেষ্টা করল সে গতি বাড়িয়ে। নিজের দক্ষতা প্রমাণ করবার সুযোগ পেয়ে তাকে খুশিই মনে হলো। গতি না কমিয়ে মোড় ঘুরে ভিয়া ল্যাবিক্যানায় ঢুকল

সে, আবার কলোসিয়াম পাশ কাটিয়ে চলে এলো ভিয়া দেই ফোরি ইমপেরিয়ালিতে। দ্রুত গতিতে পার হয়ে গেল ঝলমলে সোনালী রোদে স্নাত ব্যাসিলিকা অভ কন্সট্যান্টাইন আর চকের মতো সাদা মন্দিরের ধ্বংসস্তূপ—রোমান ফোরাম।

'এবার কোথায়, সেনিয়র?'

'চালিয়ে যান,' পিছনে তাকাল রানা ফিয়াট আর কতোদূরে আছে দেখতে।

ড্রাইভার যথেষ্ট দক্ষ আর সাহসী হলেও রাস্তার ট্রাফিক ট্যাক্সির গতি কমিয়ে দিয়েছে। ঠিক পিছনেই আছে কালো ফিয়াট। অস্বস্তিকর রকমের কাছে। কর্সো ভিট্টোরিয়ো এমানুয়েল ধরে টাইবারের কাছে চলে এলো রানার ট্যাক্সি, পন্টে ভিট্টোরিয়ো এমানুয়েলের ব্রিজ ধরে নদী পার হলো, তারপর ছুটল সোজা ভ্যাটিকানের দিকে। কালো গাড়িটা এখনও ধাওয়া করে আসছে। রানা একবার ভাবল ট্যাক্সিতেই কোথাও মাইক্রোফিল্মটা লুকাবে কি না। কিন্তু সেটা ঠিক হবে না। ট্যাক্সিটা নিশ্চয়ই চিনে রেখেছে আমেরিকানরা, এখানে জিনিসটা লুকালে মাত্রাতিরিক্ত ঝুঁকি নেওয়া হয়ে যায়। রানার কথায় চক্রাকারে ট্যাক্সি চালিয়ে যাচ্ছে ড্রাইভার, ভিয়া ডেয়া কনসিলিয়াযিও হয়ে পিয়াযা পায়াস বারো-র দিকে ছুটছে। সামনে দেখা যাচ্ছে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা সেইন্ট পিটার্স। পিয়াযার দিকে তাকাল রানা, দেখতে পেল ওটার মাঝখানের বিরাট ফোয়ারা। চট করে চিন্তাটা খেলে গেল রানার মাথায়। যা করবার দ্রুত করতে হবে। সময় পাওয়া যাবে না আর বেশি।

'এখানেই রাখুন, ড্রাইভার,' পিছনটা একবার দেখে নিয়ে

নির্দেশ দিল রানা। ফিয়াট আর দুশো গজ পিছনেও নেই। লিরার একটা মোটা বান্ডিল ধরিয়ে দিল ও ড্রাইভারের হাতে। টাকার অংকটা দেখে লোকটার ঘন ঝোপের মতো ভ্রূ দুটো কপালে উঠল।

'ভাল হোক, সার!' রানার পিছনে চিৎকার করে জানাল সে। 'দিনটা ভাল কাটুক আপনার!'

রানা হাড়ে হাড়ে বুঝছে, শুভ কামনার চেয়ে ঢের বেশি কিছু লাগবে ও যে গেরোয় পড়েছে সেখান থেকে উদ্ধার পেতে হলে। ফিল্মটা পাবার জন্য ওকে খুন করতে একটুও দ্বিধা করবে না সিআইএ-র এজেন্টরা। হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল ও। কাঁধের উপর দিয়ে আরেকবার তাকিয়ে দেখল পিয়াযার মোড়ে থেমেছে কালো ফিয়াট। ওটার সামনের লম্বা সিটে তিন জন বসে আছে। গাড়ির কাঁচে দুপুরের রোদ প্রতিফলিত হওয়ায় তাদের চেহারা দেখতে পেল না ও। বোধহয় কী করবে তা নিয়ে দ্বিধায় ভুগছে লোকগুলো। রানা এখন প্রায় ছুটছে। ব্যাসিলিকা পেরিয়ে জাদুঘর এলাকায় চলে যেতে চাইছে ও। ওখানে হয়তো অসংখ্য টুরিস্ট আর অবসরে বেড়াতে আসা ইতালিয়ানদের ভিড়ে হারিয়ে যাওয়া সম্ভব হতে পারে।

কলোনেড পার হলো রানা, বিশাল বারনিনি কলামগুলো পার হয়ে ওয়াকওয়ের দিকে চলেছে। ওদিকেই আছে বেশ কয়েকটা মিউজিয়াম। আরেকবার পিছনে তাকাল, দু'জন আমেরিকান কালো গাড়ি থেকে নেমে পিছু নিয়েছে ওর, দূরত্ব কমিয়ে আনছে দ্রুত।

ডানদিকে ছুটল রানা, চলে এলো প্রথম দুটো মিউজিয়ামের

ছায়ায়। থামল না, দ্রুতপায়ে হাজির হয়ে গেল কালচে রঙের তৃতীয় মিউজিয়ামটার কাছে। ঢুকবার মুখে ইউনিফর্ম পরা গার্ডরা আছে। তাদের দিকে দ্বিতীয়বার না তাকিয়ে মিউজিয়ামে ঢুকে পড়ল রানা। সামনেই রিসেপশন এরিয়া। ওখানে টুরিস্টরা সুভ্যেনির স্ট্যান্ডের সামনে ভিড় জমিয়েছে।

চট করে পিছনে তাকিয়ে দু'জন আমেরিকানকে দেখতে পেল ও। ওকে হারিয়ে ফেলেনি, অনুসরণ করে ঠিকই হাজির হয়ে গেছে মিউজিয়ামের দরজায়। দোতলায় উঠবার জন্য সিঁড়ির ধাপ একেকবারে দুটো করে টপকাতে শুরু করল রানা, পিছনের লোকটার কুড়ালের মতো চেহারায় দুশ্চিন্তার ছাপ দেখতে পেল। এক নজরেই তার চেহারা মনে গেঁথে নিল রানা। কালো চুল, চামড়ার রং বাদামী, সাদামাঠা একটা ব্যাগি সুট পরনে। কুড়াল-মুখটা একবার দেখলে মনে থেকে যায়। দ্বিতীয় লোকটাকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

সিঁড়ির শেষ ধাপ টপকে গ্যালারি অভ দ্য ভ্যাটিকান লাইব্রেরিতে পৌঁছে গেল রানা। লম্বা, সরু একটা ঘর, দু'পাশে সাজানো আছে গ্লাস কেস। ওগুলোতে পোপ পায়াস নয়, লিও তেরো আর পায়াস দশকে দেওয়া বিভিন্ন রাজকীয় উপহার সামগ্রীর প্রদর্শনী করা হয়েছে। চারপাশে দামি জিনিসের ছড়াছড়ি। আছে মূল্যবান রত্ন বসানো সেপ্টার, রুপোর ছোট ছোট অসংখ্য মূর্তি, সোনা খোদাই করা চ্যালিস বা পানপাত্র এবং ধর্মীয় বিভিন্ন জিনিসপত্র। প্রাচীন সব দুর্লভ ফুলদানী কাঁচের কেসের পাশে মেঝেতে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। গ্যালারির বামদিকে দেয়ালের গায়ে জানালা আছে। ওখান দিয়ে দেখা যাচ্ছে নীচের

উঠান। কিছুক্ষণ আগে ওই পথেই মিউজিয়ামে এসে ঢুকেছে রানা।

ঘরে দ্রুত চোখ বুলাল ও। ওর চোখ মাইক্রোফিল্মটা লুকানোর উপযুক্ত একটা জায়গা খুঁজছে। এখন আর জিনিসটা ওর কাছে রাখা নিরাপদ নয়। তারচেয়ে ওটা ভাল কোনও গোপন জায়গায় লুকিয়ে ফেলতে পারলে সিআইএর এজেন্টের পক্ষে খুঁজে বের করা প্রায় অসম্ভব একটা কাজ হয়ে দাঁড়াবে।

গ্যালারির দুই মাথায় ইউনিফর্ম পরা গার্ড করিডরে পাহারা দিচ্ছে। তাদের পদচারণায় মেঝের কাঠ ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ করছে। আওয়াজটা খেয়াল করল রানা, তারপর গার্ডরা যেই এমন একটা অবস্থানে গেল যেখান থেকে ওকে দেখতে পাবে না, পকেট থেকে ফিল্মদুটো বের করল ও।

এখন যে-কোনও মুহূর্তে সিঁড়ির মাথায় দেখা দেবে সিআইএর এজেন্ট। গার্ডদের একজন শিস দিচ্ছে। একটা কেসের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে গভীর মনোযোগে ভিতরের জিনিস দেখবার ভান করল রানা, আড়চোখে গার্ডকে দেখছে। লোকটা চোখের আড়াল হতেই গ্যালারির কোনায় একটা কেসের পাশে রাখা এট্রোসক্যান ফুলদানীর মধ্যে ফিল্মদুটো ছেড়ে দিল ও। মৃদু একটা খসখসে আওয়াজ করে ফুলদানীর সরু মুখ দিয়ে নীচে পড়ল জিনিসটা।

চট করে সরে গেল রানা, আরেকটা কেসের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। গ্যালারির দরজায় দেখা দিল আমেরিকান লোকটা। দ্রুত পায়ে আসছিল, রানাকে দেখে গতি কমাল, তারপর থেমে দাঁড়াল সে-ও, একটা গ্লাস কেসের সামনে দাঁড়িয়ে ভিতরে নজর বুলাতে শুরু করল—ভাব দেখে মনে হচ্ছে মুগ্ধ দর্শক।

রানা নিশ্চিত মাইক্রোফিল্মটা কেউ ওকে এট্রোসক্যান ফুলদানীর মধ্যে রাখতে দেখেনি। আগ্রহী টুরিস্টের মতো আরও খানিকক্ষণ গ্লাস কেসের দিকে তাকিয়ে থাকল ও, তারপর ধীর পায়ে একের পর এক শো-কেসের সামনে আধ মিনিট করে থেমে বের হলো ঘরটা ছেড়ে। দরজায় দাঁড়ানো আর্মড গার্ড আস্তে করে নড করল ওর উদ্দেশে। পাল্টা মাথা দুলিয়ে করিডরে পা রাখল রানা। প্রথমেই করিডরের জানালার কাছে চলে এলো ও, নীচের উঠানের দিকে তাকাল। আমেরিকানের তৃতীয় সঙ্গীকে দেখতে পেল, মিউজিয়াম বিল্ডিঙের ঢুকবার মুখে অপেক্ষা করছে।

হাঁটতে শুরু করল রানা। সিআইএ এজেন্টরা ভেবেছে ওকে ফাঁদে আটকে ফেলেছে। কথাটা যদি সত্যিও হয়, মাইক্রোফিল্মটা পাবে না তারা। এখন ওটা যেখানে আছে তার চেয়ে নিরাপদে সুইস ব্যাঙ্কেও থাকত না। চাইনিজ এম্ব্যাসির ফার্স্ট সেক্রেটারির সঙ্গে কথা হয়ে আছে, রানা যদি রোমা পার্কে না যায় তা হলে যাত্রা চব্বিশ ঘণ্টা পিছিয়ে দেবে সে। কাজেই কোনও সমস্যা নেই কাল সকালেও মিউজিয়াম থেকে জিনিসটা উদ্ধার করা যাবে। এখন প্রথম এবং প্রধান কাজ হচ্ছে আমেরিকান এজেন্টদের খপ্পর থেকে জীবিত বেরিয়ে যাওয়া।

প্রথম আমেরিকানকে লেজে নিয়ে নীচতলায় নেমে এলো রানা, একটা করিডর ধরে চলে এলো টয়লেটগুলোর কাছে। ওগুলোর পরেই প্রধান করিডর শেষ হয়ে গেছে। তার আগে ডানদিকে আছে অপেক্ষাকৃত সরু একটা সার্ভিস করিডর। ওই করিডরে ঢুকল রানা, বাঁক নিয়েই শিকারী বাঘের মতো অপেক্ষায় থাকবে। কিন্তু চমকে যেতে হলো ওকে। সাইলেন্সার লাগানো

পিস্তল ওর বুকে তাক করে নোংরা দাঁত বের করে হাসল দ্বিতীয় আমেরিকান এজেন্ট। আগেই এখানে এসে অপেক্ষা করছে সে রানার জন্য। 'একচুল নড়বে না, মাসুদ রানা। খুন হয়ে যাবে।'

এক মিনিট পুরো হবার আগেই হন্তদন্ত হয়ে বাঁক নিল প্রথম আমেরিকান। লোকটা বোধহয় ভেবেছে সার্ভিস করিডর হয়ে বেরিয়ে গেছে রানা। ওকে বেকায়দায় দেখে হাসি ফুটল তার ঠোঁটেও। জিজ্ঞেস করল, 'পেয়েছ, জন?'

মাথা নাড়ল পিস্তলধারী। 'তুমি সার্চ করো, রবার্ট।' রানার উদ্দেশ্যে নিচু গলায় নির্দেশ দিল, 'মাথার উপর হাত তোলো, সাবধানে।'

নির্দেশ পালন করল রানা। দক্ষ হাতে সার্চ করা হলো ওকে, কেড়ে নেওয়া হলো ওয়ালথার আর স্টিলেটো। মাইক্রোফিল্ম পাওয়া গেল না দেখে রবার্ট লোকটা এবার উবু হয়ে ওর জুতোর সোলে টোকা দিল ভিতরটা ফাঁপা কি না দেখতে। আর ঠিক তখনই ডান হাঁটু তুলে লোকটার থুতনির তলায় সজোরে গুঁতো মেরে বসল রানা। সিআইএ এজেন্টের ঘাড়ের হাড় কড়াৎ করে ফুটতে শুনল ও। জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেল লোকটা। থেমে নেই রানা, বিরতি না দিয়েই হাতের থাবড়ায় দ্বিতীয় লোকটার লাইলেন্সার লাগানো পিস্তলটার নল ওর দিক থেকে সরিয়ে দিল, প্রচণ্ড ঘুসি মারল লোকটার চোয়ালে। দুপ করে সাইলেন্সার লাগানো পিস্তলের গুলির আওয়াজ হলো। দেয়ালে গাঁথল গুলিটা। রানার ঘুসি খেয়ে পিস্তল ছেড়ে দিয়েছে দ্বিতীয় এজেন্ট, পাল্টা মারতে হাত তুলল। তাকে সেই সুযোগ না দিয়ে এক হাতে সাপের ফণার মতো উপরে তোলা মুঠোটা সরিয়ে দিল রানা,

তারপর কলার চেপে ধরে আরেক হাতের ধাক্কায় দেয়ালের গায়ে ফেলল তাকে। লোকটাকে ও খুন করতে পারে, কিন্তু তার কোনও প্রয়োজন নেই। গ্যালারি থেকে মাইক্রোফিল্ম উদ্ধার করতে ফিরে আসতে হবে ওকে মিউজিয়ামে। এখানে খুন হলে পুলিশ তদন্ত করতে আসবে, মাইক্রোফিল্ম উদ্ধার করা ওর জন্য অনেক কঠিন হয়ে যাবে তখন।

রানা লোকটাকে দেয়ালের গায়েই ঠেসে ধরে রাখল, নিচু স্বরে বলল, 'দেরি করে ফেলেছ তুমি। জিনিসটা বেইজিঙের পথে রওনা হয়ে গেছে।'

'মিথ্যে বলছ তুমি,' চাপা স্বরে বলল আমেরিকান। 'এখানেই কোথাও লুকিয়েছ ওটা।' লোকটা হাত তুলতে চেষ্টা করতেই ফাঁক পেয়ে গেল রানা, দড়াম করে ঘুসি মারল ও পেটের মাঝখানে। কোঁত করে একটা আওয়াজ বের হলো আমেরিকানের মুখ দিয়ে, ব্যথায় প্রায় দু'ভাঁজ হয়ে গেল সে। লোকটার ঘাড়ের পাশে কারাতে চপ বসাল রানা। হাঁটু ভাঁজ হয়ে পড়ে গেল আমেরিকান। কিন্তু জ্ঞান হারায়নি, রানা পা বাড়াতেই ওর ডানপায়ের গোড়ালি আঁকড়ে ধরল লোকটা। এতো জোরে টান দিল যে হুড়মুড় করে পড়ে গেল রানা।

'মিথ্যে বলছ তুমি!' কর্কশ স্বরে বলল আমেরিকান এজেন্ট। এবার খামচি মারল সে। আধ ইঞ্চির জন্য রক্ষা পেল রানার ডান চোখ। মরিয়া হয়ে উঠেছে লোকটা। থাবড়া দিয়ে লোকটার হাত সরিয়ে দিল রানা, কাঁধের সমস্ত জোর দিয়ে ঘুসি মারল তার থুতনিতে। তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার ছেড়ে দেয়ালের গায়ে ধাক্কা খেল সে।

উঠে দাঁড়াল রানা। অজ্ঞান এজেন্টের পাশ থেকে অপর আমেরিকানও উঠতে শুরু করেছে। কোনও সুযোগ না দিয়েই আবার তার ঘাড়ের পাশে ঘুসি বসাল রানা। আঘাতটা লোকটার মাথাটাকে চকিত ঝাঁকি খাওয়াল। দেয়ালে পিঠ দিয়ে বাড়ি খেল সে। দেরি না করে তার পেটে ঘুসি মারল রানা। হুস শব্দ করে বাতাস বেরিয়ে গেল লোকটার ফুসফুস থেকে, মেঝেতে পড়ে গেল সে। এবার তার মাথার পাশে স্টিলের পাত বসানো জুতো দিয়ে লাথি মারল রানা। সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারাল লোকটা।

সংক্ষিপ্ত এই লড়াই সম্বন্ধে প্রধান করিডরের কেউ জানে না, নইলে এতোক্ষণে লোক জমে যেত। সার্ভিস দরজার কাছে চলে গেল রানা। নবে মোচড় মারল। দরজা তালাবন্ধ। যেহেতু সামনের গেটে তৃতীয় আমেরিকান আছে সেহেতু মিউজিয়ামের সদর দরজা দিয়ে বের হতে চেষ্টা করা বোকামি হবে। লকপিক বের করল রানা, ভয় পাচ্ছে এতো বড় তালায় লকপিক কাজ করবে না। বেশ কয়েক মিনিট গভীর মনোযোগে চেষ্টা চালিয়ে গেল ও। মনে মনে প্রার্থনা করছে, গার্ড যাতে কোনা ঘুরে এই করিডরে না আসে। হঠাৎ খুট করে খুলে গেল তালাটা।

সিআইএ এজেন্টদের একজনকে গোঙাতে শুনল রানা। জ্ঞান ফিরছে লোকটার। দরজার নব ঘুরিয়ে ওটা খুলে ফেলল ও, সূর্যের সোনালী আলো ভিতরে ঢুকল। বাইরেই ছোট একটা পার্কিং এরিয়া। বিল্ডিঙের কোনা ঘুরে দেখল সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ট্যাক্সি-ক্যাব। সামনের গাড়িটার ড্রাইভার দিবানিদ্রায় মগ্ন। জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে তাকে জোর ঝাঁকি দিল রানা।

'ডেয়া লুনেটা হোটেল।'

'জাহান্নামে যাও,' ঘুম জড়ানো স্বরে বিড়বিড় করল ড্রাইভার।

লিরার একটা বান্ডিল লোকটার কোলে ফেলে ট্যাক্সির পিছনের সিটে উঠে বসল রানা। ঝটপট টাকাগুলো গুনল ড্রাইভার, গোনা শেষে একগাল হেসে বলল, 'কোথায় বললেন?'

ঠিকানা জানাল রানা।

গাড়ি ছেড়ে দিল ড্রাইভার। 'সি, সি, সেনিয়র!'

প্রধান ফটকের দিকে যাচ্ছে ট্যাক্সি। পাশে পড়ে থাকা খবরের কাগজটা তুলে মুখের সামনে ধরল রানা। ফটক পেরোনোর সময় দেখল অপেক্ষাকৃত বেঁটে আমেরিকান বিল্ডিঙে ঢুকবার দরজার দিকে চাতক পাখির মতো তাকিয়ে আছে। এক পলক ট্যাক্সিটা দেখল সে, তারপর আবার মিউজিয়ামের দিকে মনোযোগ দিল। বোধহয় আশা করছে তার সঙ্গী দু'জন যে-কোনও সময় কাজ সেরে বেরিয়ে আসবে।

পিয়াযা স্যান পিয়েত্রো হয়ে নদীর দিকে ছুটে চলেছে ট্যাক্সি। মুখের সামনে থেকে কাগজটা নামাল রানা, স্বস্তি বোধ করছে। জানে, মাইক্রোফিল্মটা আপাতত নিরাপদ জায়গাতেই আছে। আগামীকাল বারোটার আগেই মিউজিয়াম থেকে ওটা বের করে আনবার ব্যবস্থা করতে হবে।

তিন

রানা বেরিয়ে আসবার আধঘণ্টা পরেই বন্ধ হয়ে গেছে ভ্যাটিকানের মিউজিয়াম, খুলবে পরদিন সকালে। তার আগে ফিল্ম হাতে পাবার কোনও উপায় নেই। কাজেই হাতে কাজ না থাকায় দুপুরের খাওয়াটা পশ একটা রেস্তোরাঁয় সারল রানা, আগের হোটেল ছেড়ে আরেকটা ভাঙাচোরা চেহারার হোটেলে উঠল, ওখান থেকে যোগাযোগ করল চাইনিজ ওয়াচারদের দেওয়া নম্বরে। রোমা পার্কের দক্ষিণ গেটে কেন ওকে সময় মত পাওয়া যায়নি, সেটা ব্যাখ্যা করল। যে-লোকটা ফোন ধরেছে, তার ভাঙা ভাঙা ইংরেজি শুনতে শুনতে ভ্রূ কুঁচকে উঠল ওর।

লোকটা আমেরিকান এম্ব্যাসির চাইনিজ চরের কাছ থেকে জেনেছে, সিআইএর কিলার সেকশনের পাঁচ জন এজেন্টকে পাঠানো হয়েছে মাসুদ রানাকে ধরে ইন্টারোগেট করার জন্য। নির্দেশ দেওয়া হয়েছে: ক্যাপচার মাসুদ রানা অ্যাট এনি কস্ট। ইন্টারোগেট হিম অ্যান্ড রিট্রিভ দ্য মাইক্রোফিল্ম। অ্যান্ড দেন, কিল হিম।

ওকে জানানো হলো চাইনিজ ইন্টেলিজেন্সের ইতালিয়ান অপারেশনাল চিফ সুযোগ মতো ওর সঙ্গে দেখা করবে, ওকে

নিয়ে যাবে নিজেদের একটা সেফহাউসে। তার আগে পর্যন্ত সব ধরনের সতর্কতা নিয়ে টিকে থাকতে হবে ওকে।

ফোন রেখে ভাবতে বসল রানা। ঠিক করে ফেলল কীভাবে মিউজিয়াম থেকে মাইক্রোফিল্ম উদ্ধার করবে। হোটেলের ফায়ার এস্কেপ বেয়ে নেমে গলিপথে সদর রাস্তায় উঠল ও, একটা ফার্মেসিয়াতে ঢুকল। সবচেয়ে দীর্ঘ চিমটে বেছে নিয়ে কিনল। আগামীকাল ওটা দিয়ে ফুলদানীর ভিতর থেকে মাইক্রোফিল্ম বের করে আনবে ও। সকাল সকাল ওখানে পৌঁছুবে, টুরিস্টদের ভিড় শুরু হবার আগেই।

সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে যেতেই একটা পাবে ঢুকল ও, দরজার দিকে মুখ করে একটা টেবিলে বসে বিয়ারের অর্ডার দিল। খানিকটা বিস্মিত হলো এক ইতালিয়ান সুন্দরীকে সরাসরি ওর উল্টোদিকে এসে বসতে দেখে। মিষ্টি হাসল মেয়েটা। 'সেনিয়র, রাতের জন্যে সঙ্গিনী দরকার তোমার? ওয়ান্ত সাম ফান?'

জবাবটা দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা হলো না রানার। 'না।' খানিকটা অবাক লাগছে ওর, মেয়েটাকে দেখে ওর পতিতা বলে মনে হয়নি।

হাল ছাড়ল না সুন্দরী। 'তুমি তো বিদেশি?'

'হ্যাঁ।'

আবার মুক্তোঝরা হাসি হাসল সুন্দরী। 'তা হলে তোমার বোধহয় একজনের সঙ্গে দেখা করা দরকার।'

ভ্রূ কুঁচকাল রানা। 'কার সঙ্গে?'

'নিনা সুসমি। দেখা করবে না ওর সঙ্গে?'

মেয়েটার চেহারা চোখের সামনে দেখতে পেল রানা।

পানপাতা আকৃতির মুখ নিনা সুসমির, চাইনিজদের মতো চ্যাপ্টা নয় ওর নাক, খাড়া। চোখ দুটোও চাইনিজদের মতো নয়। দেখলে মনে হয় মালয়েশিয়ান কিংবা ইন্দোনেশিয়ান কোনও নামকরা মডেল। অত্যন্ত রক্ষণশীল একটা মেয়ে। তুখোড় স্পাই, কিন্তু তার একমাত্র ভাই রোড অ্যাক্সিডেন্টে মারা যাওয়ায় ফিল্ড থেকে সরিয়ে তাকে ডেস্ক জবে বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। মাঝে কিছুদিন মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সেও ছিল, পরে আবার তাকে ফিরিয়ে আনা হয় চাইনিজ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সে। ওর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ কিন্তু জটিল একটা সম্পর্কে জড়িয়ে গিয়েছিল রানা। প্রথমে নিনা শপথ করে রানাকে খুন করবে, পরে রানার মনে হয়েছিল ওর প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েছে নিনা। সেবা করেছিল নিনা ওকে আহত অবস্থায়।

ইতালিতে সে-ই এখন চাইনিজ ইন্টেলিজেন্সের অপারেশনাল চিফ। মেয়েটার একমাত্র দুর্বলতা, উচ্চতা সাঙ্ঘাতিক ভয় পায় সে, কয়েকবার চেষ্টা করেও স্কাইজাম্প ট্রেইনিং শেষ পর্যন্ত কমপ্লিট করতে পারেনি।

'কোথায় ও?'

'আসছে।'

দরজার দিকে তাকাল রানা, এই মাত্র লাস্যময়ী ভঙ্গিতে ঢুকেছে এক চাইনিজ যুবতী। অপূর্ব তার দেহের গড়ন। ঘন কালো চুল দুলছে হাঁটুর পিছনে। রানার দিকে এগিয়ে এলো নিনা সুসমি, পাতলা সুগঠিত ঠোঁটে মৃদু হাসির রেখা। বসল রানার পাশের চেয়ারে। তার ইশারায় ইতালিয়ান মেয়েটা দূরের অন্য একটা টেবিলে গিয়ে বসল, তবে তার আগে নিনা সুসমির দিকে

চেয়ে মাথা নাড়ল সে একবার।

রানার দিকে তাকাল নিনা সুসমি, সুন্দর মুখের হাসিটা আরেকটু চওড়া হয়েছে। 'হ্যালো, মাসুদ রানা। আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তোমাকে সেফ হাউসে নিয়ে যাওয়ার।'

ওয়েইটার আগেই বিয়ার দিয়ে গেছে, বিয়ারে চুমুক দিল রানা। 'কোথায় ওটা?'

'গেলেই দেখবে।'

চমকিত হলো না রানা। নিজের কাজ খুব ভাল বোঝে নিনা। ওকে জিজ্ঞেসও করেনি ও সেফ হাউসে যাবে কি না, কী করতে হবে তা-ই জানাচ্ছে শুধু।

বিল মিটিয়ে পাব থেকে বের হলো ওরা। একটা সাদা সেডানে উঠল রানা নিনা সুসমির পাশে। ভিয়া ডেয়া কোয়াত্রো ফন্টেনের দিকে চলল সেডান। পথে রানার হোটেল থেকে সুটকেসটা তুলে নিল নিনা।

গলির ভিতর পাঁচতলা একটা পুরোনো বাড়িতে চাইনিজদের এক নম্বর সেফহাউস। ভিতরে কড়া প্রহরার ব্যবস্থা। কনুইয়ের ভাঁজে সাবমেশিনগান নিয়ে পায়চারি করছে চারজন গার্ড।

রানাকে নিয়ে লিফটে করে পাঁচতলায় উঠে এলো নিনা সুসমি, ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ করে রানার দিকে তাকাল। 'আগের বার সুস্থ হয়ে উঠেই তুমি আমাকে চুমু খেতে চেষ্টা করেছিলে। মনে করেছিলে খুব সুযোগ পেয়ে গেছ। এবারও ওরকম কোনও চেষ্টা করলে তোমার নাক থেঁতলে দেব আমি।'

মৃদু হাসল রানা। 'আমি মনে করেছিলাম তুমি আমাকে পছন্দ করো। তুমি যে আসলে অন্য কারও প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছিলে তা

একেবারেই বুঝতে পারিনি।'

'আমি একজনকেই ভালবেসেছিলাম রানা, তাকে তুমি খুন করেছ,' মারাত্মক গম্ভীর চেহারায় বলল সুসমি। 'তারপর কখনোই আমি অন্য কারও প্রেমে হাবুডুব খাইনি! শুধু তোমার প্রতি,' থেমে গেল নিনা সুসমি, চোখ গরম করে রানাকে দেখল।

বোকা বোকা চেহারা করল রানা। 'তা হলে কি আমার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছ?'

মুখটা লালচে হয়ে গেল নিনার। 'কক্ষনো না! তুমি একটা বাজে লোক, মাসুদ রানা। আমি তো ভেবেছিলাম আমার ইতালিয়ান সহকারিণীর প্রস্তাবে তার সঙ্গে রাত কাটাতে রাজি হয়ে যাবে তুমি।'

'কথাটা স্ববিরোধী হয়ে গেল না?' ভ্রূ নাচাল রানা। 'আমি রাজি হইনি। তার মানেই হচ্ছে আমি ততোটা খারাপ লোক নই।'

সোফার পাশে নিজের ব্যাগ আর ছোট সুটকেসটা রাখল রানা। সোফায় বসল ও। উল্টোদিকের সোফা দখল করল নিনা সুসমি, রানার দিকে তাকাচ্ছে না।

'তুমি যে দু'জন আমেরিকান এজেন্টকে ফাঁকি দিয়ে মিউজিয়াম থেকে বেরিয়ে আসো, তারা মাফিয়া ডন লিওনার্দো বাতিস্তার সঙ্গে দেখা করেছে। কিছু একটা ঘোঁট পাকাচ্ছে সিআইএ এজেন্টরা।'

'কী করতে পারে ওরা?' নিজেকেই যেন প্রশ্ন করল রানা। 'ওরা জানে না এট্রোসক্যান ভাসের ভেতর রয়েছে তোমাদের মাইক্রোফিল্ম।'

'জানি না কী করবে,' বলল নিনা সুসমি। 'তবে লিওনার্দো

বাতিস্তার প্রাক্তন রক্ষিতার সঙ্গে যোগাযোগ করেছি আমরা। তাকে এখানে এনে তোলা হবে। লোকটা সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানে সে।'

লিওনার্দো বাতিস্তা। নিজের ভিতর ডুব দিল রানা। লুবনাকে মাফিয়ার গুণ্ডারা উপর্যুপরি রেপ করে খুন করবার পর ইতালিয়ান মাফিয়ার ভিত নড়িয়ে দেয় ও, প্রচণ্ড আঘাত হানে দলটার নেতাদের উপর, লুবনার মৃত্যুর জন্য দায়ী একজনকেও ছাড়েনি ও, ওর হাতে খুন হয়ে যায় একের পর এক মাফিয়া ডন। সবাই ভেবেছিল দশ বছরেও এই ক্ষতি ইতালিয়ান মাফিয়া কাটিয়ে উঠতে পারবে না। কিন্তু তারপরে মাত্র তিন বছরের মধ্যে আগের চেয়েও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে মাফিয়া। লিওনার্দো বাতিস্তা রানার হামলার সময়টা দেশের বাইরে ছিল বলে বেঁচে যায়। বড় বড় আর সব নেতারা খুন হয়ে যাওয়ার পর ছত্রভঙ্গ হয়ে যাওয়া মাফিয়ার শাখাগুলোকে আবার সুসংগঠিত করে তোলে সে, একচ্ছত্র নেতৃত্ব তুলে নেয় নিজের হাতে। তারই সঙ্গে দেখা করেছে আমেরিকান এজেন্টরা। কেন? জবাবটা জানা নেই ওর।

আর কোনও কথা না থাকায় নিজের ঘরে চলে গেল নিনা বিদায় নিয়ে, পরিকল্পিত ভাবে দূরত্ব বজায় রাখছে। যেন কিছুতেই নিজেকে রানার প্রতি দুর্বল হতে দেবে না বলে ঠিক করেছে।

রানা টিভি ছেড়ে বিভিন্ন চ্যানেল দেখে সময় কাটাল।

রাতে নিজের হাতে রান্না করে ওকে খাওয়াল নিনা। রান্না সুস্বাদু খাবারের প্রশংসা করায় মৃদু হেসে বলল, চাইনিজ মেয়েরা সবাই ভাল রাঁধে, তবে তারা যার-তার প্রতি কখনোই দুর্বল হয়ে পড়ে না।

বেশ খানিকক্ষণ পুরোনো দিনের গল্পগুজব করল ওরা, স্মৃতিচারণ করল কীভাবে কবীর চৌধুরীর চক্রান্ত নস্যাৎ করে দিয়েছিল। ওই অ্যাসাইনমেন্টের কথাতেই একসময় হুতাওয়ের প্রসঙ্গ উঠল। নিনা জানাল এখন আর ওর কোনও ক্ষোভ নেই রানার প্রতি। ক্ষোভ থাকলে ছুটি নিয়ে রানার শুশ্রূষা করত না। তারপরও কিছুক্ষণ টিভি দেখে ভদ্রতার সঙ্গে রানার কাছ থেকে বিদায় নিল নিনা, নিজের বেডরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। খট করে লেগে গেল ছিটকিনি। খানিক পর পাশের বেডরুমে ঢুকে বিছানায় গা এলিয়ে দিল রানাও, ঘুমিয়ে পড়ল দেখতে দেখতে। ওর ঠোঁট ছুঁয়ে থাকল রহস্যময় একটা হাসি।

ভোরে ঘুম ভাঙল রানার। কিচেনে বাসন-কোসন আর চামচের টুং-টাং আওয়াজ শুনতে পেল। আগেই উঠে পড়েছে নিনা। আড়মোড়া ভাঙল রানা, বাথরুমে ঢুকে পনেরো মিনিটের মধ্যে শেভ-গোসল সেরে সুট পরে তৈরি হয়ে বের হলো বেডরুম ছেড়ে। ততোক্ষণে টেবিলে নাস্তা সাজিয়ে ফেলেছে নিনা। পুরু করে মাখন দেওয়া পাউরুটির টোস্ট, পোচ আর স্ক্র্যাম্বল্ড এগ, ধোঁয়া ওঠা কালো কফি, আঙুরের জুস। অপেক্ষা করছিল রানার জন্য, রানা বসতেই ওর প্লেটে নাস্তা তুলে দিল।

'মনে হচ্ছে বিয়ে করে ফেলেছি,' বলল রানা। 'এরকম খাতির পেলে কাজে বেরোতে ইচ্ছে করবে না।'

কিছু বলল না নিনা, গোমড়া মুখে আঙুরের জুসে চুমুক দিল।

নাস্তা সেরে খবরের কাগজ নিয়ে বসল রানা। কোনও ভাল খবর নেই। ইরাকে আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোরণে বাহান্ন জন

নিহত, ইরানকে নিউক্লিয়ার এনার্জি ব্যবহার বন্ধ করার জন্য আমেরিকার হুমকি, মিশরের অবকাশ বিনোদন কেন্দ্রে বোমা বিস্ফোরণে নব্বুইজন নিহত–ইত্যাদি।

ঠিক আটটায় উঠল ও, নিনাকে বলল, 'আমি যাচ্ছি। আশা করি শীঘ্রি ফিরে আসব।'

'সাবধান থেকো,' বলল নিনা। মুখটা লালচে হয়ে উঠল তার। তাড়াতাড়ি যোগ করল, 'ভেবো না আমি তোমার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ছি, আসলে মাইক্রোফিল্মটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।'

দরজা পর্যন্ত এসে রানাকে বিদায় দিল সে।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে রানা ভাবল, ফুলদানীর ভিতর থেকে মাইক্রোফিল্মটা বের করে আনা সহজ হবে না। কারও চোখে ধরা না পড়ে কাজটা করতে হবে ওকে। গার্ডদের কেউ দেখে ফেললে অত্যন্ত অপ্রীতিকর একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে।

একজন গুপ্তচরের জন্য জনসমক্ষে পরিচয় ফাঁস হয়ে যাওয়াটা মৃত্যু বরণের চেয়ে কম নয়। গার্ডদের কেউ যদি ওকে ওই মাইক্রোফিল্ম বের করতে দেখে, তা হলে সর্বনাশ হবে। ও যদি ধরা পড়ে যায়, তা হলে ইতালির পুলিশ জিনিসটা কী তা জানতে চেষ্টা করবে। এবং চেষ্টা করলে তারা জানতে পারবেও। পুলিশ মাত্রেই সৎ নয়, কাজেই গোপন তথ্যগুলো প্রচুর লিরার বিনিময়ে বিক্রি করতে উৎসাহী হতে পারে কেউ। আমেরিকানরা যেই মাত্র জানবে মাইক্রোফিল্মটা ইতালিয়ান পুলিশের হাতে আছে, ওটার দখল নিতে উঠে পড়ে লাগবে তারা। আপাতত মাথা থেকে অন্য সব চিন্তা দূর করে দিল রানা। মাইক্রোফিল্ম উদ্ধার করা এখন ওর প্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সকাল সকাল রওনা দিয়েছে

ও, কাজেই ভ্যাটিকান মিউজিয়াম খুলতেই ওখানে হাজির হয়ে যেতে পারবে।

ট্যাক্সি নিয়ে রওনা হলো রানা, ভ্যাটিকানে ঢুকবার মুখে ট্যাক্সি ছেড়ে দিল। খেয়াল করে দেখেছে কেউ ওর ট্যাক্সিকে অনুসরণ করেনি। পিয়াযা পায়াস বারো'র দিকে পা বাড়াল ও। সামনের পিয়াযা স্যান পিয়েত্রোর স্কয়ারে জড়ো হয়েছে অনেক মানুষ। মাঝেমাঝেই এখানে জড়ো হয় লোকে, এরমধ্যে অস্বাভাবিক কিছু নেই। পোপ পেপ্‌ল্ অফিসের দোতলার ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে ভাষণ দেন ওখানে, দোয়া করেন বিশ্বাসীদের জন্য। তবে আজকে অন্যান্য দিনের চেয়ে লোক সংখ্যা বেশি মনে হলো রানার।

ভিড়ের মাঝ দিয়ে পথ করে এগোতে হলো ওকে। নিচু গলায় এক্সকিউয মি বলতে বলতে ঠেলা ধাক্কা দিয়ে সামনে বাড়ছে রানা। পেপল অফিসের জানালাগুলোর দিকে চেয়ে আছে রোমান ক্যাথলিকরা। ভিড়ের সামনে চলে এলো রানা। তখনই একটা চিৎকার শুনতে পেল। পরক্ষণেই নীরব হয়ে গেল জনতা। থেমে দাঁড়িয়ে উপরে তাকাল রানা, দোতলার বারান্দায় সাদা আলখেল্লা পরা পোপকে দেখতে পেল।

হাত তুললেন তিনি আশীর্বাদের ভঙ্গিতে, হাঁ করলেন, বক্তৃতা শুরু করবেন, আর ঠিক তখনই নীরবতা চিরে দিল তীক্ষ্ণ একটা বিস্ফোরণের আওয়াজ। প্রথমে রানা মনে করেছিল কোনও গাড়ি ব্যাকফায়ার করেছে বুঝি, কিন্তু পরপর আরও কয়েকবার আওয়াজটা হলো, ঝনঝন করে ভেঙে গেল পেপল অফিসের জানালাগুলোর কাঁচ। গুলি করা হচ্ছে ব্যালকনি লক্ষ্য করে। কয়েকটা কাঁচের টুকরো পড়ল পোপের মাথায়। ভিড়ের মধ্যে কে

যেন তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে উঠল, থামছে না সে। পোপ চট করে বসে পড়লেন, চলে গেলেন লোকচক্ষুর আড়ালে। নীচে স্কোয়্যারে দাঁড়ানো লোকগুলোর উপর কাঁচের টুকরো ঝরে পড়ল।

এবার শুরু হলো উত্তেজিত হৈ-চৈ। পোপের গায়ে গুলি লেগেছে, ভয় পাচ্ছে জনতা। চারপাশে তাকাল রানা, বুঝতে চেষ্টা করল গুলি কোথা থেকে হচ্ছে। পোপের দিকেই গুলি করা হয়েছে। কয়েক ইঞ্চির জন্য গায়ে গুলি লাগেনি তাঁর।

'পোপ! পোপকে গুলি করেছে!' গুঞ্জন ছাপিয়ে উঠল এক ইতালিয়ানের গলা।

'খুন করতে চেষ্টা করছে পোপকে!' আরেকজন চেঁচাল।

ভ্যাটিকানে ঢুকবার পথের দিকে ছুটছে অনেকে। চিৎকার চেঁচামেচি বেড়ে গেল। এখন আর কারও কথা বুঝবার উপায় নেই। জানালার কাঁচের আরও টুকরো ঝরে পড়ল স্কোয়্যারে, কিন্তু ততোক্ষণে স্কয়ার ছেড়ে বেরিয়ে গেছে বেশিরভাগ মানুষ।

ব্যালকনির দিকে আবার তাকাল রানা। ক্যাসক পরা দু'জন যাজককে দেখল ও এবার। উবু হয়ে বসে থাকা পোপকে তুলল তারা। পোপের ফ্যাকাসে চেহারা দেখতে পেল রানা। তবে তাঁর গায়ে গুলি লেগেছে বলে মনে হলো না।

পিছনে গাড়ির ইঞ্জিনের জোরালো আওয়াজ শুনতে পেল ও, ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, এই মাত্র কালো একটা ফিয়াট পিয়াযা পার হয়ে দ্রুতগতিতে চলে গেল। চকিতে রানার মাথায় চিন্তা খেলে গেল, গাড়িটা কি এমনি চলে গেল, না কি ওটাতেই ছিল ব্যর্থ আততায়ী?

নিজেও রানা জানে না কেন, তবে মিউজিয়ামগুলোর দিকে

তাকাল ও। ভ্যাটিকান লাইব্রেরির উপর চোখ স্থির হলো ওর। ওখানেই ওর যাওয়ার কথা। এবার হেলিকপ্টারটাকে দেখতে পেল ও, মিউজিয়াম বিল্ডিঙের পিছনে অদৃশ্য হলো ওটা। জিনিসটা চিনতে পারল রানা, আমেরিকার তৈরি স্কাইহুক মিলিটারি কপ্টার।

কী করছে ওটা ওখানে?

লাইব্রেরি মিউজিয়ামের দিকে দ্রুত পা বাড়াল রানা। হতচকিত লোকজনের মাঝ দিয়ে পথ করে নিচ্ছে। কলোন্যাড পার হয়ে মিউজিয়ামে যেতে হবে ওকে। বাড়িটার বিরাট উঠানে ঢুকে পড়ল রানা, কপ্টারটাকে আবার দেখতে পেল। ভ্যাটিকান লাইব্রেরি বিল্ডিঙের উপর ভাসছে এখন ওটা। ব্যাপারটা অস্বাভাবিক লাগল রানার কাছে। ছুটতে শুরু করল ও। ওর মন বলছে হাতে সময় খুব কম। মিউজিয়ামের দরজার কাছে চলে এলো। বাইরের উত্তেজনার ছোঁয়া ভিতরেও সংক্রামিত হয়েছে, নিজেদের জায়গা ছেড়ে সরে এসেছে লাইব্রেরির গার্ডরা। রানাকে ছুটে পাশ কাটাল কয়েকজন, পোপের ক্ষতি আশঙ্কায় তাদের চেহারায় দুশ্চিন্তার ছাপ পড়েছে। ঘুরে তাকাল রানা, তাকাল ব্যালকনিটার দিকে। ওখানেই দেখা দিয়েছিলেন পোপ। ব্যালকনি এখন খালি, যা ঘটেছে তার সাক্ষ্য দিচ্ছে শুধু জানালার ভাঙা কাঁচ।

পোপের কিছু হয়েছে কি না জানে না কেউ। স্কোয়্যারে আবার লোক সমাগম শুরু হয়েছে। সবাই উৎসুক হয়ে আছে পোপের খবর জানবার জন্য। গার্ডরা স্কোয়্যারের এদিক ওদিক ছুটোছুটি করছে, বুঝতে চেষ্টা করছে কী ঘটেছে। রানা জানে, কিছুই তারা জানতে পারবে না স্কোয়্যারে খুঁজে। যারা গোলাগুলির জন্য দায়ী

তারা অনেক আগেই সরে পড়েছে।

কালো একটা চকচকে ফিয়াট দেখতে পেল রানা, লাইব্রেরি মিউজিয়ামের দরজার দিকেই আসছে। একটা কলামের আড়ালে সরে গেল রানা। গাড়িটা ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষে থামল। কালো সুট পরা দু'জন শক্তপোক্ত লোক লাফ দিয়ে নামল ওটা থেকে, কোনও দিকে না তাকিয়ে দ্রুত ঢুকে গেল মিউজিয়ামের ভিতরে। প্রায় একই সঙ্গে খুলে গেল হেলিকপ্টারের নীচের একটা ট্র্যাপডোর। যান্ত্রিক ফড়িংটার ভিতর লোকজনের নড়াচড়া চোখে পড়ল রানার।

কালো ফিয়াটের ড্রাইভিং সিটে ছায়ায় বসে আছে এক লোক, তার চেহারা দেখা গেল না। রানাকে পাশ কাটিয়ে দ্রুতগতিতে চলে গেল গাড়িটা। লাইসেন্স প্লেটের নম্বরটা পড়তে চেষ্টা করল রানা। প্লেট কাদা-মাখা, পড়া গেল না। বাঁক ঘুরে দৃষ্টিপথের আড়ালে চলে গেল কালো ফিয়াট।

দেরি না করে মিউজিয়ামে ঢুকল রানা। রিসেপশন এলাকায় বেশ কয়েকজন কর্মচারী উদ্বিগ্ন হয়ে নিজেদের ভিতর আলাপ করছে, কিন্তু এইমাত্র ঢোকা লোক দু'জনকে কোথাও দেখতে পেল না ও। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল রানা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পরপর দুটো গুলির আওয়াজ শুনতে পেল। ওর ব্যালেস্টিক কোর্সের ট্রেইনিং বলে দিল, গুলি করা হয়েছে গ্যালারির ভিতরে, যেখানে মাইক্রোফিল্মটা রেখে এসেছে ও!

একেকবারে তিনধাপ করে সিঁড়ি টপকে উঠছে রানা, ওয়ালথার বেরিয়ে এসেছে ওর হাতে। ট্রিগার স্পর্শ করে আছে ওর তর্জনী, মুহূর্তের নোটিসে গুলি করতে পারবে। দরজার কাছে

পৌঁছে প্রথম গার্ডকে দেখতে পেল ও, নিজের রক্তে তৈরি ছোট পুকুরে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে সে। পরীক্ষা না করেও রানা বুঝতে পারল, লোকটা মারা গেছে।

গার্ডের দিক থেকে চোখ সরাল রানা, দেখল সামনে কারুকাজ করা ওক কাঠের ভারী দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ছুটল রানা, কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। দরজা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেল। গুলি করলেও কোনও লাভ হতো না, দরজা যে বন্ধ করেছে সে ওটার আড়ালে রয়েছে।

তালায় চাবি ঘুরছে। তালা আটকে যাবার ক্লিক শব্দটা জোরালো শোনাল রানার কানে। তালা লক্ষ্য করে গুলি করল রানা। গুলিটা তালায় পিছলে নাক গুঁজল পুরু কাঠে। কাঠ এতো শক্ত যে বুলেট মাত্র অর্ধেকটা ঢুকতে পেরেছে। ধুপ করে ভোঁতা একটা আওয়াজ শুনতে পেল রানা। বুঝতে পারল, লম্বা করিডরের ওপাশের দরজাটাও বন্ধ করে দেওয়া হলো। ভিতর থেকে গ্যালারিতে ঢুকবার সব পথই রুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কাজটা যারা যে উদ্দেশ্যেই করে থাকুক, তাদের পরিকল্পনায় কোনও খুঁত নেই, অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে প্ল্যান মাফিক কাজ করে চলেছে।

দ্রুত চিন্তা করছে রানা। গ্যালারিতে ঢুকতে হবে ওকে। পিছনে উত্তেজিত গুঞ্জন শুনতে পেল ও, ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল। কোনা ঘুরে এই মাত্র বেরিয়ে এসেছে তিনজন টুরিস্ট। তাদের একজন মোটাসোটা এক মহিলা। রানার হাতে ওয়ালথারটা দেখেই চিল চিৎকার শুরু করল সে।

পাত্তা দিল না রানা, গ্যালারির দরজার কাছে বেশ কয়েকটা জানালা আছে, ওখানে চলে গেল। ছিটকিনি খুলে একটা জানালার

পাল্লা উঁচু করল ও, শরীরের অর্ধেকটা বের করে উপরের দিকে তাকাল। কপ্টার থেকে স্টিলের মোটা কেবলে বেঁধে বড়সড় একটা আর্মার স্টিলের বাক্স নামানো হচ্ছে। ওটাতে কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক লোক। এক পলকে রানা টের পেল, বাক্সের মতো একই ধাতু দিয়ে কপ্টারের নীচের দিকটাও মোড়া।

ওর ধারণাই ঠিক, গম্ভীর চেহারায় ভাবল রানা। পোপকে লক্ষ্য করে গুলি করাটা ছিল ডাইভার্শন। পোপকে খুন করা উদ্দেশ্য ছিল না, কাজেই বেঁচে গেছেন তিনি। সবাইকে হতচকিত চিন্তিত আর উদ্বিগ্ন করে দিয়ে এদিকে আসল কাজ সারা হবে, ডাকাতি করা হচ্ছে লাইব্রেরি মিউজিয়াম, সোনা-রূপার বিভিন্ন প্রাচীন দুর্লভ আর্টিফ্যাক্ট সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে গোলযোগের সুযোগে। ওখানে একটা এট্রোসক্যান ফুলদানীর ভিতর আছে চাইনিজদের মাইক্রোফিল্ম!

টুরিস্টদের চিৎকার আরেকজন টুরিস্টকে ডেকে এনেছে। হাতের ইশারায় তাদের পিছিয়ে যেতে নির্দেশ দিল রানা, চলে এলো দরজার কাছে, কান পাতল দরজায়।

কাঁচ ভাঙবার আওয়াজ শুনতে পেল ও। মিউজিয়ামের গ্লাস কেসগুলো ভেঙে ভিতরের জিনিস বের করা হচ্ছে। ওগুলো নিশ্চয়ই ধাতব বাক্সে উঠিয়ে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। লোকগুলো এট্রোসক্যান ভাসটাও নিয়ে যেতে পারে। তা কিছুতেই হতে দেওয়া যায় না। অ্যালার্মের তীক্ষ্ণ আর্তনাদ শুনতে পেল রানা। কোথাও একটা অ্যালার্ম বেজে উঠেছে। কিন্তু ডাকাতি ঠেকাতে কর্তৃপক্ষের কাউকে আসতে দেখল না ও। ঘাড় ফেরাল রানা। 'গার্ড ডাকুন!' নির্দেশ দিল টুরিস্টদের গম্ভীর গলায়।

কাছেই হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে এক তরুণ টুরিস্ট, ঘনঘন ঢোক গিলছে। রানার কথায় নড়ে উঠল সে, রওনা হলো সিঁড়ির দিকে। 'বলবেন পেপল গ্যালারি ডাকাতি হয়ে যাচ্ছে,' পিছন থেকে বলল রানা। ছুটতে শুরু করল তরুণ এবার।

রানার নির্দেশটা শুনে নীরব হয়ে গেছে বাকি টুরিস্টরা। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝতে পেরেছে তারা রানার কণ্ঠে জরুরি সুর শুনে। হাতের ইশারায় তাদের সিঁড়ির দিকে নিরাপদ জায়গায় যেতে বলল রানা। যে মহিলা ওর হাতে ওয়ালথার দেখে চিল চিৎকার শুরু করেছিল সে-ও নীরব হয়ে গেছে।

গ্যালারির দরজার দিকে তাকাল রানা। কাঠের গায়ে বুলেটটা দেখতে পেল। এক গুলিতে কাজ হয়নি, তবে দ্বিতীয় বা তৃতীয় গুলিতে হয়তো তালাটা ভাঙা যাবে। সাবধানে তালার উপর ওয়ালথার তাক করল রানা, পরপর তিনবার গুলি করল তালা লক্ষ্য করে।

হাই ভেলোসিটি বুলেটের ধাক্কায় কাতর আওয়াজ করল ওক কাঠের দরজা। ধাতব তালা বিস্ফোরিত হলো। ধোঁয়া আর কাঠের কুচির মধ্যে দিয়ে রানা দেখতে পেল, এখনও লটকে আছে তালাটা। আরেকটা গুলি করল ও। ওর পিছনে আরেক মহিলা চিৎকার করতে শুরু করেছে। টুরিস্টরা ছুটোছুটি করে সিঁড়ি বেয়ে নামছে। তাদের বিপদ হবে না বুঝে দু'পা পিছাল রানা, তারপর লাথি মারল দরজায়। মড়াৎ করে একটা আওয়াজ ছেড়ে খুলে গেল দরজার পাল্লা। তালাটা খটাং করে মেঝেতে ছিটকে পড়ল।

কালো ফিয়াট থেকে নামা শক্তপোক্ত লোক দু'জনকে দেখতে পেল রানা, ক্যানভাস ব্যাগে ব্যস্ত হয়ে আর্টিফ্যাক্ট ভরছে তারা।

জানালার সঙ্গে দুটো স্টিলের হুক দিয়ে আটকানো হয়েছে কপ্টার থেকে নামানো ধাতব বাক্সটা। তৃতীয় লোকটা ক্যানভাসের ব্যাগ তুলছে ওটাতে। পালিশ করা চকচকে মেঝেতে ভেঙে ছড়িয়ে পড়ে আছে অমূল্য আর্টিফ্যাক্ট রাখবার গ্লাস কেসগুলো।

এক সেকেন্ডেরও কম সময়ে সব দেখা হয়ে গেল রানার, এদিকে দরজা খুলে যাওয়ার শব্দে কাছের ডাকাত ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল। লোকটার হাতে একটা পিস্তল। হাত লম্বা করে দিয়ে গুলি করল সে রানাকে লক্ষ্য করে। তার দেখাদেখি সঙ্গী দু'জনও ক্যানভাসের ব্যাগ ছেড়ে পিস্তল বের করল। প্রথমজনের গুলি রানার মাথার উপর দিয়ে ওক কাঠের দরজায় বিঁধল।

চট করে সরে গিয়ে দরজার বন্ধ পাল্লার আড়াল নিল রানা। ঠকাঠক কয়েকটা গুলি বিঁধল দরজায়। একটা পিছলে গেল কজায় লেগে, তীক্ষ্ণ আওয়াজ ছেড়ে আরেকদিকে ছুটল ওটা। রানার গায়ে কাঠের কুচি ছিটকে এসে লাগছে। আরও পিছাল রানা।

দরজার খোলা অংশ দিয়ে বেরিয়ে গেল আরেকটা গুলি। এক মুহূর্ত অপেক্ষা করল রানা, তারপর দরজার আড়াল থেকে মাথা বের করেই গুলি করল। তিন ডাকাতের একজনও কোনও কাভার নিতে পারেনি। গ্যালারিতে আড়াল নেই আসলে। প্রথমে যে গুলি করেছিল সে লাফ দিয়ে একদিকে সরে যেতে চেষ্টা করল। তার বাম বাহুতে কামড় বসাল ওয়ালথারের .৩৮ বুলেট।

গলা দিয়ে কুলকুচি করবার মতো একটা আওয়াজ বের হলো লোকটার, গুঙিয়ে উঠে কাচের ভাঙা কেসটার পাশে বসে পড়ল সে। হাত থেকে পিস্তলটা পড়ে গেছে। দ্বিতীয় লোকটার উপর দৃষ্টি স্থির হলো রানার। লোকটাও ঠিক সেই সময় গুলি করল।

প্রথমজনের মতো অল্পতেই হাল ছেড়ে দেবার পাত্র নয় এ, ক্যানভাসের ব্যাগটা ছেঁছড়ে নিয়ে পিছু হটে রওনা হলো খোলা জানালার দিকে, রানার অবস্থানের দিকে তাকিয়ে আছে সে। ধাতব বাক্সে রাখবে ক্যানভাসের ব্যাগটা। ওয়ালথারের ট্রিগারে চেপে বসল রানার তর্জনী। লোকটার বগলের তলা দিয়ে বেরিয়ে গেল গুলিটা। ইতিমধ্যে তৃতীয় লোকটার হাতে ক্যানভাসের ব্যাগ তুলে দিয়েছে সে, রানাকে লক্ষ্য করে গুলি করতে শুরু করল একটানা। আবার দরজার আড়ালে সরে গেল রানা। তৃতীয় লোকটা ধাতব বাক্সে রাখল ক্যানভাসের ব্যাগটা।

তাদের পাশেই চেম্বারের শেষের গ্লাস কেস। আগেরদিন ওখানেই ছিল এট্রোসক্যান ফুলদানী। এখন নেই ওটা। মুখের ভিতরটা শুকনো ঠেকল রানার। বুঝতে পারছে বিরাট ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছে ও। ডাকাতদের যদি ও ঠেকাতে না পারে তা হলে পরিস্থিতি ঘোলা হয়ে উঠবে। যে করে হোক উদ্ধার করতে হবে মাইক্রোফিল্মটা। দেহের ডানদিক আড়াল থেকে বের করল রানা, দেখল প্রথম লোকটা পিস্তল তুলে নিয়েছে মেঝে থেকে। রানার মাথা লক্ষ্য করে গুলি করল সে। অনেকখানি দূর দিয়ে বেরিয়ে গেল বুলেট। লোকটার উরুতে বিঁধল রানার গুলি। ঝটকা খেয়ে ঘুরে গেল সে, কাত হয়ে পড়ে গেল মেঝেতে। পিস্তলে নতুন ম্যাগাযিন পুরল রানা।

ওদিকে যে লোকটা ধাতব বাক্সে করে কপ্টার থেকে নেমেছিল সে আবার ওটায় উঠে বসেছে। তার চারপাশে ক্যানভাসের ব্যাগের বন্ধ মুখগুলো দেখতে পেল রানা। দ্বিতীয় লোকটাও বাক্সে উঠবার জন্য তৈরি। তাদের আর থাকবার কোনও কারণও নেই,

সমস্ত সম্পদ সরিয়ে নিয়ে গ্যালারি খালি করে ফেলেছে তারা। রানা যেখানে আছে সেদিকে অস্ত্র তাক করে রেখেছে দ্বিতীয় ডাকাত। আর দেরি করবার উপায় নেই বুঝে মেঝেতে ডাইভ দিল রানা, শরীরটাকে গড়িয়ে যেতে দিল। ওর আশেপাশের মেঝেতে পিছলে গেল কয়েকটা বুলেট, কাঠ আর কাঁচের ক্ষতিগ্রস্ত কয়েকটা কেস চুরমার হয়ে গেল দিক্‌ভ্রান্ত গুলিতে। কাঁচের টুকরোর খোঁচা খেল রানা বুক আর উরুতে। পড়ে থাকা একটা কেসের আড়াল নিল ও।

'জলদি আয়!' জানালার কাছে দাঁড়ানো দ্বিতীয় ডাকাত তার আহত সঙ্গীকে তাগাদা দিল। এক নাগাড়ে গুলি করছে সে, মেঝে থেকে রানাকে উঠতে দিচ্ছে না। খোঁড়াতে খোঁড়াতে জানালার দিকে চলল প্রথম দস্যু, পিছনে রেখে গেল রক্তের মোটা দুটো ধারা। ধাতব বাক্সে উঠে পড়ল তিনজনই। উপরে উঠতে আরম্ভ করল বাক্সটা, কপ্টারের পেটের গর্তে অদৃশ্য হবে।

উঠে দাঁড়াল রানা, বাক্সটা লক্ষ্য করে পরপর দুটো গুলি করল। আর্মার স্টিলে লেগে পিছলে গেল বুলেটগুলো। রানা জানালার কাছে পৌঁছুতে পৌঁছুতে বাক্সটা উঠে গেল কপ্টারের পেটের গর্ত দিয়ে উপরে।

আর্মার শিল্ড পিছলে বসে গেল চৌকোনা ফাঁকটায়। রানার গুলিতে শিল্ডে আঁচড়ও পড়ল না। নীচের উঠানে মিউজিয়ামের গার্ড আর দশ-বারোজন পুলিশকে দেখতে পেল রানা, কপ্টারের দিকে গুলি করছে তারাও, কিন্তু কোনও সুফল পেল না। কিছুই হলো না যান্ত্রিক ফড়িংটার।

তস্করদের ঠেকানোর কোনও পথই নেই। জানালা থেকে সরে

দ্রুত পায়ে করিডরে ফিরে এলো রানা, ওখানে সিঁড়ির মুখের কাছে বেশ কয়েকজন কৌতূহলী টুরিস্ট উত্তেজনায় অংশ নেবার জন্য উৎসুক হয়ে আছে। তাদের একজন বারমুডা হাফপ্যান্ট পরা মোটা এক লোক, গলায় ফিতে দিয়ে বাঁধা বিনকিউলার ঝুলছে তার।

লোকটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল রানা। 'বিনকিউলারটা দেখি!'

'জাহান্নামে যাও,' রানাকে আপাদমস্তক দেখল টুরিস্ট, ঠোঁটে বাঁকা হাসি।

একটুও দ্বিধা না করে ওয়ালথারটা লোকটার বুকে তাক করল রানা। 'যা বলছি করো।'

লোকটার চেহারা থেকে গোঁয়ার্তুমির ছাপটা নিমেষে দূর হয়ে গেল, মাথা গলিয়ে ফিতে বের করে কাঁপা হাতে বিনকিউলারটা রানার হাতে দিল সে। জিনিসটা নিয়ে আবার জানালার কাছে ফিরে এলো রানা, বিনকিউলার চোখে লাগিয়ে কপ্টারের দিকে তাকাল।

ওটার পেটের দরজাটা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেছে। উপরে উঠতে শুরু করেছে কপ্টার, গায়ে কোনও মার্কিং নেই। কপ্টারের বামদিকের ছোট জানালায় বিনকিউলার তাক করল রানা, ফোকাস অ্যাডজাস্ট করল। দু'জনের চেহারা দেখতে পেল এবার। পিঠের কাছে শিরশির করে উঠল ওর। একজন কুখ্যাত মাফিয়া ডন লিওনার্দো বাতিস্তা, অন্যজন গতকালের সেই মার-খাওয়া সিআইএ এজেন্টদের একজন!

কী ঘটেছে বুঝতে দেরি হলো না ওর, সিআইএ এজেন্টরা লিওনার্দো বাতিস্তার সঙ্গে যোগাযোগ করে বলেছে তাদের জন্য

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস রানা মিউজিয়াম গ্যালারিতে লুকিয়ে রেখেছে। নিশ্চয়ই ওটা উদ্ধার করে দিতে পারলে প্রচুর টাকা দেওয়া হবে সেই লোভ দেখিয়েছে বাতিস্তাকে। বাতিস্তা গোটা মিউজিয়াম ডাকাতি করে নিয়ে যাচ্ছে। লোকটা কি জানে আমেরিকানরা কী জিনিস হাতে পাবার জন্য তার সাহায্য চেয়েছে?

লিওনার্দো বাতিস্তা যে ধরনের লোক তাতে সম্পূর্ণ তথ্য না জেনে কাজে হাত দেবে না সে। মাইক্রোফিল্ম আছে এটা অন্তত সে জেনে নেবেই। সেক্ষেত্রে ধরে নেওয়া যায় ডকুমেন্টটা সরিয়ে ফেলবে সে। সে যা দাবী করবে আমেরিকান সরকার তা না দিতে চাইলে ওটা তুলে দেবে আগ্রহী অন্য কোনও ক্রেতার হাতে। তবে আমেরিকান সরকার লিওনার্দো বাতিস্তা যা চায় সেই অংকের টাকা দিতে চাইবে না এমনটা ভাবা অযৌক্তিক।

আর কিছু ভাবতে পারল না রানা, দেখল দ্রুত গতিতে উপরে উঠে যাচ্ছে কপ্টার, ঘুরে গেল ওটা, তারপর চলে গেল দৃষ্টিপথের আড়ালে।

গ্যালারিতে ফিরল রানা, চোখ বুলাল ভিতরে। একটা কেসও আস্ত নেই এখন গ্যালারিতে, এট্রোসক্যান ফুলদানীটা নেই। জিনিসটা সরিয়ে রাখা হয়েছে বা ভেঙে গেছে ভেবে আরও আধমিনিট ব্যয় করল রানা গ্যালারিতে। কোনও ফুলদানীর টুকরো-টাকরা চোখে পড়ল না ওর।

ওটা নিয়ে গেছে লিওনার্দো বাতিস্তার লোক। তন্ন তন্ন করে আর্টিফ্যাক্টের মধ্যে মাইক্রোফিল্মটা খুঁজবে বাতিস্তা নিশ্চয়ই। পাবেও। তারপর?

এদিকে পুলিশরা আসছে। তাদের চোখ এড়িয়ে বেরিয়ে যেতে হবে ওকে গ্যালারি থেকে।

চার

'কিছুই করার ছিল না আমার,' দায় স্বীকারের সুরে বলল রানা। বুঝতে পারছে ভাল ঝামেলায় জড়িয়ে গেছে ও। চাইনিজ মাইক্রোফিল্ম উদ্ধার করা ওর নৈতিক দায়িত্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

'আমিও জানি তোর কিছু করার ছিল না,' মুখটা ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে ফু চুঙের। কথা হচ্ছে চাইনিজদের এক নম্বর সেফ হাউসে। বিছানায় শুয়ে আছে ফু-চুং। সেফ হাউস বদলে রানা আর নিনা যেটায় আছে সেটায় এসে উঠেছে সে রানার সান্নিধ্য পাবার আশায়। আগেরটায় না কি ভীষণ একা লাগছিল ওর। 'এট্রোসক্যান ভাসের ভেতর ওটা লুকানোটা ভাল বুদ্ধি ছিল।...ডাকাতির পর গ্যালারি থেকে বের হলি কী করে?'

'গার্ড আর পুলিশদের এড়াতে সার্ভিস এন্ট্র্যান্সের দিকে যাচ্ছিলাম। পথে করিডরে খোলা একটা জানালা দেখলাম। ওটা দিয়ে বেরিয়ে পনেরো ফুট নীচে বিল্ডিঙের পাশের উঠানে পড়লাম। তারপর হুলস্থুলের মধ্যে বেরিয়ে আসতে অসুবিধে হয়নি।'

'তুই শিওর লোকটা লিওনার্দো বাতিস্তা?'

'শিওর। ডাকাতির পরপরই ডুব মেরেছে সে। তোদের ইনফর্মাররা কোনও হদিস বের করতে পারেনি। রানা এজেন্সির ছেলেরাও কেউ তার খোঁজ পায়নি।'

চুপ করে বসে ওদের কথা শুনছে নিনা সুসমি। রানার দিকে যখন তাকাচ্ছে তখন তার দৃষ্টি হয়ে উঠছে কড়া, ফু-চুংকে দেখছে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে।

ক্লান্ত দেখাচ্ছে ফু-চুংকে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'ডিভাইসটা যদি কেউ কপি করে তা হলে বিরাট বিপদে পড়ে যাব আমরা। আগে তোকে এতোটা খুলে বলিনি প্রয়োজন ছিল না বলে, কিন্তু জিনিসটা খুব ছোট স্কেলেও নিউক্লিয়ার বিস্ফোরণ ঘটাতে সক্ষম। মর্টার বা হাউইটযারেও ব্যবহার করা যাবে নিউক্লিয়ার বোমা। ট্যাঙ্কের কামানেও। একটা গোলা ডেকে আনবে হাজার হাজার লোকের মৃত্যু। এদিকে ট্যাকটিকাল উইপন্সের ব্যাপারে কোনও ট্রিটিও হচ্ছে না। যে করে হোক মাইক্রোফিল্ম উদ্ধার করতে হবে। অথচ রোম পুলিশের সাহায্য নেয়া যাবে না।'

'তবে ইন্টারপোলের সাহায্য পাবো,' বলল গম্ভীর রানা। 'ওখানে কয়েকজনকে চিনি আমি। দু'একজন তো ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ডাকাতির ঘটনায় নিশ্চয়ই নিজস্ব ফাইল তৈরি করেছে তারা।'

'বেরিয়ে আসার আগে গ্যালারি খুঁজে দেখার সময় পেয়েছিলি?'

'হাতে সময় ছিল না। যতোটা পেরেছি দেখেছি।'

সিগারেটে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল ফু-চুং, পেটের ক্ষতে টান পড়ায় মুখ কুঁচকাল। 'ভাল মতো জায়গাটা খুঁজে দেখতে হবে।'

'কাজটা অসম্ভব,' বলল রানা। 'পুলিশ জায়গাটা ঘিরে রেখেছে। কাউকে ঢুকতে দিচ্ছে না। তাদের তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত ওখানে ঢোকা সম্ভব নয়।'

'একেবারে উপরে হাত বাড়ালে হয়তো একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।' চিন্তিত দেখাল ফু-চুংকে। 'আমি চিফের সঙ্গে আলাপ করেছি।'

রানা জিজ্ঞেস করল, 'রোমের কমিশনারকে ধরবি?'

মাথা নাড়ল ফু-চুং। চকচক করছে তার চোখ। 'না, পোপকে ধরাবেন চিফ। তুই কথা বলবি পোপের সঙ্গে। গ্যালারি ঘুরে দেখার অনুমতি নিবি।'

অ্যাশট্রেতে টিপে সিগারেট নেভাল রানা। 'আমি? পোপের সঙ্গে কথা বলব?'

'নিশ্চয়ই!'

ভ্রূ কুঁচকে গেল রানার। 'কীভাবে সম্ভব? আমার সঙ্গে দেখা করবেন কেন তিনি?'

'দেখা করবেন। সম্ভব। চাইনিজ খ্রিস্টান কমিউনিটির নেতারা তোর হয়ে অনুরোধ করবেন পোপকে, চিফ সেই ব্যবস্থা করেছেন। পোপ বললে ক্রাইমের জায়গাটা ভাল মতো ঘুরে দেখতে কোনও অসুবিধে হবে না তোর। পুলিশ বাধা দেবে না।' একটু থেমে আবার বলল ফু-চুং, 'বেইজিং থেকে আরও আটজন এজেন্টকে আনা হয়েছে রোমে, যখন খুশি তুই ওদের সাহায্য নিতে পারবি।'

রোমের পরিবেশ থেকে সূর্যালোক আর গরম বিদায় নিয়েছে,

আকাশ মেঘলা করে নেমেছে বৃষ্টি। কলোসিয়ামের ভিতরে পানির ছোট ছোট পুকুর তৈরি হয়েছে, সেই পানিতে প্রতিফলিত হচ্ছে প্রাচীন স্থাপত্যশিল্প। কোব্‌ল্‌ পাথরের ফুটপাথগুলো থেকে ধুলোবালি পরিষ্কার হয়ে গেছে, রঙিন ভেজা ছাতা মাথায় এখানে ওখানে হাঁটছে টুরিস্ট।

চারদিকে নানান গুজব রটেছে। খবরের কাগজগুলো ডাকাতির সংবাদ পরিবেশনের পর প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ হিসাবে যা লিখেছে, সেসব পড়ে তাজ্জব হয়ে গেল রানা। তারমধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় বিবরণটা এমন: ডাকাতরা একটা প্লেন থেকে প্যারাশুট করে গ্যালারি বিল্ডিঙের পাশের উঠানে নেমেছে, লোকগুলো মুখোশ পরে ছিল। তাদের দশ-বারোজন লোক বিল্ডিঙের ভিতরে ঢোকে। প্রত্যেকের কাছে সাবমেশিনগান ছিল। টুরিস্টদের খুন করবার হুমকি দেয় তারা। তারপর হঠাৎ করে এক মুখোশপরা আগন্তুক এসে হাজির হয় মিউজিয়ামে, ডাকাতদের হাত থেকে টুরিস্টদের রক্ষা করে সে। লোকটার হাতে ছিল অদ্ভুত দর্শন একটা পিস্তল। হিব্রু অথবা স্লাভিক ভাষায় কথা বলছিল সে।

রানা মনে মনে ভাবছে, গুজবের পাখা গজাতে সময় লাগে না। চমকপ্রদ ডাকাতিটার পর গুজব যে এভাবে ছড়াবে সেটাই স্বাভাবিক।

ও ঠিক করেছে রোম ইন্টারপোলে ওর ঘনিষ্ঠ বন্ধু সিলভিও বেনেডিক্টোর সঙ্গে দেখা করবে। আগেও বহুবার বিভিন্ন কাজে পরস্পরকে সাহায্য করেছে ওরা। ইন্টারপোলের ফাইল ঘেঁটে রানা এজেন্সির কেসে সহযোগিতা করেছে সিলভিও। কয়েকবার তার কেসের অপরাধীকে ধরে দিয়েছে রানা এজেন্সি।

সিলভিও বেনেডিক্টো বয়সে ওর সমানই হবে। তবে চেহারা দেখলে কম বলে মনে হয়। হাসিখুশি প্রাণোচ্ছল মানুষ, সর্বক্ষণ সবাইকে মাতিয়ে রাখতে ভালবাসে। ইন্টারপোলের ইন্সপেক্টর সে, তার পক্ষে ইতালির সব ক'জন দাগী আসামীর ছবি সংগ্রহ করা খুব কঠিন ব্যাপার নয়। গ্যালারিতে যাকে রানা আহত করেছে তার চেহারা মনে আছে ওর। মাগ শট দেখে লোকটাকে ও চিনতে পারবে। রানা জানে, ওর পরিচয় আর উদ্দেশ্য গোপন রাখবে সিলভিও। সিলভিওকে পুরোপুরি বিশ্বাস করা যায়।

মাঝ সকালে সিলভিও বেনেডিক্টোকে ফোন করেছে রানা। ফোনে ভেসে এসেছে তার হাসিখুশি কণ্ঠ।

'রানা,' গমগম করে উঠেছে সিলভিওর গলা, 'কতোদিন হয়ে গেল তোকে দেখি না। হঠাৎ রোমে যে? ভ্যাটিকানে ডাকাতির পেছনে তোর মাথাই কাজ করেনি তো?' সিলভিওর হাসিটা সংক্রামক।

'তুই ভাল করেই জানিস আমি এধরনের কাজ করি না,' মৃদু হেসেছে রানা। 'কেউ তোর প্রেমিকা ভাগিয়ে নিয়ে গেলে সন্দেহ করতে পারতি। কেমন আছিস?'

'ভাল। তুই?'

'ভালই। তবে ভ্যাটিকানে ডাকাতির সঙ্গে জড়িয়ে গেছি।'

'যাহ্! ঠাট্টা করছিস!'

'সত্যি বলছি, দোস্ত।'

'কখন আসছিস অফিসে?'

'আসব,' বলেছে রানা। 'তোর সাহায্য দরকার। ইতালির চিহ্নিত অপরাধীদের ছবি দেখতে হবে আমাকে। তুই ব্যবস্থা

করতে পারবি না?'

'নিশ্চয়ই পারব। বিকেলে চলে আয়। না, তার দরকার নেই, আয় একসঙ্গে দুপুরের লাঞ্চটা সারি। আমার অফিসের কাছেই ছোট একটা দারুণ ক্যাফে খুলেছে।'

'আজকে পারব না,' বলেছে রানা। 'একটা জরুরি অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।'

শিস বাজিয়েছে সিলভিও। 'দেখতে কেমন মেয়েটা? অপূর্ব সুন্দরী? চুল কি সোনালী, না কালো?'

'চুলই নেই। কোনও মেয়ে না রে, টাকপড়া এক বুড়ো।'

'ধূর!' হতাশ সিলভিও। 'বুড়ো মানে?'

হেসেছে রানা। 'তোদের পোপের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট।'

'সত্যি?' ভেসে এসেছে সিলভিওর বিস্মিত স্বর।

'সত্যি। দুপুর দুটোর সময় অ্যাপয়েন্টমেন্ট।'

'তা হলে কখন দেখা হবে তোর সঙ্গে?'

'আগামীকাল সকালে তোর অফিসে হাজির হয়ে যাব, যদি তোর কোনও অসুবিধে না থাকে।'

'কোনও অসুবিধে নেই। চলে আয়।'

এ-কথা সে-কথার পর ফোন রেখে দিয়েছে ওরা। দুপুর নাগাদ হাজির হয়ে গেছে রানা ভ্যাটিকানে। মিউজিয়াম এলাকা পুলিশ সিল করে দিয়েছে, দর্শক ঢোকা নিষেধ। চারদিকে ঘুরঘুর করছে পুলিশের লোক। কর্তৃপক্ষের অনুমতি না নিয়ে কারও পক্ষে মিউজিয়াম এলাকায় পা রাখা সম্ভব নয়।

সেদিন গোলাগুলির পর পোপের নিরাপত্তা আরও জোরদার করা হয়েছে। রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে আছে রক্ষীরা. বিস্তারিত

ক্রেডেনশিয়াল আর আইডি চেক না করে কাউকে পোপের ধারে-কাছে ঘেঁষতে দিচ্ছে না।

পেপল অফিস আর অ্যাপার্টমেন্টগুলোর কাছে যেতে প্রথমে পুলিশদের আইডি দেখাতে হলো ওকে, অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হলো, যতোক্ষণ না অফিসাররা নিশ্চিত হলো ওর অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে হোলি ফাদারের সঙ্গে। সার্চ করা হলো ওকে। অস্ত্রগুলো রানা সেফহাউসে রেখে এসেছে, কাজেই কিছু পাওয়া গেল না। এবার ওকে এক সাদাপোশাকধারীর হাতে তুলে দেওয়া হলো। সে রানাকে নিয়ে গেল ভ্যাটিকান গার্ডদের কাছে।

আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর পেপল চেম্বারে পৌঁছে দেওয়া হলো ওকে। ঘরগুলো পশ্চিমা সভ্যতার ইতিহাস বিষয়ক শিল্পকর্ম আর ট্যাপেস্ট্রিয় দিয়ে সাজানো। অপূর্ব কারুকার্যময় ওক কাঠের প্যানেলিং করা দেয়াল। তার উপরে এবং ছাদে আঁকা আছে অসাধারণ প্রতিভাবান শিল্পীদের দুর্লভ মিউরাল চিত্রকর্ম। এছাড়াও পরিশীলিত ভাবে প্রদর্শন করা হয়েছে বিভিন্ন বিখ্যাত চিত্রকরদের আঁকা ছবি। পরিবেশে গুরুগম্ভীর একটা প্রশান্ত ভাব।

বিরাট আউটার রুমে বসানো হলো রানাকে। তিরিশ মিনিট পেরোনোর পর রিসেপশন রুমের দরজা খুলে গেল, কার্ডিনালের বাদামী পোশাক পরা দীর্ঘদেহী এক বিশপ ঢুকলেন ঘরে, এগিয়ে এলেন রানার দিকে। চেহারায় ভাবের কোনও চিহ্ন নেই তাঁর। মৃদু গলায় বললেন, 'আপনি নিশ্চয়ই মাসুদ রানা?'

'জী।'

'আমি কার্ডিনাল হিউগো। হিজ এক্সেলেন্সি আপনার সঙ্গে দেখা করবেন বলে অপেক্ষা করছেন। আসুন আমার সঙ্গে।' রানা

যে ঘরটা পেরিয়ে এখানে এসেছিল সেদিকে হাত দেখালেন তিনি। তাঁকে অনুসরণ করল রানা। ওর পিছনে দরজা ভিড়িয়ে দিলেন কার্ডিনাল, তারপর আবার পথ দেখালেন। এ ঘরে আরও দু'জন কার্ডিনাল আছেন। নীরবে রানাকে দেখলেন তাঁরা। রানা অনুভব করল ওর প্রতিটা পদক্ষেপ লক্ষ করা হচ্ছে।

ঘরের শেষপ্রান্তে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে আছেন বাদামী রোব পরা দু'জন সাধু। তাঁদের মাঝখানে পোপকে চেয়ারে বসা অবস্থায় দেখতে পেল রানা। সাদা আলখেল্লা তাঁর পরনে, মাথায় ছোট একটা সাদা টুপি। গলা থেকে বুকের কাছে ঝুলছে বিরাট একটা সোনালী ক্রস।

কার্ডিনাল হিউগো কোনও কথা বললেন না, শুধু আস্তে করে মাথা ঝাঁকালেন। সামনে বাড়ল রানা, ছোট্ট করে নড করল। 'ইয়োর হোলিনেস।'

মৃদু হাসলেন পোপ। স্পষ্ট এবং আঞ্চলিক টানহীন ইংরেজিতে বললেন, 'মিস্টার রানা, বসুন প্লিজ।' পাশে রাখা চেয়ারটা হাতের ইশারায় দেখালেন তিনি। তাঁর পেপল আঙটির ঝিলিক দেখতে পেল রানা মুহূর্তের জন্য।

বসল রানা, মৃদু অস্বস্তি বোধ করছে।

কার্ডিনাল হিউগো পোপের ডানদিকে অবস্থান নিলেন। ঘোষণা করলেন, 'ইনিই চাইনিজ ক্রিশ্চিয়ান কমিউনিটির প্রতিনিধি, ইয়োর এক্সেলেন্সি।'

আস্তে করে মাথা ঝাঁকালেন পোপ। 'মনে আছে আমার। ইনি পেপল গ্যালারি ঘুরে দেখবেন।' ক্ষণিকের জন্য মেঘ ঘনাল তাঁর দু'চোখে। 'খুব দুঃখজনক যে গ্যালারিটা ডাকাতি হয়ে গেল।'

'জী,' বলল রানা। 'মূল্যবান পেপল আর্টিফ্যাক্টের সঙ্গে একটা গুরুত্বপূর্ণ চাইনিজ ডকুমেন্টও ডাকাতি হয়ে গেছে। জিনিসটা আমি বাধ্য হয়ে আপনার গ্যালারির ভেতর রেখেছিলাম। কারণটা বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, তবে আর কোনও পথ খোলা ছিল না আমার।'

রানা বুঝতে পারছে কথাগুলো না বলে উপায় ছিল না ওর, ও কেন গ্যালারিতে ঘুরতে যাবে বা কর্মচারীদের জিজ্ঞেসাবাদ করবে সেটা পরিষ্কার করতেই পোপকে এটুকু বলতে হলো।

'চাইনিজ বিশপরা আমাকে জানিয়েছেন জিনিসটা তাঁদের দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ,' বললেন পোপ।

চেয়ারে পিঠসোজা করে বসল রানা। 'তাঁরা ঠিকই বলেছেন, ইয়োর হোলিনেস। একারণেই গ্যালারিটা খুঁজে দেখবার অনুমতি চাইছি আমি। সেই সঙ্গে দু'একজন মিউজিয়াম পারসোনেলকে জিজ্ঞেসাবাদও হয়তো করতে হতে পারে। পুলিশ ব্যাপারটা বিস্তারিত তদন্ত করছে সেটা আমরা জানি, কিন্তু ডকুমেন্টটা চিনের জন্য এতোই জরুরি যে আমরা নিজেরা তদন্ত করে দেখতে চাই।'

কার্ডিনাল হিউগো পোপের দিকে তাকালেন একবার, তারপর রানার দিকে তাকিয়ে মাথা দোলালেন। রানাকে বলে যেতে ইশারা করছেন।

রানা বলল, 'আগে আমাদের নিশ্চিত হতে হবে ডকুমেন্টটা ডাকাতি হওয়া জিনিসপত্রের সঙ্গে চলে গেছে কি না, ইয়োর হোলিনেস। এমনও হতে পারে আমি গ্যালারি থেকে বেরিয়ে আসবার পর ওটা অন্য কোনও মিউজিয়ামে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।'

'কোনও কিছু সরানো হয়নি বলেই আমার ধারণা,' বললেন কার্ডিনাল হিউগো।

'আমিও জানি কিছু সরিয়ে নেওয়া হয়নি,' সায় দিলেন পোপ। ক্ষণিকের জন্য নিশ্চুপ হয়ে গেলেন তিনি, তারপর বললেন, 'ঠিক আছে, মিস্টার রানা, আপনাকে আজ বাকি দিন গ্যালারি ঘুরে তদন্ত করার অনুমতি দিচ্ছি আমি। সেই সঙ্গে অনুমতি দিচ্ছি, আপনি মিউজিয়ামগুলোয় জিজ্ঞেসাবাদ করতে পারবেন।'

'অনেক ধন্যবাদ, ইয়োর হোলিনেস।'

কার্ডিনাল হিউগোর দিকে তাকালেন পোপ। 'অনুমতি-পত্র তৈরি করুন, আমি সই করে দেব। মিস্টার রানাকে পুলিশ বিরক্ত করুক তা আমরা চাই না।'

কুর্নিশ করলেন কার্ডিনাল হিউগো। 'জী, ইয়োর এক্সেলেন্সি।'

'দেরি করবেন না,' বলে রানার দিকে তাকালেন পোপ। 'আমরা আশা করছি আপনি আপনাদের জরুরি ডকুমেন্ট উদ্ধার করতে পারবেন, মিস্টার রানা।'

'ধন্যবাদ, ইয়োর হোলিনেস।' চেয়ার ছেড়ে উঠল রানা; পোপের উদ্দেশে মৃদু নড করে কার্ডিনাল হিউগোর সঙ্গে বেরিয়ে এলো ঘর ছেড়ে।

বিশ মিনিটের মধ্যেই ওর হাতে পৌঁছে গেল পোপের সই করা এবং পেপল সিল দেওয়া অনুমতি-পত্র। কার্ডিনাল হিউগোকে ধন্যবাদ জানিয়ে পেপল বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে এলো রানা, প্রথমেই হাজির হলো এট্রোসক্যান মিউজিয়ামে।

ভ্যাটিকানের অন্যান্য মিউজিয়ামের মতোই এটাও দেখতে প্রাসাদ-সদৃশ। ভিতরে এট্রোসক্যান আমলের অমূল্য আর্টিফ্যাক্ট

আছে। বেশিরভাগই সংগৃহীত হয়েছে পোপ গ্রেগরি ষোলোর সময়ে এট্রোরিয়ার আর্কিওলজিকাল সাইট থেকে। রানা ধারণাই করতে পারেনি এতো ফুলদানী, বোতল আর অন্যান্য দুর্লভ আর্টিফ্যাক্ট দেখতে পাবে।

মিউজিয়ামের ধারেকাছে একজন টুরিস্টও নেই। কর্মচারীদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে কোনও অসুবিধে হলো না ওর। তবে ফুলদানীগুলোর মধ্যে ওর মাইক্রোফিল্ম রাখা ফুলদানীটা আছে কি না তা বুঝবার কোনও উপায় নেই। বেশিরভাগই প্রায় একই রকম দেখতে। তবে মিউজিয়ামের কর্মচারীরা জানাল গ্যালারি থেকে কিছুই ফেরত আনা হয়নি। তাদের কাগজপত্রও তা-ই বলল।

দুপুরের পর অন্যান্য মিউজিয়ামে জিজ্ঞাসাবাদ সেরে গ্যালারির কর্মচারীদের সঙ্গে কথা বলল রানা। জানা গেল সব আর্টিফ্যাক্টই ডাকাতি হয়ে গেছে।

পুলিশ ওর পরিচয় দীর্ঘ সময় ধরে চেক করে দেখবার পর গ্যালারিতে ঢুকবার সুযোগ হলো ওর। ভিতরে তিনজন পুলিশ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে, নিচু গলায় কথা বলছে তারা।

লম্বা ঘরটা রানা যখন শেষ দেখেছে তার চেয়ে অনেক অন্যরকম লাগছে এখন। বৃষ্টির কারণে জানালাগুলো বন্ধ। ভিতরে গুরুগম্ভীর একটা পরিবেশ। ভাঙা কাঁচের কেসগুলো সরিয়ে ফেলা হয়েছে ফিঙ্গারপ্রিন্ট চেক করবার জন্য। রানা বুঝল, ডাকাতরা যদি কোনও চিহ্ন ফেলেও যায়, তা হলেও পুলিশ নিশ্চয়ই সেসব এতোক্ষণে সরিয়ে ফেলেছে।

মেঝের দিকে মনোযোগ দিল রানা। এতো পায়ের ছাপের মধ্যে কোনওটা আলাদা করবার উপায় নেই। তবে জানালার

কাছে হয়তো ডাকাতদের জুতোর ছাপ পাওয়া যাবে।

এট্রোসক্যান ভাসটা আবার একবার খুঁজল রানা। বিশাল দীর্ঘ গ্যালারির কোথাও নেই ওটা। পুলিশদের ও জিজ্ঞেস করল কোনও ফুলদানীর ভাঙা অংশ প্রমাণ হিসেবে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে কি না। হয়নি।

করিডরে ফিরে এলো রানা, ভাবতে চেষ্টা করল ও যখন ডাকাতির সকালে সিঁড়ি বেয়ে ওঠে তখন কী ঘটেছিল। মরে পড়ে ছিল গার্ড। দরজা বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। আবার গ্যালারিতে ফিরল রানা, মৃতদেহটা যেখানে পড়ে ছিল সেখানে চলে এলো। এখনও খানিকটা রক্তের দাগ রয়ে গেছে মেঝেতে। দরজা এখন পুরো খোলা। ডানদিকের পাল্লার ভিতর দিকে তাকাল রানা। ওর গুলিতে নষ্ট তালাটা এখনও মেরামত করা হয়নি। পুলিশ নিশ্চয়ই ওর গুলিগুলো সংগ্রহ করে তদন্ত করছে। মেঝের দিকে তাকিয়ে অন্য একটা জিনিস চোখে পড়ল ওর। একটা লোহার হুক দিয়ে দরজার পাল্লা দেয়ালের গায়ে আটকে রাখা হয়েছে। ব্যাপারটা ইন্টারেস্টিং। দরজা বন্ধ করতে হলে ডাকাতদের নিশ্চয়ই দরজার পাল্লার পাশে যেতে হয়েছে হুক খুলতে। নিচু হয়ে মেঝে দেখল রানা। ওখানে দরজার পাল্লার পাশে, মেঝেতে ধুলোর মধ্যে একটা জুতোর স্পষ্ট ছাপ দেখতে পেল।

যে-ডাকাত গার্ডকে খুন করে দরজা বন্ধ করে তালা আটকে দিয়েছিল ছাপটা তার হবার সম্ভাবনা প্রবল। ক্রেপ সোলের জুতো। গ্রিপ রিবিং-এর ভিতর একটা হিরের ছাপ।

হুক সরিয়ে দরজার পাল্লা খুলল রানা, জায়গাটায় আলো পড়ল। জ্যাকেটের পকেট থেকে খুদে একটা ক্যামেরা বের করে

জুতোর ছাপটার তিনটে ছবি নিল ও। ক্যামেরাটায় সুপার সেনসিটিভ সাদা-কালো ফিল্ম ব্যবহার করছে রানা, ফলে ছবিতে সূক্ষ্ম সবকিছুই উঠবে বলে আশা করা যায়। ক্যামেরা পকেটে রেখে উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিল রানা, এমন সময় ছাপের কাছেই ছোট এক টুকরো কাদার দলা দেখতে পেল। সম্ভবত ছাপ যে ফেলেছে তার জুতো থেকেই খসে পড়েছে কাদার টুকরোটা। পকেট থেকে রুমাল বের করে কাদার টুকরোটা ওটায় মুড়িয়ে পকেটে রাখল ও, এবার দরজার পাল্লাটা আবার খুলে হুক আটকে দিল। চট করে দেখল, এখনও নিজেদের ভিতর আলাপে মগ্ন হয়ে আছে পুলিশের লোক তিনজন।

ভাল। পুলিশের আগেই লিওনার্দো বাতিস্তার কাছে পৌঁছুতে হবে ওকে, উদ্ধার করতে হবে মাইক্রোফিল্মটা।

গ্যালারি থেকে বেরিয়ে এলো রানা।

ভিয়া ফিলিপো তুরাতিতে অযত্নে রক্ষণাবেক্ষণ করা তেইশ নম্বর বাড়িটা ইন্টারপোলের রোম অফিস, দেখলে মনে হয় কোনও ওয়্যারহাউস।

আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে, বাতাসে বসন্তের তরতাজা ভাব। চমৎকার একটা সকাল, রোমের রাস্তায় রাস্তায় হেঁটে শহরের পরিবেশ উপভোগ করতে দারুণ লাগবে। দারুণ লাগবে এখন তিভোলি গার্ডেন, বাথস অভ ক্যারাকালা কিংবা বিখ্যাত ভিলা অভ হেডরিয়ান ঘুরে দেখতে। কিন্তু রানার জরুরি কাজ পড়ে আছে।

সিলভিও বেনেডিক্টোকে তার চারতলার ছোট্ট অফিসেই পেল ও। ঘরটাকে ছোট একটা গুদামঘর বললেও চলে। ভাগ্যিস

জানালা দিয়ে সোনালী সূর্যালোক আসছে, নইলে দম বন্ধ হয়ে আসতে চাইত। রানাকে দেখে চওড়া হাসি দেখা দিল সিলভিওর মুখে।

'রানা! অ্যামিকো!' চেয়ার থেকে উঠে হাত মেলাল সে। রানা বসবার পর বসল নিজেও।

রানার সমানই লম্বা হবে সিলভিও, মাথা ভর্তি ঘন কালো এক বোঝা চুল। চকচকে উজ্জ্বল চোখে সর্বক্ষণ কৌতুক খেলা করছে। রানার সঙ্গে কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ কেসে কাজ করেছে সে, অপরাধী ধরা পড়েছে প্রত্যেকবার। অত্যন্ত বুদ্ধিমান অফিসার, কোনও সূত্র খুঁজে পেতে ভুল করে না কখনও।

রানাকে সিগারেট অফার করল সে, বাংলাদেশি বেনসন। দু'জন সিগারেট ধরানোর পর প্যাকেটটা ওকে দিয়ে সিলভিও বলল, 'এই সিগারেট আনাতে হয়েছে সুদূর এক সবুজ সুন্দর দেশ থেকে। আজ এই একটু আগে পৌঁছেছে জিনিসটা।'

কৃতজ্ঞ বোধ করল রানা। সিলভিও মনে রেখেছে ও কী সিগারেট পছন্দ করে। কষ্ট করে আনিয়েছে ওকে খুশি করতে।

কিছুক্ষণ নীরবে সিগারেট টানল দুই বন্ধু, তারপর রানা জিজ্ঞেস করল, 'শুনলাম তুই এখন পুরোদস্তুর ইন্সপেক্টর?'

কাঁধ ঝাঁকাল সিলভিও। 'একই সংগঠনে লেগে থাকলে একদিন দেখা যায় সবার মাথার উপরে বসে আছিস তুই। একদিন হয়তো আমাকেও ডেস্কে বসিয়ে দেবে ওরা। তখন আমি টাকপড়া এক বুড়ো।' টুথপেস্টের বিজ্ঞাপনে যাওয়ার উপযোগী বত্রিশ পাটি দাঁত দেখাল সিলভিও।

'আমার বেলায় ওরকম হলে কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স ছাড়তে

হবে আমাকে,' হাসল রানা। 'আমাকে ডেস্কে বসিয়ে দিলে মন খারাপ করেই মারা পড়ব।'

'আমিও,' একমত হলো সিলভিও। গম্ভীর হয়ে গেল তার চেহারা। 'এখনই প্রায় মারা পড়ার মত অবস্থা হয়েছে আমার। কনফিডেনশিয়াল, তবে তোকে বলতে অসুবিধে নেই, ন্যাটো বেস থেকে একটা নিউক্লিয়ার বোমা চুরি হয়ে গেছে, সবাই তা নিয়ে ব্যস্ত, আর আমাকে সম্মান করে দেয়া হয়েছে ভ্যাটিকান মিউজিয়াম ডাকাতির কেস।'

'বোমাটা কারা চুরি করল বলে ধারণা করছিস তোরা?'

'কাজটা কাদের জানা যায়নি। আন্দাজ করা হচ্ছে মাফিয়া আছে বোমা চুরির পেছনে।' রানার চোখে তাকাল সে। 'তুই ডাকাতির সঙ্গে জড়ালি কী করে?'

সংক্ষেপে খুলে বলল রানা, দরকারের বাইরে একটা তথ্যও দিল না। সিলভিওকে ও বিশ্বাস করে না তা নয়, কিন্তু ফিশন ইমপ্রুভিং ডিভাইস সম্বন্ধে জানাটা সিলভিওর জন্য দরকারী নয়। খচখচ করছে রানার মন। ডাকাতি হয়ে গেছে নিউক্লিয়ার ফিশন ইমপ্রুভিং ডিভাইস। সেই সঙ্গে ন্যাটো বেস থেকে চুরি হয়েছে নিউক্লিয়ার বোমাও। দুটোর মধ্যে কোনও সংযোগ নেই তো? ইন্টারপোল সন্দেহ করছে বোমা চুরির পিছনে মাফিয়াদের হাত আছে। তা হলে কি লিওনার্দো বাতিস্তার হাত রয়েছে বোমা চুরির পিছনে? অত্যন্ত শক্তিশালী একটা নিউক্লিয়ার বোমা দরকার হয়ে পড়েছে তার? কেন? সে কি আমেরিকানদের দেখাতে চায় ফিশন ইমপ্রুভিং ডিভাইসের কারিশমা?

'আমার ধারণা, বোমাটা চুরির পেছনে লিওনার্দো বাতিস্তার

হাত আছে,' বলল রানা।

সিলভিও সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে ফেলে নেভাল। 'লিওনার্দো বাতিস্তা আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে। আজ পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে একটা বেআইনী কর্মকাণ্ডেরও প্রমাণ মেলেনি।' একটু থেমে জিজ্ঞেস করল, 'ডাকাতদের একজনের চেহারা তো মনে আছে তোর?'

'আছে। মাগ শট দেখলেই চিনতে পারব।'

'একসঙ্গে ছবি খুঁজব আমরা,' দৃঢ় শোনাল সিলভিওর কণ্ঠ। 'ভ্যাটিকানে একজন অফিসারকে পাঠিয়েছিলাম আমি, কিছুই জানতে পারেনি সে। তুই যদি ছবি দেখে চিনতে পারিস তা হলে অনেক উপকার হবে।'

রানা বলল, 'ঠিক আছে, একসঙ্গেই কাজ করব আমরা, তবে আনঅফিশিয়ালি। ইন্টারপোলের কেউ যাতে না জানে আমি কী কাজে এখানে এসেছি।' একটু থামল ও, তারপর বলল, 'বাতিস্তা কোথায় সেটা খুঁজে বের করতে হবে তোকে, তা হলেই ভ্যাটিকানে ডাকাতি হওয়া ট্রেজারের খোঁজ পেয়ে যাবি। বাতিস্তার কাছাকাছিই থাকবে ভ্যাটিকান আর্টিফ্যাক্ট।'

'তা-ই?' খানিকটা বিস্মিত শোনাল সিলভিওকে। ফোনে সহকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ করল সিলভিও, জানাল ঠিক কী জানতে চায় সে। এবার মৃদু মাথা ঝাঁকাল রানার উদ্দেশে। 'কেউ জানবে না তুই কী জন্যে এখানে এসেছিস।'

'আরেকটা ব্যাপার,' বলল রানা, 'চিনাদের হারানো জিনিসটা যদি পাওয়া যায়, তা হলে ওটা নিয়ে নেব আমি, তুই কিছু বলতে পারবি না। এমনকী তোর সুপিরিয়রদের কাছে জিনিসটার অস্তিত্বের

কথাও গোপন রাখতে হবে তোকে। এটা আমার অনুরোধ।'

এক মুহূর্ত চিন্তা করল সিলভিও, তারপর বলল, 'ঠিক আছে, দোস্ত, আমাদের কাজ ভ্যাটিকানের ডাকাতির পেছনে জড়িতদের বমাল ধরা, চিনেদের কী হারিয়েছে সেটা আমাদের না জানলেও চলবে। আর তোর সে-জিনিস উদ্ধার করতে গিয়ে যদি নিউক্লিয়ার বোমা চুরির সুরাহা হয়ে যায় তা হলে তো কথাই নেই, আরেকটা প্রমোশন হয়ে যাবে আমার।' সিলভিওর মুখে আবার হাসির রেখা ফুটে উঠল। 'কেন যেন আমার মন বলছে তদন্তে আমাদের চেয়ে এগিয়ে আছিস তুই।'

পকেট থেকে খুদে ক্যামেরাটা বের করল রানা, একটা মিনোল্টা, 'এটার ফিল্মটা দেখলে হয়তো তদন্তে সুবিধে হবে তোর,' বলল রানা, ফিল্মটা বের করল ক্যামেরা থেকে, 'ডেভেলপ করতে কতোক্ষণ লাগবে?'

'এই বিল্ডিঙেই ডার্করুম আছে,' জানাল সিলভিও। 'দুপুরের আগেই ছবি এনলার্জ করা হয়ে যাবে। আরও আগেই হতো, কিন্তু তোর ফিল্ম তো আর সাধারণ কিছু হবে না, তাই সময় বেশিই ধরলাম।'

'গুড। চলবে।' পকেট থেকে এবার রুমালটা বের করল রানা। ওটা খুলে সিলভিওর সামনে টেবিলের উপর রাখল। 'এটাও আরেকটা ক্লু। জানতে হবে এই শুকনো কাদা কোথা থেকে এসেছে। সম্ভব?'

'সম্ভব, তবে সময় লাগবে,' বলল সিলভিও। কাদার ছোট টুকরোটা মনোযোগ দিয়ে দেখল সে। 'আমাদের কেমিস্টের কাছে পাঠাব এটা। আর কিছু দিবি?'

'না। এবার কম্পিউটার রুমে চল্, ছবিগুলো দেখা যাক।'

কম্পিউটার রুমটা বিরাট বড়। চৌকো ঘর, দু'দিকের জানালা দিয়ে দিনের উজ্জ্বল আলো আসছে। সারি সারি কম্পিউটার রাখা আছে লম্বা টেবিলের উপর। ব্যস্ত হয়ে কাজ করছে অপারেটররা। এক মহিলা অপারেটরকে সরিয়ে মেইন কনসোলটার দখল নিল সিলভিও। ইতিমধ্যেই তাকে জানানো হয়েছে কোথাও লিওনার্দো বাতিস্তার ছায়ারও দেখা পায়নি পুলিশ অফিসারদের একজনও।

এক ঘণ্টায় হাজার খানেক ছবি দেখল ওরা, রানা যাকে খুঁজছে সেই লোকটার ছবি পাওয়া গেল না।

সিলভিও এক সময় হতাশ হয়ে বলল, 'যাকে কন্টারে দেখেছিস সে যদি লিওনার্দো বাতিস্তা হয় তা হলে খুব সাবধানে লোক বাছাই করেছে সে।'

'ঠিক,' সায় দিল রানা, পরক্ষণেই বলল, 'তবে ডাকাতি যারা করেছে তারা প্রত্যেকে পেশাদার। আর পেশাদার লোকেদের সাধারণত পুলিশ রেকর্ড থাকেই।'

রানার কাঁধে হাত রাখল সিলভিও। 'আমাদের হাতে এখনও তোর তোলা ছবি আর কাদার টুকরোটা আছে। ওঠ্ এবার, চল্, লাঞ্চটা সেরে নিই, স্পেশাল একটা ওয়াইন খাওয়াব তোকে আজ আমি, তারপর ফিরে এসে আবার ছবি দেখতে বসা যাবে।'

উঠল রানা কম্পিউটারের সামনে থেকে। সিলভিওর এই ব্যাপারটা ওর সত্যিই পছন্দ, কোনও সময়ে বিমর্ষ হয়ে পড়ে না ও, সব সময় আশার আলো দেখতে পায়। রানা জানে, সিলভিওর আপাতত নির্বিকার আচরণের আড়ালে আছে ক্ষুরধার একটা মগজ, সর্বক্ষণ আন্তরিকতা আর দায়িত্বের সঙ্গে নিজের কাজ

করে চলেছে ওটা।

ইন্টারপোলের অফিস থেকে বেরিয়ে হেঁটেই গেল ওরা ক্যাফে মেদিতারেনিওতে। ফুটপাথের পাশে রাখা একটা টেবিলে বসল দু'জন। রানা রাস্তার দিকে মুখ করে। ও ভোলেনি সিআইএ ওর খোঁজ করছে, পাঁচজন এজেন্টকে পাঠিয়েছে ওকে ধরে টর্চার করে তথ্য আদায় করতে।

আকাশ থেকে বিদায় নিয়েছে মেঘ, নীল আকাশে সোনালী রোদ খেলা করছে। গরম বাড়ছে আস্তে আস্তে, তবে চমৎকার ঝিরঝিরে হাওয়াও বইছে। বেক্‌ড্‌ ফিশ অর্ডার দিল সিলভিও। মেইন কোর্সের আগে এলো পাস্তা, তারপর সাদা পনির। এরপর দামি, সুস্বাদু সাদা ওয়াইন। খাওয়ার ফাঁকে পুরোনো দিনের গল্পে মজে গেল দু'বন্ধু, কিন্তু রানার সতর্ক চোখ রাস্তা দেখছে। এক ইতালিয়ান সুন্দরী নকল কাউন্টেসের কথা রানাকে মনে করিয়ে দিল সিলভিও। প্রাণ খুলে হাসল ওরা কীভাবে মেয়েটা ওদের সাঁতার কাটতে নিয়ে গিয়ে দু'জনের মানিব্যাগ চুরি করে পালিয়েছিল সে-কথা মনে করে। ক্ষণিকের জন্য পরিস্থিতির ভয়াবহতা ভুলে গেল রানা।

ঘণ্টাখানেক পর ইন্টারপোলের অফিসে ফিরল দু'জন, আবার বসল কম্পিউটারের সামনে। রানার তোলা ছবিগুলো ডেভেলপ করা হয়ে গেছে, একজন ক্লার্ক দিয়ে গেল। আট বাই দশ ইঞ্চি করে ডেভেলপ করা হয়েছে ওগুলো, পরিষ্কার ফুটে আছে জুতোর সোলের হিরের ছাপ। 'এধরনের ছাপ আগে কখনও দেখিনি,' মন্তব্য করল সিলভিও। 'জনপ্রিয় কোনও জুতো নয়। ছবিটা কপি করে ফিল্ড অফিসারদের কাছে পাঠিয়ে দেব। ওরা খুঁজে দেখুক

জুতোটা কারা বানিয়েছে, কারা বিক্রি করে।'

ফোনে রোম শহরের রিটেইল জুতোর দোকানগুলোর সঙ্গে কথা বলল সিলভিও, রানা আরেক ফোনে যোগাযোগ করল জুতো নির্মাতাদের সঙ্গে। গোটা ইতালির প্রধান জুতো নির্মাতা তেরোজন।

জুতোর দোকানে ডাবল চেকিং করতে দু'জন অফিসারকে পাঠাল সিলভিও, রানাকে বসিয়ে চা নাস্তা আনাল। এক ঘণ্টা পর সিলভিওর মোবাইল ফোন বেজে উঠল। ওপ্রান্তের কথা শুনল সিলভিও, তারপর পকেটে ফোন রেখে রানার দিকে ফিরে বলল, 'জুতোর প্রস্তুতকারককে খুঁজে বের করা গেছে। মিলানে আছে কম্পানিটা। নাম নিউ ইতালিয়ান শু কম্পানি। ওই হীরার ছাপওয়ালা জুতো শুধু তারাই তৈরি করে। আমার লোক এখন দেখছে কম্পানি থেকে কারা ওই জুতো হোলসেলে কেনে।'

আরও আধঘণ্টা পর সিলভিওর মোবাইলে আবার ফোন এলো। এবার জানা গেল রোমের ডিস্ট্রিবিউটার খুব সামান্যই কেনে ওই জুতো। দুটো খুচরো দোকানে সাপ্লাই দিত সে। দুটো দোকানের একটা এক বছর আগেই দেউলিয়া হয়ে গেছে, অন্য দোকানটা শহরের এক প্রান্তে ছোট একটা খুচরো দোকান।

প্রশ্ন করে জানা গেল দোকানটা লুকাস প্যাচিও নামে এক লোকের।

'এবার তদন্ত এগোবে,' ফোন রেখে বলল সিলভিও। 'প্রার্থনা কর আমাদের লোকটা যেন ওই দোকান থেকেই জুতো জোড়া কিনে থাকে।' একজন ক্লার্ক একটা ফাইল এনে ধরিয়ে দিল তার হাতে। ফাইলে চোখ বুলাল সিলভিও, তারপর বলল, 'কাদা কোথা থেকে এসেছে সেটা জানা গেছে। আমাদের কেমিস্টের

ধারণা কাদা এসেছে সিসিলি দ্বীপ থেকে। সন্দেহ নেই, যাকে তুই দেখেছিস সে মাফিয়ার লোক। চল্, দোকানটায় যাওয়া যাক।'

সিলভিওর সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল রানা তার গাড়িতে। ছোট্ট দোকানটায় পৌঁছে গেল ওরা পৌনে এক ঘণ্টা পর। রোমের নতুন অংশে সরু একটা রাস্তায় দোকান। শুধু জুতোই নয়, অন্যান্য চামড়ার সামগ্রীও বিক্রি হয় এখানে। দোকানের মালিক লুকাস প্যাচিও মোটা মানুষ, সরু পেন্সিল গোঁফ, অত্যন্ত ভদ্র।

'মাত্র তিনজন কাস্টোমার ওধরনের ক্রেপ সোলের জুতো কিনেছে,' সিলভিওর প্রশ্নের জবাবে জানাল সে। 'এই যে, আমার লেযারে তাদের নাম আছে।'

নামগুলো দেখল রানা। আঁলবার্তো গেনযি। হিউগো আনারকি। বেচেলি রোমেলো। ও জিজ্ঞেস করল, 'নামগুলো আমরা টুকে নিতে পারি?'

'নিশ্চয়ই!'

কাগজে নামগুলো লিখল সিলভিও, তারপর ধন্যবাদ দিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে এলো দু'জন। রানাকে চাইনিজ সেফ হাউসের কাছে রাস্তায় নামিয়ে দিয়ে গেল সিলভিও। সন্ধ্যা নামতে শুরু করেছে তখন। কেউ পিছু নেয়নি নিশ্চিত হয়ে সেফ হাউসে ঢুকল রানা।

পরদিন সকালে রানা ইন্টারপোলের অফিসে হাজির হতেই ওকে নিয়ে রওনা হলো সিলভিও। ওদের গন্তব্য পুলিশ হেডকোয়ার্টার। ওখানে পৌঁছে রানাকে নিজের অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে পরিচয় দিল সে। কিছুক্ষণের মধ্যেই পুলিশ-কম্পিউটার দেখবার অনুমতি

পাওয়া গেল।

দুপুরের দিকে ওরা যা খুঁজছিল, পেয়ে গেল। আলবার্তো গেনযির একটা পুলিশ রেকর্ড আছে। অনেকদিন আগের ঘটনা, ছোটখাটো ডাকাতি করেছিল সে। আরও এক ঘণ্টা ছবি দেখবার পর তার ছবিও পাওয়া গেল। রানা মিউজিয়ামে এই লোককেই গুলি করেছিল।

একজন পুলিশ কর্মকর্তার সঙ্গে আলাপ করল সিলভিও, তারপর রানাকে জানাল, 'বেশ অনেকদিন হলো আলবার্তো গেনযির কোনও খোঁজ নেই। সে কোথায় আছে পুলিশ জানে না।'

'সিসিলিতে ছিল এটা জানি আমরা,' বলল রানা।

'তা জানি,' সায় দিল সিলভিও। পরক্ষণেই বলল, 'কিন্তু তাতে আমাদের কোনও লাভ হবে বলে মনে হয় না। সিসিলি বিরাট দ্বীপ। লোক-সংখ্যাও অনেক। মুখ খুলতে রাজি না তারা কারও কাছে। আলবার্তো গেনযির ব্যাপারে কিছু জানা আমাদের পক্ষে খুব কঠিন হবে।'

সিলভিওর কথা কতোটা ঠিক সেটা পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে জানে রানা। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল ওর। কনি ক্যাপ্রিও। লিওনার্দো বাতিস্তার প্রাক্তন রক্ষিতা। তার সঙ্গে মাফিয়াদের যোগাযোগ ছিল। গতকাল রাতে কনির সঙ্গে কথা হয়েছে ওর। অসম্ভব অত্যাচার করত তাকে বাতিস্তা, মেয়েটা এখন প্রতিশোধ নিতে চায়। নিজের নিরাপত্তা বিঘ্নিত না করে যে-কোনও সাহায্য করতে রাজি আছে সে।

রানা নিচু গলায় বলল, 'হয়তো এই রোমে বসেই আলবার্তো গেনযির খোঁজ পেয়ে যাব আমরা।'

পাঁচ

বিকেলের নাস্তা তৈরি করে ওর অপেক্ষায় ছিল নিনা আর কনি ক্যাপ্রিও, রানা সেফ হাউসে পৌঁছোতেই টেবিলে খাবার দেওয়া হলো। স্ক্যালোপিনি ফ্লোরেন্টাইন আর পনির উপচে পড়া মাংস এবং স্পিনিজ। তার আগে সামান্য স্প্যাগেটি। সেই সঙ্গে আরেক ধরনের সাদা পনির আর ফলমূল। ফু-চুং নাস্তা সেরে নিজের ঘরে বিশ্রাম নিচ্ছে।

নাস্তার ফাঁকে রানা বলল, 'কনি, আমি তোমাকে কিছু প্রশ্ন করব। কেন করব তার কারণ বলা সম্ভব নয়। তুমি যদি ঠিক ঠিক জবাব দাও তা হলে আমাদের অনেক উপকার হবে।'

আস্তে করে মাথা ঝাঁকাল মেয়েটা।

'আমি ভ্যাটিকানের ডাকাতির ব্যাপারে কিছু প্রশ্ন করব।'

চোখ বড় বড় করল কনি। 'ওই ব্যাপারে তো কেউ কিছু জানে না! সবাই অন্ধকারে আছে।'

'জানি,' বলল রানা, 'আমি ডাকাতি কারা করেছে তা জানতে চাইছি না। একজন লোকের ব্যাপারে জানতে চাই আমি।'

'নাম কী তার?'

'আলবার্তো গেনযি।'

কিছুক্ষণ চিন্তা করল কনি, তারপর মাথা নাড়ল। 'না, সেনিয়র রানা, ওই নামে কাউকে আমি চিনি না।' কী যেন ভাবল মেয়েটা, তারপর বলল, 'তবে একটা ফোন করতে পারি। তাতে হয়তো আপনার উপকার হবে।'

'কার কাছে?'

'এক মহিলা, তার কাছে রাজ্যের তথ্য পাবেন। বাতিস্তা তার ওখানে যেত।'

'বলে যাও।'

'পিয়াযা মন্তেসিতোরিওতে একটা পতিতালয় চালায় ওই মহিলা। রোমের অপরাধীদেরকে নিজের ভাইদের চেয়েও ভাল করে চেনে সে। সে হয়তো আপনার সঙ্গে কথা বলবে–টাকার বিনিময়ে।'

'টাকা খরচ করতে আমাদের কোনও আপত্তি নেই।'

'হ্যাঁ,' বলল সুসমি।

'একা যেতে হবে আপনাকে। তার পতিতালয়ের মেয়েরা ছাড়া অন্য মেয়েদের ওখানে ঢুকতে দেয় না সে।'

'আজ রাতে দেখা করা সম্ভব?'

'দেখতে হবে।' ফোনের কাছে চলে গেল কনি ক্যাপ্রিও, ডায়াল করে নিচু গলায় আলাপ শুরু করল। কয়েক মিনিট পর রিসিভার রেখে ফিরে এসে বসল রানার উল্টোদিকের চেয়ারে। 'কথা হয়েছে। আপনি যেতে পারেন। কাকে খুঁজছেন তা আমি বলিনি। মহিলা ভয় পায়, মাঝে-মধ্যে তার ফোনে আড়ি পাতে পুলিশ।'

'অনেক ধন্যবাদ, কনি,' বলল রানা। ঘড়ি দেখল। সন্ধ্যা

সাড়ে ছ'টা বাজে। 'আমি তা হলে রওনা হয়ে যাই।'

'আরেকটা ব্যাপার,' বলে উঠল কনি ক্যাপ্রিও।

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাইল রানা।

'মাদামের কাছে যাওয়ার আগে ওখানে একটা মেয়ের কাছে যেতে হবে আপনাকে। মাদাম ভিসেলিকে আমি বলেছি আপনি একটা মেয়ের কাছে যাবেন, তাকে পারিশ্রমিক দিয়ে প্রাপ্য বুঝে নেবেন, তারপর কথা বলবেন তার সঙ্গে। খদ্দের ছাড়া কারও কাছে তথ্য বিক্রি করে না সে।'

ঝট্ করে রানার দিকে তাকাল নিনা সুসমি, কালো চোখ জোড়া জ্বলছে।

হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে, বলল, 'তুমি রেগে যাচ্ছ কেন? আমি হয়তো ব্যাপারটা এড়িয়ে যাব।'

'মাদাম ভিসেলির সঙ্গে চালাকি করতে যাবেন না, সেনিয়র রানা,' সাবধান করবার সুরে বলল কনি। 'পস্তাতে হবে তা হলে আপনাকে। ভয় পাবেন না, মাদাম ভিসেলি তার মেয়েদের সুস্থতা প্রতি সপ্তাহে ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা করায়।'

'খবরদার, মাসুদ রানা!' নিচু গলায় বলল নিনা। ওর মুখটা লালচে দেখাচ্ছে। 'নোংরামি করলে এই ফ্ল্যাটে তোমাকে কিন্তু থাকতে দেব না আমি।'

জবাব দিল না রানা, একবার ভাবল, নিনার চোখ ছলছল করতে দেখাটা কি ওর ভুল? মুচকি হেসে বেরিয়ে পড়ল রানা ফ্ল্যাট থেকে।

পিয়াযা মন্তেসিতোরিওতে ট্যাক্সি নিয়ে পৌঁছুল রানা। জায়গাটা

শহরের একটা ঘিঞ্জি এলাকা। রাতে কেউ হাঁটতে বের হবে তেমন এলাকা নয় মোটেই। মাদাম ভিসেলির বাড়িটা অত্যন্ত পুরোনো, দেখলে মনে হয় ধসে পড়বে যে-কোনও সময়ে। বাড়ির প্রত্যেকটি জানালায় আলো জ্বলছে, তবে একতলার জানালাগুলোর কাঠের শাটার বন্ধ করা। ওগুলোর সরু ফাঁক দিয়ে হলদে আলো বের হচ্ছে।

বাড়ির ভিতরে যাওয়ার সিঁড়িতে পা রেখে পাশের একটা দরজায় এক লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল রানা। ওর দিকে তাকিয়ে নেই লোকটা, তারপরও সতর্ক হওয়ার প্রয়োজনীয়তা বোধ করল ও। হালকা গড়নের এক মেয়ে দরজা খুলে দিল ওকে। সামনেই বিরাট সিটিং রুমে অপেক্ষায় আছে বেশ কয়েকজন কাস্টোমার, উপস্থিত মেয়েদের সঙ্গে রঙ্গ-তামাশা করছে। ঘরটার বাইরের করিডরে রানাকে দাঁড় করানো হলো।

মধ্যবয়স্কা এক মহিলা এগিয়ে এলো ওর দিকে।

'মাদাম ভিসেলি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

কর্কশ স্বরে হাসল মহিলা। 'না। আমি মাদামের সহকারিণী। মেয়ে চাই আপনার?'

কনি ক্যাপ্রিওর কথা মনে পড়ল রানার। আস্তে করে মাথা ঝাঁকাল ও। 'হ্যাঁ।'

সিটিং রুমে ঢুকতেই বেশ কয়েকজন মেয়ে তাকাল ওদের দিকে। তরুণী এক স্বর্ণকেশী এগিয়ে এলো কোমর দুলিয়ে। কালো একটা শর্ট স্লিপ পরেছে সে, উরু আর স্তন ঢাকতে পারেনি ওটা। মেয়েটার বয়স বড়জোর আঠারো। গোল মুখ থেকে এখনও সরলতা আর নিষ্পাপ ভাবটা বিদায় নেয়নি। ইতালিয়ানে কথা

বলল সে, জানতে চাইল সে রানার মনোরঞ্জন করতে পারবে কি না। একজন হলেই হয়, কাজেই আস্তে করে মাথা দোলাল রানা।

হাসল মেয়েটা, রানার কনুই ধরে দখল করল ওকে। মাদাম ভিসেলির সহকারিণী বিদায় নিয়ে চলে গেল। মেয়েটা জানতে চাইল তার ঘরে যাবার আগে রানা একটা ড্রিঙ্ক নেবে কি না।

'না,' বলল রানা, 'তোমার ঘরে চলো।'

'তোমার বুঝি খুব প্রয়োজন আমাকে?' জোর করে ঠোঁটে টেনে আনা হাসি হাসল তরুণী, রানার মনে হলো অন্তরে সে কাঁদছে।

রানাকে পথ দেখিয়ে সিঁড়ির কাছে নিয়ে এলো সে। দোতলায় উঠল ওরা। ঘরের দরজা বন্ধ হতেই কাপড় খুলতে শুরু করল মেয়েটা। 'তুমি তো বিদেশি, তা-ই না, সেনিয়র? আগেও অনেক বিদেশিকে আনন্দ দিয়েছি আমি। ভাল কথা, সেনিয়র, আমার নাম লিমা। লিমা সুয়ানা।'

হাত তুলল রানা। 'লিমা, শোনো, কাপড় খুলতে হবে না। শরীরটা হঠাৎ খারাপ লাগছে আমার। মনে হচ্ছে মাথা ঘুরে পড়ে যাব।' বিছানার কিনারায় বসল রানা।

উদ্বেগের ছাপ পড়ল তরুণীর নিষ্পাপ চেহারায়, এগিয়ে এলো সে। 'তা হলে শোও, সেনিয়র, আমি তোমার কপাল টিপে দিই।'

অদ্ভুত নরম শোনাল রানার গলা, 'লাগবে না, লিমা, তুমি বরং ওখানে চেয়ারে বসে আমাকে শোনাও কী করে এই পেশায় এলে। আমি আর্টিস্ট, শরীরটা একটু ভাল ঠেকলেই তোমার মুখের একটা ছবি আঁকব।'

অবাক হয়ে রানার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল লিমা,

তারপর বসল চেয়ারে। চোখে জল টলটল করছে। একটু ফুঁপিয়ে উঠে বলল, 'কেউ কখনও জানতে চায়নি, সেনিয়র। তুমি আর সবার চেয়ে আলাদা।'

'কী রকম আলাদা?' আলাপ চালিয়ে যাবার জন্য জিজ্ঞেস করল রানা। খানিকটা সময় ওকে এখানে পার করতেই হবে। যদ্দেশে যদাচার। পকেট থেকে একটা কাগজ আর কলম বের করে চোখের সামনে ধরল। মাঝেমধ্যে লিমার দিকে তাকাচ্ছে আর কলম চালাচ্ছে। ধীরে ধীরে আকৃতি নিচ্ছে বেলুনের মতো একটা কিছু।

'তোমার চোখে লোভ নেই। তোমার মিথ্যে আমি ধরতে পেরেছি, সেনিয়র। আসলে শরীর খারাপ না তোমার, তুমি অসহায় কোনও দেহপসারিণীকে ভোগ করবার মানুষ নও। যা টাকা দিয়ে কেনা যায় না তুমি সেই সত্যিকার ভালবাসার কাঙাল। আর তোমাকে পবিত্র ভালবাসা দেবার অধিকার বা সাহস কোনটাই আমার নেই।'

রানার অনুরোধে নিজের অতীত বলতে শুরু করল লিমা। সেই একই কাহিনী। গ্রাম বাংলার চেয়ে ইতালির কাহিনী মোটেই আলাদা নয়। গ্রামের এক চঞ্চল নিষ্পাপ তরুণী অন্তর ঢেলে দিয়ে ভালবাসল পাশের গ্রামের এক প্রভাবশালী লোকের যুবক পুত্রকে। একদিন যুবক তাকে বিয়ে করবে বলে গোপনে নিয়ে এলো শহরে, তারপর এবাড়িতে এনে কয়েকজন মহিলার হাতে তুলে দিয়ে উধাও হয়ে গেল। আর ফিরল না যুবক। দেহ দিতে রাজি না হওয়ায় লিমার উপর শুরু হলো অকথ্য অত্যাচার। এক সময় হার মানল সে, নিজেকে বিকিয়ে দিল একদল জানোয়ারের

হাতে। পরিণত হলো দেহপসারিণীতে। এবাড়ি থেকে বের হতে দেওয়া হয় না ওকে। যদি বের হতে পারতও, তবু এখন আর গ্রামে যাবার মুখ নেই ওর, ইতালির গোঁড়া রোমান ক্যাথলিক সমাজ মেনে নেবে না ওকে কিছুতেই। লিমা ধরেই নিয়েছে যে, বাকি জীবন এই পঙ্কিল পরিবেশেই কাটাতে হবে ওকে'।

ঘড়ি দেখল রানা। পনেরো মিনিট পার হয়েছে। উঠে দাঁড়াল ও, কাগজটা ভাঁজ করে পকেটে পুরল।

'ছবিটা একবার দেখাবে না?' জিজ্ঞেস করল লিমা।

'ভাল হয়নি আঁকাটা, এর ওপরে আরও অনেক কাজ করতে হবে,' বলে লিরার একটা বান্ডিল বের করে দিল ও লিমাকে, তারপর বলল, 'মাদাম জিজ্ঞেস করলে বোলো আমি তোমার কাছে এসেছিলাম।'

টাকার অংকটা দেখে লিমার দৃষ্টিতে অবাক বিস্ময় ফুটে উঠল। যা দেওয়া স্বাভাবিক তার অন্তত দশগুণ দিয়েছে ওকে সুদর্শন আর্টিস্ট।

পিছন ফিরে দরজা খুলে বেরিয়ে এলো রানা।

'সন্তুষ্ট?' নীচে নামতেই এগিয়ে এসে ওকে জিজ্ঞেস করল মাদাম ভিসেলির সহকারিণী রোনা।

'পুরোপুরি,' ম্লান হাসল রানা।

'আসুন আমার সঙ্গে।' ওকে পথ দেখিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল মধ্যবয়স্কা মহিলা। তৃতীয় তলায় উঠে এলো ওরা, করিডরের শেষ ঘরের দরজার সামনে থামল মহিলা, টোকা দিল দরজায়।

'এসো,' মোটা একটা কণ্ঠস্বর শুনতে পেল রানা ভিতর থেকে।

ঢুকল ওরা। ঘরে অনেকগুলো লাল আর নীল ডিম লাইট জ্বলছে। বাতাসে সুগন্ধীর ভারী সুবাস, শ্বাস আটকে আসতে চায়। পুরু কার্পেট দেওয়া মেঝের আরেক প্রান্তে একটা নিচু সোফায় সিল্কের পোশাক মুড়িয়ে আধবসা হয়ে আছে রানার দেখা দুনিয়ার সবচেয়ে মোটা মহিলা। অন্তত সত্তর হবে তার বয়স। পুরু প্রসাধন চর্চিত থলথলে মুখ, জায়গায় জায়গায় চামড়া কুঁচকে গেছে। প্রথমে দেখলে মনে হয় আদ্যিকালের কোনও সাদা-কালো সিনেমার চরিত্র, তারপর ভুলটা ভাঙে। চোখের নীচের থলে আকৃতির ঢোপলা দুটোয় কালচে রং লাগিয়েছে সে, চোখের পাতায় গাঢ় নীল। ফোলা আর কোঁচকানো দু'গালে লাল রুজ। আকৃতিহীন সরু ঠোঁটে বাদামী লিপস্টিক। এসবের উপরে মাথায় একটা কমলা রঙের উইগ পরে আছে সে। পোশাক থেকে বের হওয়া হাত দুটোর চামড়া আলাদা হয়ে ঝুলঝুল করছে মাংস থেকে। মোটা মোটা আঙুলে অন্তত দশ-বারোটা আংটি।

'আপনিই সেনিয়র রানা?' কর্কশ খসখসে গলায় জিজ্ঞেস করল আটার বস্তা।

'হ্যাঁ, মাদাম,' জবাব দিল রানা।

মাদামের সহকারিণী একটা কাঠের চেয়ার সোফার সামনে রেখে রানাকে ওটায় বসতে ইশারা করল। ফিসফিস করে বলল, 'সুগন্ধীর ব্যবহারটা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন, সেনিয়র। মাদামের শরীরে আজকাল বাজে গন্ধ হয় বলে ঘরে সুগন্ধী দেন উনি।'

আস্তে করে মাথা ঝাঁকিয়ে চেয়ারে বসল রানা।

'ফিসফিস করতে হবে না,' কর্কশ গলাটা ছাড়ল মাদাম

ভিসেলি। 'তুমি এবার যেতে পারো, রেনা।'

'জী, মাদাম,' বলে ঘর ছেড়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল মধ্যবয়স্কা মহিলা।

আপনি দেখতে দারুণ, সেনিয়র,' রানা ইতালিয়ান বোঝে না ধরে নিয়ে ইংরেজিতে বলল মাদাম ভিসেলি। 'উইগটা খুলে রাখলে আপনি কিছু মনে করবেন? বেশিক্ষণ মাথায় রাখলে খুব গরম লাগে।'

'কিচ্ছু মনে করব না,' বলল রানা।

ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বসল মাদামের, টান দিয়ে উইগটা খুলে ফেলল সে। রানা দেখতে পেল মাদামের মাথায় চুল প্রায় নেই বললেই চলে। এখানে ওখানে ক'গাছি ধূসর চুল নানাদিকে হেলে আছে, ভিতরে ভিতরে চকচকে সাদা টাক। উইগটা পরা অবস্থায় রানার মনে হয়েছিল দুনিয়ায় ওর দেখা সবচেয়ে অদ্ভুত মহিলাকে দেখছে, উইগটা খুলে ফেলায় মনে হলো ওর সামনে বসে আছে বয়স্কা এক মোটা মেয়েমানুষের ক্যারিকেচার।

'শুনলাম তথ্যের জন্যে এসেছেন,' পুরুষালী খসখসে কণ্ঠে বলল মাদাম। কথা বলতে গিয়ে ইতিমধ্যেই হাঁপাতে শুরু করেছে সে।

'ঠিকই শুনেছেন, মাদাম।'

'আমাকে পলি বলে ডাকবেন।'

'পলি?' চেহারার সঙ্গে নামটা এতোই বেমানান যে রানা কণ্ঠ থেকে বিস্ময় লুকাতে পারল না।

'আমার বাবা ছিল ব্রিটিশ নাবিক। আমার ইতালিয়ান মায়ের শত আপত্তি সত্ত্বেও পলি নামটাই আমার খ্রিস্টান নাম হিসেবে

রেখেছিল সে।' রং মাখানো সরু ঠোঁট মুড়ে হাসল মাদাম। 'বিশ্বাস করবেন, একসময় আমি ছিলাম খুব সুন্দরী এক তরুণী?'

'কেন বিশ্বাস করব না,' এবার গলা থেকে অবিশ্বাসের সুরটা লুকাতে পারল রানা।

'আমার বয়স যখন সতেরো, ভেনেশিয়ার সম্ভ্রান্ত ঘরের সন্তানরা আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল,' খড়খড় করে উঠল মাদামের কণ্ঠ। 'আমি পাত্তা দিইনি। সাধারণ গৃহবধু হয়ে জীবন কাটানোর চেয়ে অনেক বেশি কিছু চেয়েছিলাম আমি।'

চুপ করে অপেক্ষা করছে রানা, বুঝতে পারছে না কী বলা উচিত।

'তারপর যখন এই বাড়িটা কিনলাম, তখন ইউরোপের অত্যন্ত ক্ষমতাশালী লোকদের এখানে আনন্দ দিয়েছি আমি, সেনিয়র রানা। আমার মেয়েরা রাজনৈতিক নেতা আর সম্ভ্রান্ত লোকদের আনন্দ দান করেছে। এক মন্ত্রীর নাম তো ইতালিতে মশহুর হয়ে আছে। ওই লোক কখনও মেয়েদের ব্যবহার করত না, তাদের উলঙ্গ করে সামনে দাঁড় করিয়ে স্বমেহন করত। কেউ জানে না মানুষের মনে কী আছে।'

কথা বলতে গিয়ে ফোঁস ফোঁস করে শ্বাস ফেলছে মাদাম ভিসেলি। 'পরবর্তী সময়ে,' কষ্টেসৃষ্টে বলে চলল সে, 'আন্ডারওয়ার্ল্ডের অনেকে এখানে এসেছে। মাফিয়োসি আর অন্যান্যরা। সবাইকে আমি চিনি, মিস্টার রানা। তাদের অনেকে আমাকে অনেক কথাই বলেছে। কিন্তু আমি যাকে পছন্দ করি কখনো তার ব্যাপারে কোনও তথ্য কাউকে দিইনি।'

ঘরের সুগন্ধী ছাপিয়ে বোটকা একটা গন্ধে রানার শ্বাস আটকে

আসতে চাইছে। ওর সামনে কথা বলে চলেছে চুপসানো বেলুনের মতো আধ ফোলানো চেহারার মহিলা। 'আপনি এসেছেন একজন লোক সম্বন্ধে জানতে।'

'হ্যাঁ।'

'তার নাম?'

'আলবার্তো গেনযি।'

রানাকে ভেদ করে মাদামের দৃষ্টি সুদূরে হারিয়ে গেল বেশ খানিকক্ষণের জন্য, তারপর রানার মুখের উপর স্থির হলো আবার। 'চিনি তাকে।'

'বলতে পারবেন তাকে কোথায় পাওয়া যাবে?'

'সম্ভবত পারব। তবে তথ্যের জন্যে উপযুক্ত টাকা দিতে হবে।'

'টাকা দিতে আমার আপত্তি নেই।'

'আশি হাজার লিরা?'

সামান্য দ্বিধায় ভুগল রানা। আশি হাজার লিরা অনেক টাকা। মহিলা কতোটা কী জরুরি তথ্য দিতে পারবে কে জানে। তবে দ্বিধা কাটিয়েও উঠল। মাদাম ভিসেলির সঙ্গে দরদাম করলে কাজ হবে না।

'ঠিক আছে।'

'আপনার সঙ্গে ওই পরিমাণ লিরা আছে?'

পকেটে হাত ভরে লিরার একটা প্যাকেট বের করল রানা। আশি হাজার গুনে মাদামের হাতে দিল। মাদাম আবার গুনে দেখল। কাজটা সেরে একটা নোট নিয়ে চোখের সামনে ধরে জলছাপ পরীক্ষা করল।

'সন্তুষ্ট?' জিজ্ঞেস করল অধৈর্য রানা।

'আমার যা ব্যবসা তাতে সতর্ক না হয়ে উপায় নেই, সেনিয়র রানা। তবে আপনার লিরা ঠিকই আছে। কাজেই আলবার্তো গেনযি সম্বন্ধে যা জানি তা আপনাকে বলতে কোনও আপত্তি নেই আমার।'

লিরার বান্ডিল নিজের সামনের কারুকাজ করা এশিয়ান টেবিলে রাখল মাদাম, থলথলে হাতের মাংস দুলে দুলে উঠল তার। টেবিলের উপর থেকে ইন্টারকমের রিসিভার কানে তুলল।

'লিমা, তোমার ঘরে মাসুদ রানা নামে কেউ গিয়েছিল?...টাকা দিয়েছে?...বিছানায় কেমন?...আচ্ছা, ঠিক আছে।'

রানার দিকে ফিরল মাদাম পলি।

'আলবার্তো এখানে মাঝে-মধ্যে আসত। চতুর ডাকাত একটা। আমার মেয়েদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করত। জেলে ছিল কিছুদিন। রোমেই জীবনের বেশিরভাগ সময় কাটিয়েছে সে, তবে মাঝে-মাঝে কয়েক বছরের জন্যে উধাও হয়ে গেছে রোম ছেড়ে। নেপলসে ছিল কিছুদিন। ওখানে পতিতাবৃত্তি আর ড্রাগের ব্যবসার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। তারপর এই কিছুদিন হলো রোমে ফিরেছে আবার, মাফিয়া ডন লিওনার্দো বাতিস্তার কাজ নিয়েছে। নামটা পরিচিত লাগছে?'

'না।' নির্বিকার চেহারায় মিথ্যে বলল রানা।

'রোমের সব ক'জন পুলিশ তার নাম জানে, সেনিয়র রানা। বিরাট বড়লোক এই লিওনার্দো বাতিস্তা, মাফিয়াসোদের সবচেয়ে বড় নেতা। নানা ধরনের ব্যবসা আছে তার। শিপিং কম্পানি থেকে শুরু করে রিয়েল এস্টেট ব্যবসা, কোনটাই বাদ নেই। কিছু

আইনী ব্যবসার আড়ালে সে আসলে অপরাধ জগতের মাথা। ড্রাগ আর অন্যান্য বেআইনী ব্যবসার পরিচালক। সন্দেহ করা হয় তার হাত সামরিক বাহিনী পর্যন্ত লম্বা। পুলিশের অনেকেই তার হুকুমের চাকর। এই লিওনার্দো বাতিস্তার বডিগার্ড হিসেবেই কাজে যোগ দিয়েছে আলবার্তো গেনযি।'

'লিওনার্দো বাতিস্তা কি রোমেই বাস করে?' এ পর্যন্ত কোনও জরুরি তথ্য পায়নি রানা।

'অনেক বাড়ি আছে তার,' কর্কশ গলায় বলল মাদাম। 'রোমে অনেকগুলো অ্যাপার্টমেন্ট আর ম্যানশন আছে, কিন্তু তাকে সেগুলোয় বেশি একটা দেখা যায় না। ক্যাপ্রিতে একটা হোটেল আছে তার, সেখানে একটা সুইট ব্যবহার করে সে মাঝে মাঝে। বিশেষ করে বছরের এসময়টা ক্যাপ্রিতেই থাকে সে সাধারণত।' একটা অ্যাটোমাইযার তুলে নিয়ে নিজের চারপাশে সুগন্ধী স্প্রে করল মাদাম। বিন্দু বিন্দু তরল মাদামের ক'গাছি চুলে পড়ে মৃদু আলোয় চিকচিক করছে। নাকের পাটা ফুলিয়ে শ্বাস নিল মাদাম, তারপর বেদম কাশতে শুরু করল।

কাশি থামলে রানা জিজ্ঞেস করল, 'আপনার ধারণা ক্যাপ্রির হোটেলে আলবার্তো গেনযি আর লিওনার্দো বাতিস্তাকে পাওয়া যাবে এখন?'

'হ্যাঁ, সেনিয়র রানা। হোটেলটার নাম সিযার অগাস্টাস। দ্বীপের সবচেয়ে নামকরা হোটেল।'

'বাতিস্তার কাছ থেকে আমার কিছু ব্যবসায়িক তথ্য দরকার,' বলল রানা। 'কোথায় লোকটা গোপন তথ্য রাখতে পারে সে সম্বন্ধে আপনার কোনও ধারণা আছে?'

চিন্তিত চেহারায় রানাকে দেখল মাদাম। 'আশি হাজারের তুলনায় অনেক বেশি তথ্য জানতে চাইছেন আপনি। আরও এক লাখ লিরা পেলে হয়তো চিন্তা করে দেখব মুখ খোলা যায় কি না।'

'পকেট থেকে বান্ডিল বের করে দিল রানা। এবার আর গুনল না মাদাম।

'আমার এক মেয়ের কাছে নিয়মিত আসত বাতিস্তার এক বডিগার্ড। মদ খেলেই বকবক করত সে। তার ধারণা ছিল যতো বেশি খবর দিতে পারবে ততো বেশি দাম পাবে সে মেয়েটার কাছে। তার দেয়া তথ্য অনুযায়ী লিওনার্দো বাতিস্তা তার সবক'টা বাড়িতেই নিজস্ব কম্পিউটারে ব্যবসার তথ্য রাখে। তবে ওসব বাড়িতে ঢুকতে পারবেন না আপনি, সিকিউরিটি অত্যন্ত কড়া।'

'তথ্যটার জন্যে ধন্যবাদ।' উঠবে কি না ভাবল রানা। সম্ভবত ক্যাপ্রিতেই পাওয়া যাবে জরুরি তথ্য।

'আমি সবসময় লোকের টাকার অংক বুঝে তথ্য দিই,' খকখক করে কাশল মাদাম। 'আর যখন খুশি আসতে পারেন আপনি। আপনাকে আমার পছন্দ হয়েছে।'

'ধন্যবাদ,' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রানা।

ঘর ছেড়ে করিডরে এসে প্রাণ ভরে তাজা বাতাস বুকে টানল ও, তারপর নীচে নেমে বেরিয়ে এলো অভিশপ্ত বাড়িটা থেকে। রাস্তার হাওয়া আগে কখনও এতো মিষ্টি মনে হয়নি ওর। ঘড়ি দেখল, রাত সাড়ে আটটা বাজে।

মাদামের সহকারিণী রোনা বলে দিয়েছে দু'ব্লক হাঁটলেই সামনের রাস্তায় ট্যাক্সি পেয়ে যাবে ও। নির্জন রাস্তা ধরে হেঁটে

এগিয়ে চলল রানা, সতর্ক। রাতটা বড় বেশি শান্ত। দ্বিতীয় ব্লকের কাছে পৌঁছেই পিছনে পায়ের আওয়াজ পেল ও। ঘাড় ফিরিয়ে দু'জন লোককে দ্রুত পায়ে এগিয়ে আসতে দেখল। এবার সামনেও পায়ের আওয়াজ শোনা গেল। সামনে থেকেও আসছে দু'জন। মাঝখানে পড়ে গেছে ও। লোকগুলোর উদ্দেশ্য কী তা জানা নেই যদিও, তবে ভাল কোনও মতলব নিয়ে যে আসছে না এটা পরিষ্কার। এক পাশের দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল রানা, হাত চলে গেছে শোল্ডার হোলস্টারের কাছে। ঠিক তখনই মনে পড়ল ওয়ালথার আর স্টিলেটো আসবার সময় চাইনিজ সেফহাউসে ওর ঘরে রেখেছে এসেছে।

কাছাকাছি আসতেই গতি কমাল লোকগুলো, তারপর ওর সামনে থামল, সামনে আর দু'পাশ থেকে ঘিরে দাঁড়াল ওকে। একজনকে রাস্তার আলোয় চিনতে পারল রানা, মাদাম ভিসেলির বাড়িতে একে দেখেছে ও। আমেরিকান লোকটা আড়চোখে ওকে দেখছিল।

'মাইক্রোফিল্মটা কোথায়?' আমেরিকান টানের ইংরেজিতে কর্কশ স্বরে জিজ্ঞেস করল লোকটা। তার মুখে বসন্তের দাগ।

'জানি না।' প্রত্যেককে দেখে নিচ্ছে রানা। চট করে বুঝতে পারল ফিল্মগুলো লিওনার্দো বাতিস্তা আমেরিকানদের হাতে তুলে দেয়নি এখনও, তার অন্য কোনও প্ল্যান আছে।

'যা জিজ্ঞেস করছি তার উত্তর দাও।'

'সত্যিই আমি জানি না। রাস্তা ছাড়ো!'

'আগে যা জানতে চাইছি তার জবাব দাও। কোথায় ওটা? কোথায় লুকিয়েছ?'

রানা জবাব দেবার আগেই বসন্তের দাগওয়ালা লোকটার পাশ থেকে ঘুসি ছুঁড়ল গণ্ডার আকৃতির লোকটা। পেটে ঘুসি খেল রানা, কুঁজো হয়ে গেল। হুশ করে বেরিয়ে গেল দম। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। চুলের মুঠি ধরে ওকে সোজা করে দাঁড় করাল গণ্ডার। দু'জন চলে গেছে ওর পিছনে, দু'হাত ভাঁজ করে শক্ত ভাবে পিঠের সঙ্গে ঠেসে ধরেছে। মুখে বসন্তের দাগওয়ালা লোকটা রানার সামনে দাঁড়াল।

'মাইক্রোফিল্মটা কোথায়?'

'আগেই বলেছি...'

বুকে ঘুসি খেয়ে থেমে গেল রানা। আরেকটা ঘুসি লাগল ওর চোয়ালে। টের পেল, গালের চামড়া ফেটে গেছে। রক্ত নামল চোয়াল বেয়ে।

'মুখ ছোটাও বাঁচতে চাইলে,' বলল বসন্ত রোগী। 'কোথায়? মাইক্রোফিল্মটা কই?'

'বলছি।' শ্বাস নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছে রানা, শক্তি ফিরে পাচ্ছে। গণ্ডার একটা স্টিলেটো বের করে ওর ডান চোখের ছয় ইঞ্চি দূরে ধরেছে। কিছু করতে হলে অত্যন্ত সাবধানে করতে হবে ওকে।

'আসলে আমি ওটা...' থেমে থেমে বলল রানা। একই সঙ্গে ডান পা সরাল। ওটা এখন আছে দু'পা ফাঁক করে দাঁড়ানো বসন্ত রোগীর অণ্ডকোষ বরাবর।

'বলে ফেলো চাঁদু, নইলে কী হবে জানো? একটা একটা করে চোখ উপড়ে আনা হবে তোমার।' নিচু স্বরে হুমকি দিল গণ্ডার, স্টিলেটো নাচাচ্ছে। 'জলদি!'

পিছনের দু'জন রানার হাত আগের চেয়ে ঢিলে ভাবে ধরে আছে। 'না বলে আর উপায় নেই,' নড়বার জন্য তৈরি হয়ে গেছে রানা। 'ওটা আমি ভ্যাটিকানে মিউজিয়ামে রেখেছিলাম। ডাকাতি হয়ে গেছে ওটা।'

'ডন বাতিস্তার কাছে আছে বলতে চাও?' স্পষ্ট অবিশ্বাস ঝরল গণ্ডারের কণ্ঠে।

পিছনের লোক দু'জনের অসতর্কতার সুযোগে তাদের নিয়ে এক পা সামনে বাড়ল রানা, ডান হাঁটু দিয়ে গুঁতো মেরে বসল বসন্তের দাগওয়ালা লোকটার অণ্ডকোষে। ঘোঁৎ আওয়াজ করে কাত হয়ে পড়ে যেতে শুরু করল লোকটা, জ্ঞান হারিয়েছে। একই সঙ্গে শরীর মুচড়ে হাত ছুটিয়ে নিল রানা, ওর ডানহাতি ঘুসি লাগল গণ্ডারের বাম চোখে। ঠং করে স্টিলেটো পড়ে গেল লোকটার হাত থেকে উহ্ বলেই চোখ চেপে ধরে বসে পড়ল লোকটা, পরক্ষণে বুকে রানার শক্ত সোলের জুতোর লাথি খেয়ে চিত হয়ে পড়ে গেল রাস্তায়।

ঝট করে ঘুরল রানা, পিছনের লোক দু'জনের একজনের ঘুসি এড়িয়ে গেল মাথা কাত করে। লোকটা সামনে বাড়তেই কারাতের চপ ঝাড়ল ও ঘাড়ের পাশে। অস্ফুট একটা আওয়াজ ছেড়ে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেল লোকটা। চতুর্থ লোকটা লাথি ছুঁড়েছে রানার পেট লক্ষ্য করে। সেটা এড়িয়ে গেল রানা এক পাশে সরে, পরক্ষণে পা-টা ধরে গায়ের জোরে মোচড় দিল। হাঁটুর কাছে মড়াৎ করে ভেঙে গেল শিন বোন। বিকট এক চিৎকার বেরিয়ে এলো লোকটার কণ্ঠ চিরে। ততোক্ষণে সামলে উঠেছে গণ্ডার, রানার পিঠে কষে ঘুসি মারল। আরেকটা ঘুসি খেল

রানা মাথার পিছনে। আঘাতের প্রচণ্ডতায় হাঁটু মুড়ে বসে পড়তে হলো ওকে। রানার চুল মুঠি করে ধরে দাঁড় করাতে চেষ্টা করল গণ্ডার। না পেরে চুল ছেড়ে পিছিয়ে গিয়ে লাথি মারল রানার গালে। খানিটা পিছলে গেল লাথিটা। ঠোঁটে রক্তের স্বাদ পেল রানা। সিধে হয়ে দাঁড়াল ও, তারপর সাভাতে কিক্ মারল গণ্ডারের বুকে। কয়েক পা পিছিয়ে গেল গণ্ডার। দুই অজ্ঞান সঙ্গী আর পা ভাঙা সহকারীকে দেখল সে এক পলক, তারপর সামনে বেড়ে উবু হয়ে স্টিলেটো তুলে নিতে চেষ্টা করল। খুন চেপে গেছে তার মাথায়।

তার বাড়ানো হাতের উপর সজোরে পা নামিয়ে আনল রানা। লোকটার কানের উপর ঘুসি মারল গায়ের জোরে। থ্যাচ করে আওয়াজ হলো কান থেঁতলে যাওয়ার। জ্ঞান হারিয়ে ঢলে পড়ল গণ্ডার। এবার পা ভেঙে পড়ে থাকা লোকটার পেটে কষে একটা লাথি মারল রানা। কুঁকড়ে গেল লোকটা।

চার জনকেই সার্চ করল ও। মানিব্যাগে খুচরো টাকা ছাড়া আর কিছু নেই। কারও নাম জানা গেল না। গলির মধ্যে চারজন লোক ওকে ঘিরে ধরে জিজ্ঞেসাবাদ করতে চেয়েছে। তার পর সম্ভবত খুন করা হতো ওকে। ক্লাসিকাল সিআইএ ইন্টারোগেটিং প্যাটার্ন।

এরা কি জানে ডন বাতিস্তার ব্যাপারে খোঁজ খবর করছে ও? জানবে এখন, তিক্ত মনে ভাবল রানা। ধরে ফেলবে মাইক্রোফিল্ম বাতিস্তার কাছে আছে। অন্তত সন্দেহ তো করবেই। মাদাম বা মাদামের সহকারিণী হয়তো এদের কাছে মুখ খুলেছে। জিনিসটা বাতিস্তার কাছে আছে জানবার পর কী ঘটবে? বাতিস্তাকে খুন

করে জিনিসটা হাতিয়ে নেবে আমেরিকানরা?

হাঁটতে শুরু করল রানা। ওর মনে হচ্ছে মাথাটা ছিঁড়ে পড়ে যাবে। হাতের উল্টোপিঠে মুখের রক্ত মুছল। আরও একশো গজ সামনে বুলেভার্ড, ওখানে ট্যাক্সি পাবে ও।

একটু অপেক্ষা করতেই পাওয়া গেল ট্যাক্সি। ড্রাইভার ওর মুখের অবস্থা দেখে বিস্ময় প্রকাশ করল। তাকে ও জানাল ছিনতাইকারী ধরেছিল। ড্রাইভারকে একটা রাস্তার নাম বলে পিছনের সিটে হেলান দিয়ে বসল ও।

দ্রুত ছুটল ট্যাক্সি। ড্রাইভার যতো দ্রুত সম্ভব ওকে গন্তব্যে নামিয়ে দিতে চাইছে।

চাইনিজ সেফ হাউসের আধ মাইল আগে নেমে গেল রানা, তারপর এ-গলি সে-গলি ঘুরে পৌঁছুল সেফ হাউসের কাছে।

সেফ হাউসে পৌঁছে লিফটে করে উপরের ফ্ল্যাটে চলে এলো ও। কলিং বেল বাজাতেই দরজা খুলল সুসমি। রানার বিধ্বস্ত চেহারা দেখে চট করে ওর কাঁধ ধরে ফেলল।

'কী হয়েছে, রানা?' উদ্বিগ্ন শোনাল তার কণ্ঠ। দরজা বন্ধ করে দিয়েই গরম পানি, ব্যান্ডএইড আর ওষুধ আনতে ছুটল সে।

ডেস্কের উপর দু'পা তুলে আয়েশ করে নাড়ছে ডন বাতিস্তা, কানে রিসিভার। 'না, মিস্টার হ্যারিসন, এটা আপনাদের অন্যায়। মাত্র পাঁচ মিলিয়ন ডলার? এ তো ফকিরকে দুপয়সা ভিক্ষা দেয়ার মতো হয়ে যাচ্ছে ব্যাপারটা। তা হলে কি আপনারা চান নিলাম ডাকি আমি?'

'কতো চান আপনি?' রাগী গলায় প্রশ্ন ছুঁড়ল ল্যাংলি থেকে

ভেসে আসা কণ্ঠটা।

'আপনি সিআইএ চিফ, জিনিসটার মূল্য নিশ্চয়ই আপনার অজানা নেই,' বলল বাতিস্তা নরম সুরে। 'বেশি চাইব না আমি, মাত্র একশো মিলিয়ন ডলার আমার সুইস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা করে দিন, ডিভাইসটা আমি দিয়ে দেব।'

'ওটা আসলেই কাজের জিনিস তার কোনও প্রমাণ নেই আমাদের হাতে,' রাগ চেপে বলল জর্জ হ্যারিসন। 'তা ছাড়া অনেক বেশি চাইছেন আপনি। নিশ্চয়ই জানেন ইচ্ছে করলেই আপনাকে খুন করে ওটা সংগ্রহ করতে পারি আমরা?'

'না, তা পারেন না,' আন্তরিক হাসল বাতিস্তা। 'অন্তত শ'খানেক আস্তানা আছে আমার। সবগুলোতে খুঁজতে গেলে যে ব্যাপক তৎপরতা প্রয়োজন তা শুরু করলে অন্যান্য দেশগুলোও কৌতূহলী হয়ে উঠবে। ব্রিটেন, রাশিয়া, ফ্রান্স—সবাই জানবে জিনিসটা কী। বাদ যাবে না ইন্ডিয়া আর পাকিস্তানও। তাদের সবার সঙ্গে তখন প্রতিযোগিতা করতে হবে আপনাদের। আর, আমাকে খুন করা হতে পারে এমন আভাস পেলে জিনিসটা আমি কয়েকটা কপি করে রেখে দেব। আপনারা একা তখন ওটা পাবেন না। কোনও বিশেষ গুরুত্ব থাকবে না তখন ওই ফিশন ইমপ্রুভিং ডিভাইসের।' একটু থামল বাতিস্তা, ওপ্রান্তে সিআইএ চিফের শ্বাস-প্রশ্বাসের ফোঁস-ফোঁস আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে। 'এক কাজ করতে পারি আমি। ডিভাইসটা কেমন কাজ দেয় সে-পরীক্ষা দিতে পারি। আপনারা তো মৌলবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছেন। বাংলাদেশে মৌলবাদীরা মাথাচাড়া দিচ্ছে, কাজেই ওখানে আমি বোমাটা ফাটাতে পারি। জানেন বোধহয়, ন্যাটো বেস থেকে

একটা নিউক্লিয়ার বোমা সরিয়েছি আমি? চট্টগ্রাম শহরে বোমাটা ফাটানো আমার জন্যে পানির মতো সহজ। আপনি কি বলেন? ওখানেই তা হলে হয়ে যাক ডিভাইসটার পরীক্ষা? যদি বোঝেন জিনিসটা কাজের তখন একশো মিলিয়ন ডলার দেবেন আপনারা আমাকে। আমি কি আমার বক্তব্য পরিষ্কার বোঝাতে পেরেছি, মিস্টার হ্যারিসন?'

'হ্যাঁ,' একটু থামল সিআইএ চিফ। 'আমি এব্যাপারে ওপর মহলে আলাপ করব। তারা যদি রাজি হয় তা হলে আপনাকে ফোনে জানাব। বেশিক্ষণ লাগবে না আমার, আপনি ফোনের কাছ থেকে সরবেন না।'

পনেরো মিনিট পর। ফোন বেজে উঠতেই ধরল বাতিস্তা। 'হ্যালো?'

'ডন বাতিস্তা?' ভেসে এলো সিআইএ চিফের কণ্ঠ। 'আমরা রাজি। আপনি প্রমাণ করুন ডিভাইসটা কাজ করে, আমরা আপনার সুইস ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টে একশো মিলিয়ন ডলার জমা দেব। তবে মনে রাখবেন, আমাদের সঙ্গে চালাকি করতে যাবেন না, তা হলে দুনিয়ার কোথাও গিয়ে বাঁচতে পারবেন না।'

'বিশ্বাসঘাতকতা আমার স্বভাবে নেই, মিস্টার হ্যারিসন,' বলল বাতিস্তা। 'কয়েক দিনের মধ্যেই প্রমাণ পেয়ে যাবেন ডিভাইসটা কতোটা কাজের।'

'তা হলে এই কথাই রইল,' ফোন রেখে দিল জর্জ হ্যারিসন।

'মাসুদ রানা,' রিসিভার রেখে বিড়বিড় করল বাতিস্তা, 'পারলে ঠেকাও আমাকে!' মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল, আমেরিকার কাছে একটা ফিল্ম বিক্রি করবে সে, নিলামে তুলবে অন্যটা।

ছয়

'আপনি ক্যাপ্রি যাচ্ছেন?' জিজ্ঞেস করল কনি। নিনা সুসমি রানার চিকিৎসা করবার পরে ফু-চুঙের সঙ্গে বসেছে রানা, তাকে জানিয়েছে কী জানতে পেরেছে ও, তারপর আলোচনা করতে বসেছে ওরা নিনা সুসমি আর কনির সাথে।

'হ্যাঁ, যাচ্ছি আমি।'

ক্রিং-ক্রিং করে ফোন বেজে উঠল। ধরল নিনা সুসমি। ওপ্রান্তের কথা শুনে মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল তার। রানাকে ইশারা করল, 'তোমার ফোন। ডন বাতিস্তা!'

নড়েচড়ে বসল কনি। রানা উঠল ফোন ধরতে। নিনা নিচু গলায় বলল, 'এই সেফ হাউস আর নিরাপদ নয়, সরে যেতে হবে এখান থেকে। এমনকী এটার গোপন ফোন নম্বরও জানে লোকটা!'

'হ্যালো, মাসুদ রানা,' রিসিভার কানে ঠেকিয়ে হ্যালো বলতেই ভরাট একটা কণ্ঠস্বর শুনতে পেল ও। 'অবাক হচ্ছ? হয়ো না। যে গর্তেই লুকাও, আমার চোখের আড়াল হতে পারবে না তুমি। শুনলাম আমাকে তুমি খুঁজছ? ভুল করছ, রানা। বিরাট বড় ভুল করছ। অনাকাঙ্ক্ষিত কেউ যদি আমাকে খোঁজে তা হলে

পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হয় তাকে।'

'ফিশন ইমপ্রুভিং ডিভাইসটা তুমি আমেরিকার কাছে বিক্রি করে দিয়েছ?' সরাসরি প্রশ্ন ছুঁড়ল রানা।

হাসল ডন বাতিস্তা। 'না, রানা, এখনও বিক্রি করিনি। আমি একশো মিলিয়ন ডলার চেয়েছি, কিন্তু উপযুক্ত মূল্য দিতে চাইছে না আমেরিকান সরকার। মাত্র পাঁচ মিলিয়ন ডলার সাধছিল। বলছে জিনিসটা সত্যি কাজের কি না সেটা পরীক্ষা না করে কিনবে না তারা। আর, রানা, নিশ্চয়ই জানো পরীক্ষা দেবার ক্ষমতা আমার আছে? একটা নিউক্লিয়ার বোমার মালিক আমি এখন, রানা। ফিশন ইমপ্রুভিং ডিভাইস ব্যবহার করার মতো টেকনিক্যাল ফ্যাসিলিটিযও আছে আমার। ঠিক করেছি মার্কিন সরকারকে আমি প্রমাণ দিয়ে দেখাব জিনিসটা কতোটা দরকার তাদের। ভাবছি, জনবহুল কোনও দেশে বোমাটা ফাটাব আমি। সেজন্যেই বলছিলাম, রানা, আমার পিছু ছাড়ো, নইলে কাঁদতে হবে তোমাকে। কেঁদে কূল পাবে না। এমনও হতে পারে বোমা ফাটাবার জন্যে আমি বাংলাদেশকেই বেছে নিতে পারি। ওখানে বোমাটার বিধ্বংসী ক্ষমতা ভাল ভাবে বোঝা যাবে, কি বলো?' ডন বাতিস্তার হাসি শুনতে পেল রানা। 'কেমন লাগবে তোমার, রানা, যদি পৃথিবীর মানচিত্র থেকে চট্টগ্রাম জেলার নামটা মুছে যায়? সিআইএর চিফ কিন্তু ধর্ম-সন্ত্রাস ও জঙ্গি মৌলবাদকে তোষণ করা হয়, এমন কোনও দেশে পরীক্ষার ফলাফল দেখতে আগ্রহী!'

'কুকুরের বাচ্চা,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'বাংলাদেশের ওপর আঘাত হানবার অনেক আগেই মারা যাবি তুই।'

ডন লিওনার্দো বাতিস্তার কণ্ঠে রাগের কোনও ছাপ নেই।

'অতোটা নিশ্চিত হয়ো না, মাসুদ রানা। আজকে সিআইএর কয়েকটা ষণ্ডার হাত থেকে ছাড়া পেয়ে মনে করেছ আমার সঙ্গে লাগতে এলে বাঁচবে? ভুল, রানা। ভুল। অপেক্ষা করতে থাকো। দেখো কী হয়। তোমাকে ছোট করে দেখি না বলেই আমার পিছু ছাড়তে বলছি। তবে জেনে রাখো, এক সময়ে তুমি হয়তো মাফিয়া ডনদের ভেতর আতঙ্ক সৃষ্টি করতে পেরেছিলে; এখন আর সেই দিন নেই। আমার ধারে-কাছে ঘেঁষবার অনেক আগেই খতম হয়ে যাবে তুমি। আচ্ছা, রানা, রাখি এখন। পরে হয়তো তোমাকে আমি জানাব ঠিক কোন্ দেশে, কবে বোমাটা ফাটাব আমি। টা-টা!'

খুট করে কেটে গেল কানেকশন। রানা সোফায় এসে বসল। নিনা সুসমি বিস্ময় প্রকাশ করল, 'লোকটা এবাড়ির ফোন নাম্বার পেল কী করে!'

'বাতিস্তার হাত অনেক লম্বা,' বলল কনি ক্যাপ্রিও। 'সরকারের সব স্তরেই তার লোক আছে। সেনিয়র রানা, সাবধান থাকবেন, ও কিন্তু ভয়ানক লোক। খুন-জখম তার কাছে ছেলেখেলা। বাতিস্তাকে আমি চিনি। অসম্ভব অত্যাচার করত সে আমার ওপর। শেষে সহ্য করতে না পেরে পালাই আমি। নতুন রক্ষিতার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েছিল বাতিস্তা, শুধু সেকারণেই এখনও আমি বেঁচে আছি।'

রানা জিজ্ঞেস করল, 'কতোদিন সম্পর্ক ছিল তোমার তার সঙ্গে?'

'কয়েক মাস। অনেক উপহার দিত লোকটা, কিন্তু অত্যাচারের শেষ ছিল না।'

'ক্যাপ্রিতে তার হোটেল আছে সেটা তুমি জানো?'

'জানি। ওখানে কিছুদিন আমাকে রেখেছিল বাতিস্তা।'

সিদ্ধান্ত নিল রানা। 'আমি ক্যাপ্রিতে যাচ্ছি, কাজেই তোমার কাছ থেকে কিছু তথ্য জানতে চাইব আমি। আমার আর নিনার সঙ্গে ইন্টারপোলের একজন অফিসারও যাবে।'

'পুলিশ?' ভ্রূ নাচাল কনি ক্যাপ্রিও।

'হ্যাঁ।'

এক মুহূর্ত নীরব থাকল কনি, তারপর বলল, 'ভ্যাটিকানের ডাকাতির সঙ্গে কি লিওনার্দো বাতিস্তা জড়িত?'

'হ্যাঁ।'

'তাতে আপনার কী?'

নিনার দিকে একবার তাকাল রানা, তারপর বলল, 'জরুরি একটা জিনিসও সেই সঙ্গে নিয়ে গেছে সে। জিনিসটা আমাদের দরকার। এর বেশি প্রশ্ন কোরো না, জবাব দিতে পারব না।'

'ঠিক আছে, সেনিয়র রানা।' চোখ দুটো যেন জ্বলছে কনি ক্যাপ্রিওর। বলল, 'আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না বাতিস্তাকে আমি কতোটা ঘৃণা করি, সেনিয়র রানা। লোকটার সর্বনাশ দেখতে আমার পক্ষে সম্ভবপর সবকিছুই আমি করব।'

ফু-চুঙের দিকে তাকাল রানা। গম্ভীর চেহারায় বসে আছে সে। ওকে বলল, ক্যাপ্রিতে সঙ্গে করে নিনাকেও নিয়ে যাচ্ছে ও। 'আর কনিকে হায়ার করলাম আমি চাইনিজ সরকারের পক্ষ থেকে।'

'যা করছিস বুঝে শুনেই করছিস আশা করি,' বলল ফু-চুং। 'লিওনার্দো বাতিস্তার ওপর একটা ফাইল করেছে আমাদের ইন্টেলিজেন্স। এর মতো চতুর আর নিষ্ঠুর লোক হয় না। বিরাট

বড় নেটওয়ার্ক আছে বাতিস্তার। মাফিয়ার সবচেয়ে বড় নেতা। পুলিশ তাকে ঘাঁটায় না। খুব সাবধানে পা ফেলতে হবে তোকে।'

'চিন্তা করিস না।'

'না করে পারছি না।'

আধঘণ্টা পরেই একটা অ্যাম্বুলেন্স এসে ফু-চুংকে নিয়ে গেল আরেকটা চাইনিজ সেফ হাউসে। রানা, নিনা আর কনি ক্যাপ্রির জন্য একটা সেডান বরাদ্দ করা হয়েছে, ওরাও ঘুরপথে গিয়ে একই সেফ হাউসে উঠল।

পরদিন সকাল। ইন্টারপোল হেডকোয়ার্টারে চলে এসেছে রানা। সংক্ষেপে সিলভিওকে খুলে বলল গতকাল কী কী ঘটেছে। ক্যাপ্রি যেতে রাজি হয়ে গেল সিলভিও। বিরাট একটা ফাইল আছে সিলভিওর কাছে ডন বাতিস্তা সম্বন্ধে। 'শুধু সন্দেহ বিষয়ক ফাইল,' বলল সিলভিও। 'কোনও প্রমাণ নেই তার বিরুদ্ধে।'

'তুই তৈরি হয়ে নে,' বলল রানা, ফাইলে চোখ বুলাচ্ছে। 'চারটের সময় প্লেন। আমরা ঠিক একটায় উঠব প্লেনে।'

'তিন ঘণ্টা আগে উঠতে হবে কেন?' অবাক সিলভিও।

'আমরা প্লেনের একদিক দিয়ে উঠে আরেক দিক দিয়ে নেমে যাব। এই প্লেন চলে যাবে সিসিলি। চারটার সময় গোপনে উঠব আমরা আরেকটা প্লেনে। নেপলসে পৌঁছতে এক ঘণ্টা লাগবে। সন্ধের আগেই পৌঁছে যাব আমরা ক্যাপ্রি দ্বীপে।'

ওরা যখন ফুলগাছে ভরা দ্বীপটায় নামল তখনও সন্ধ্যা হতে আর এক ঘণ্টা দেরি আছে। ছবির মতো সুন্দর সাদা রঙ করা ছোট

ছোট বাড়িঘরের পাশ দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে যাওয়া সরু পথ ধরে ক্যাপ্রি গ্রামে পৌঁছুল ওরা। দ্বীপটা এতো ছোট যে গ্রামের যে-কোনও জায়গা থেকে সুনীল, দিগন্তবিস্তৃত সাগর দেখা যায়। সরু কোবল পাথরে বাঁধানো পথ এঁকেবেঁকে এগিয়ে গেছে, সিঁড়ির মতো ধাপ নেমেছে-উঠেছে জায়গায় জায়গায়। ছোট পাবলিক স্কোয়্যারে বসে আছে অনেক টুরিস্ট, শেষ বিকেলের লালচে রোদ গায়ে মেখে তাদের সিনযানোতে চুমুক দিচ্ছে। স্কোয়্যার থেকে দু' ব্লক সামনে সিযার অগাস্টাস হোটেল। বিরাট এবং সুন্দর একটা ভবন। ঢুকবার মুখে ফটকের খিলান আড়াল করে রেখেছে বোগেনভিলা ফুল।

'এটাই তা হলে বাতিস্তার হোটেল,' বাইরে দাঁড়িয়ে বলল নিনা সুসমি। 'কনির কথা অনুযায়ী পাঁচ তলায় বাতিস্তার সুইট। পাঁচশো আট নম্বর। বাতিস্তা যদি থাকে তা হলে পাঁচজন বডিগার্ড তাকে পাহারা দিচ্ছে। তাদের মাত্র একজনকে দেখা যাবে। অন্য চারজন বিভিন্ন জায়গায় লুকিয়ে থাকবে। সিটিং রুম থেকে ছোট একটা ঘরে যাওয়া যায়, ওখানেই আছে তার সেফ। সবসময় তালাবদ্ধ থাকে ওটা। ওটাতে হয়তো জরুরি তথ্য পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু বাতিস্তা যদি সুইটে থাকে তো কী করা হবে?'

'আমাদের আগেই ইন্টারপোলের লোক এখানে খোঁজ নিয়েছে,' বলল সিলভিও। 'বাতিস্তা এখন নেই। তবে আপনার ওখানে যাওয়া চলবে না। পিয়াযার কোনও ক্যাফেতে চলে যান আপনি। ওখানে অপেক্ষা করবেন।'

'আমি যাচ্ছি,' দৃঢ় গলায় বলল নিনা সুসমি।

'ওখানে গেলে তুমি বিপদ বাড়াবে,' রানা গম্ভীর। 'তার চেয়ে

বাইরে থাকলে বিপদে পড়লে আমাদের সাহায্য করতে পারবে তুমি। কাজেই হোটেলের ভিতর যাওয়া হচ্ছে না তোমার। চোখ-কান খোলা রাখবে, বাতিস্তা ফিরেছে দেখলে আমার মোবাইলে ফোন করে জানিয়ে দেবে, আমরা সঙ্গে সঙ্গে তার সুইট থেকে বেরিয়ে আসব।'

চিন্তা করে দেখল নিনা, তারপর অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজি হলো। 'ঠিক আছে।'

'যদি এক ঘণ্টার মধ্যে আমরা না ফিরি তা হলে প্যারাদাইসো হোটেলে উঠবে তুমি,' বলল রানা।

'আচ্ছা।' পিয়াযার দিকে পা বাড়াল নিনা, ওখান থেকে চোখ রাখবে হোটেলের প্রবেশপথের উপর।

নিজেদের মধ্যে আরেকবার আলাপ সেরে নিল রানা আর সিলভিও। ওরা যা করতে যাচ্ছে তাতে ঝুঁকির পরিমাণ অত্যন্ত বেশি। ব্যাপারটা অনেকটা দাবা খেলবার মতো, দু'চার দান খেলবার পরেই অনেকগুলো সম্ভাবনার দ্বার খুলে যাবে। তখন চাল দিতে হবে বুঝেশুনে, সাবধানে।

লবিতে না থেমেই সিঁড়ি বেয়ে পাঁচতলায় উঠে এলো রানা আর সিলভিও। রানা একমুহূর্ত চিন্তা করল তালায় লকপিক ব্যবহার করবে কি না, তারপর সিদ্ধান্ত নিয়ে দরজায় টোকা দিল। ইন্টারপোলের লোকের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ঘরে বাতিস্তার রক্ষিতার থাকবার সম্ভাবনা আছে।

রানা আশা করেছিল দরজা কেউ খুলবে না, কিন্তু তৃতীয়বার টোকার পরেই খুলে গেল দরজা। রানার চোখে চোখ রাখল গভীর নীল এক জোড়া আয়ত চোখ। মেয়েটার চুল সোনালী, পুরুষ্টু

ঠোঁটে লাল লিপস্টিক। পরনে একটা ঢোলা হাউসকোট, ওটা তার রমণীয় শরীর ঢাকতে তেমন কোনও ভূমিকা পালন করতে পারছে না। কোটের তলায় কিছু পরেনি মেয়েটা। টলছে অল্প অল্প। সুগঠিত সফেদ স্তন বেরিয়ে আসছে কোটের ফাঁক দিয়ে। হাতে একটা গ্লাসে সোনালী তরল। তবে মেয়েটার অবস্থা দেখে সিলভিও আর রানার বুঝতে দেরি হলো না ওটার আসলে দরকার নেই তার।

'মিস্টার বাতিস্তা আছেন?' মধু ঝরল সিলভিওর কণ্ঠ থেকে।

'না,' ইংরেজিতে জবাব দিল যুবতী। টান শুনে বোঝা গেল স্ক্যান্ডিনেভিয়ার কোনও দেশের মেয়ে সে। দরজায় হেলান দিল যুবতী। হাউস কোট আরও ফাঁক হলো।

'তা হলে তো খুব খারাপ হয়ে গেল,' বলল রানা। 'আমরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে অনেক দূর থেকে এসেছি। আর কেউ কি আছেন যাঁর সঙ্গে আমরা কথা বলতে পারি?'

'আমি আছি,' মাতালের হাসি হাসল মেয়েটা। 'আমার সঙ্গে কথা বলতে পারো। একা আছি আমি।' হাত উঁচু করে দরজার পাল্লায় রাখল সে। এটা স্পষ্ট যে, শরীর দেখাতে চাইছে।

রানার দিকে একবার তাকিয়ে মিষ্টি হাসল সিলভিও। 'তোমার আমন্ত্রণ খুশি মনে গ্রহণ করলাম আমরা, সেনিয়রা।'

এক পাশে সরে ওদের ঢুকতে দিল মেয়েটা, তারপর পিছনে দরজা বন্ধ করে দিল।

ঘরটা পশ আসবাবপত্রে সাজানো, তবে বড় বেশি অগোছাল হয়ে আছে এখন। মেয়েটা মোটেই গোছানো স্বভাবের নয়। মদের খালি বোতল. সিগারেটের টুকরোয় ভর্তি কয়েকটা অ্যাশট্রে আর

আধখালি মদের গ্লাসে ভরে আছে টেবিল। পুরু কার্পেট বিছানো মেঝেতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে খবরের কাগজ আর ফটো ম্যাগাযিনগুলো।

হাতের ইশারায় ওদের বসতে বলল মেয়েটা। 'ড্রিঙ্ক চলবে?' মাতালের হাসি হাসল। রানা ও সিলভিওকে মাথা নাড়াতে দেখে বলল, 'ঠকলে তোমরা, বুঝলে। বাতিস্তা সবচেয়ে দামি মদ রাখে সবসময়।'

ডানে বামে টলে রানা আর সিলভিওর চেয়ারের সামনে সোফায় বসল সে, তারপর পা ফাঁক করে প্রায় শুয়েই পড়ল। ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো তার বুক চিরে।

'কী ব্যাপারে এসেছ তোমরা?' জিজ্ঞেস করল সে। 'আমাকে বলতে পারো। বাতিস্তা সবসময় আমার সঙ্গে সব ব্যাপারে কথা বলে।' টেনে টেনে মাতালের মতো করে কথা বলছে মেয়েটা, তবে রানা বুঝতে পারল প্রথমে যতটা মাতাল মনে হয়েছিল ততটা মাতাল আসলে নয় মেয়েটা।

সিলভিও বলতে শুরু করল গ্রামে ভিলা কিনবার কথা ভাবছে তারা। রানা সেই সুযোগে পাশের ছোট ঘরটার দিকে তাকাল। ও যেখানে বসে আছে সেখান থেকে ধাতব ডেস্ক, তার উপর কম্পিউটার আর দেয়ালের গায়ে একটা অত্যাধুনিক সেফ দেখতে পাচ্ছে। ডেস্কের উপর একটা টেলিফোনও রাখা।

'ক্যাপ্রিতে খুব কম ভিলাই কেনা-বেচা হয়,' বলল যুবতী। ইতিমধ্যে নিজের নাম জানিয়েছে সে। গারট্রুডে। 'বিক্রি যখন হয় তখন দাম হাঁকা হয় অনেক টাকা। তোমরা দামি জিনিস পেতে চাও?' শেষের কথাটা ইঙ্গিতপূর্ণ। নড়েচড়ে শুলো যুবতী।

'অবশ্যই!' বিগলিত হাসি উপহার দিল সিলভিও।

'একটা ফোন দেখছি পাশের ঘরে, সেনিয়রা গারট্রুডে,' বলল রানা। 'ওটা আমি ব্যবহার করতে পারি? খুব জরুরি একটা কল করা দরকার।'

'নিশ্চয়ই! বাতি জ্বেলে দিচ্ছি আমি ঘরের।' উঠল যুবতী। তার ফরসা উরু দেখতে পেল ওরা। বাতি জ্বালল সে। রানা চলে গেল পাশের ঘরে, দরজা ভিড়িয়ে দিল।

সিলভিওর সামনে ফিরে এলো যুবতী। সিলভিওর বাহুতে হাত রেখে আরেক হাতে কাপড় সরাচ্ছে নিজের কাঁধ থেকে। টলছে সে অল্প-অল্প, ঠোঁটে উদ্দেশ্যপূর্ণ হাসি। চট করে একবার দেখে নিল রানা দরজা ভিড়িয়ে দিয়েছে, তারপর বসে পড়ল সিলভিওর চেয়ারের হাতলে। 'তুমি খুব হ্যান্ডসাম, সেনিয়র।'

'তা-ই?'

'হ্যাঁ। তোমাকে পছন্দ হয়েছে আমার।'

'আমারও তোমাকে খুব পছন্দ হয়েছে, সেনিয়রা,' বলল সিলভিও, মনে মনে ভাবছে মেয়েটা ওকে গিলে খাওয়ার আগে রানা ওকে উদ্ধার করতে পারবে কি না। 'কিন্তু...'

'সব পুরুষই আমাকে পছন্দ করে,' বলল গারট্রুডে। 'সবসময় পছন্দ করে এসেছে। ওরা যা চায় সেটা আমার আছে যে। তুমি চাইলেই পেতে পারো। চাও না তুমি?'

ক্ষণিক চুপ করে থেকে গারট্রুডের হাতে হাত রাখল সিলভিও। 'তোমাকে যে চাইবে না সে তো পুরুষই না, সেনিয়রা গারট্রুডে।'

'গুড। তা হলে আমাকে চাও তুমি। ভাল লেগে গেছে। তা হলে আর দেরি কীসের? সযোগ যখন আছে তখন তার সদ্ব্যবহার

করাই ভাল না? তুমি কি বলো?'

'ঠিক বলেছ তুমি।' সিলভিওর মন পাশের ঘরে পড়ে আছে।

টেবিল থেকে আধখালি গ্লাসটা তুলে চুমুক দিল গারট্রুডে, আবার নামিয়ে রাখল ওটা টেবিলে। তারপর ঝপ করে সিলভিওর কোলে বসে জাপটে ধরল ওকে। কানের পাশে ফিসফিস করে বলছে, 'তা হলে শুরু করা যাক, ডার্লিং? তুমি কেমন পুরুষ সেটা বুঝিয়ে দাও আমাকে।' সিলভিওর কোল ছেড়ে গা এলিয়ে দিল যুবতী সোফায়, শরীর থেকে সরে গেছে হাউস কোট। 'কই, এসো!'

ঠিক তখনই দরজা খুলে বেরিয়ে এলো রানা। তাতে কোনও বিকার দেখা গেল না গারট্রুডের, হাউস কোট গায়ে টানল না সে।

'কেমন বেরসিক লোক তুমি?' ভুরু কুঁচকে রানার দিকে চাইল মেয়েটা। 'দশটা মিনিট পরে আসতে পারলে না?'

'পারলাম না, সেনিয়রা,' মৃদু হেসে বলল রানা। 'জরুরি কল এসেছে। এক্ষুণি যেতে হচ্ছে আমাদের, দুঃখিত।'

অনিচ্ছুক মুখভঙ্গি করে উঠে পড়ল সিলভিও। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝতে পারছে। নিশ্চয়ই রিং দিয়েছে সুসমি। যে-কোনও সময়ে চলে আসতে পারে ডন বাতিস্তা। মেয়েটি ওর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আগেই সরে গেল কয়েক পা।

'সত্যি আমি দুঃখিত, সেনিয়রা,' বলল সিলভিও। 'যেতেই হচ্ছে আমাদের। পরে কখনও সময়-সুযোগ হলে দেখা করব তোমার সঙ্গে।'

'এই সুযোগ তুমি ওই লোকটার কথায় হেলায় হারাবে?' অত্যন্ত বিস্মিত দেখাল যুবতীকে।

'সময় নেই এখন,' দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো সিলভিওর বুক চিরে। 'জরুরি কাজ। যেতেই হচ্ছে।'

দরজায় টোকার শব্দে থমকে গেল রানা আর সিলভিও। ওয়ালথার হাতে ঝট করে দরজার কাছে চলে গেল রানা, দরজাটা খুলেই এক পাশে সরে গেল। দেখল একজন মাত্র লোক দরজা খুলবার অপেক্ষায় আছে। খপ্ করে নিরস্ত্র লোকটার কলার চেপে ধরল রানা, তারপর এক টানে ক্রাচ সহ নিয়ে এলো ওকে ঘরের ভিতর। এরইমধ্যে দেখা হয়ে গেছে করিডরে আর কেউ নেই।

এ সেই আলবার্তো গেনযি, যাকে ও গ্যালারির ভিতর গুলি করেছিল। রানার হাতের উদ্যত পিস্তলটা দেখে চোখ জোড়া বিস্ফারিত হলো তার। ওদিকে সিলভিও তার রিভলভার বের করে মেয়েটার বুকে তাক করেছে। এখন সে পুরোপুরি পেশাদার।

'কোথায় রেখেছ লুটের মাল? সিসিলিতে?' গেনযিকে প্রশ্ন করল রানা, পিস্তলের নল লোকটার কানের উপর চেপে ধরেছে। 'মিথ্যে বোলো না, গেনযি, পার পাবে না।' থমথম করছে ওর চেহারা।

'সিসিলি?' আকাশ থেকে পড়ল গেনযি। 'আমার নামই বা...'

এক মুহূর্ত দ্বিধা না করে ওয়ালথারের সাইট দিয়ে লোকটার গালে জোরে পোঁচ মারল রানা। গভীর নালা বেয়ে গাঢ় লাল রক্তের একটা ধারা নামল, থুতনির দিকে গড়াচ্ছে। ব্যথায় বিকৃত হয়ে গেল গেনযির চেহারা, কিন্তু মুখ খোলার লক্ষণ নেই।

'সময় নষ্ট করছ তুমি,' বলল রানা। 'লিওনার্দো বাতিস্তার হেড অফিস সিসিলিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সব, তা-ই না?'

চুপ করে থাকল আলবার্তো গেনযি। আবার সাইট চেপে ধরে

জোর এক টানে চিরে দিল রানা ওর আরেক গাল। এখন লোকটার দু'গাল বেয়ে নামছে রক্তের ধারা। রাগে ধক্-ধক্ করে জ্বলছে গেনযির বেপরোয়া চোখজোড়া।

'বলছি,' রানা আবার পিস্তল এগিয়ে আনছে দেখে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল গেনযি। 'ওসবের পেছনে ছুটে তোমার কোনও লাভ হবে না, সেনিয়র! আগে নিজের ঘর সামলাও! তুমি তো বাংলাদেশি; তা-ই না? দেরি করে ফেলেছ তুমি। বোমাটা রওনা হয়ে গেছে। তোমাদের দেশেই ফাটানো হবে ওটা।'

'কীভাবে যাবে ওটা আমার দেশে?'

জবাব না দিয়ে মাথা নাড়ল গেনযি। আর একটি কথাও বের হবে না ওর পেট থেকে। বিদ্রূপের হাসি ওর মুখে।

প্রচণ্ড জোরে লোকটার মাথায় ওয়ালথারের নল নামিয়ে আনল রানা। কাত হয়ে লুটিয়ে পড়ে গেল গেনযি কার্পেট মোড়া মেঝেতে। অস্ফুট একটা আর্ত চিৎকার ছাড়ল মেয়েটা। ধাক্কা মেরে তাকে সোফার উপর ফেলে দিল সিলভিও। 'একচুলও নড়বে না। মনে মনে একশো গোনো, তারপর উঠবে।'

রানার সঙ্গে সুইট্ ছেড়ে বেরিয়ে এলো সিলভিও। লবিতে নেমে অনুযোগের সুরে বলল, 'বহুদিন পর একটা সুযোগ পাওয়া গেছিল, দিলি সেটা ভণ্ডুল করে! কিছু পাওয়া গেল?'

'ওই দেখ্, বাতিস্তা,' নিচু গলায় বলল রানা। 'কাউন্টারের সামনে।'

বাতিস্তার সঙ্গে দু'জন গার্ড আছে। ক্লার্কের সঙ্গে কী নিয়ে যেন উত্তপ্ত স্বরে কথা বলছে লিওনার্দো বাতিস্তা সিসিলিয়ান আঞ্চলিক ভাষায়, আর কোনও দিকে খেয়াল নেই। সুযোগটা

নিয়ে হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে এলো রানা আর সিলভিও।

পিয়াযার দিকে হাঁটতে হাঁটতে পকেট থেকে একটা কাগজ বের করল রানা। 'ইন্টারেস্টিং জিনিস পাওয়া গেছে কম্পিউটারে। বাতিস্তার কার্ডটাও নিয়ে এসেছি। ঠিকানাটা খেয়াল কর, স্যান পেদরো ইমপোর্টস, ভিয়া স্যাচেতি, লিকাটা, সিসিলি।'

সিলভিও জিজ্ঞেস করল, 'তোর কি মনে হয়, ওখানেই লুটের মাল্ল রেখেছে বাতিস্তা?'

'সম্ভবত,' বলল রানা। 'লিকাটা তার নিজের এলাকা, ওখানে আর্টিফ্যাক্ট রাখা নিরাপদ মনে করবে সে।'

'যদি ওখানে ভ্যাটিকান লাইব্রেরি থেকে ডাকাতি হওয়া জিনিসগুলো পাওয়া যায় তা হলে আমার কেস সমাধান হয়ে যাবে,' বলল সিলভিও।

'তা হবে,' বলল রানা। 'কিন্তু তাতে আমার অ্যাসাইনমেন্ট শেষ হবে কি না বলা মুশকিল।' একটা কাগজ উল্টে ধরল রানা। 'এটা দেখ্। একটা মেমো। কী বুঝলি?'

ছোট একটা হোটেল থেকে বের হওয়া বাতির আলোয় রানার হাতের লেখা পড়ল সিলভিও। 'মার্কেন্ডাইয টু লিওনার্দো।' নীচে একটা তারিখ। তারিখটা আজকের।

'সম্ভবত চোরাই মালের কথাই লেখা হয়েছে,' বলল সিলভিও। 'বাতিস্তার একটা জাহাজের নাম লিওনার্দো। ক্রুয শিপ ওটা, হাইড্রোফয়েলের মতো দ্রুতগতি। ওটাতে করে জিনিসপত্র সরিয়ে ফেলতে চায় হয়তো সে। ইতালি থেকে বের করে কোনও সংগ্রাহকের কাছে বিক্রি করবে।'

'সম্ভব,' সায় দিল রানা। 'জাহাজটা কোথায় যাবে সেটা

জানতে হবে আমাদের। তার আগে দরকার বাতিস্তার আসল ঠিকানায় গিয়ে ভাল করে খুঁজে দেখা।'

'কাজটা খুব একটা কঠিন হবে না,' বলল সিলভিও। 'বাতিস্তা এখানে, কাজেই ওই ঠিকানায় প্রচুর গার্ড থাকার সম্ভাবনা কম।'

খচ্-খচ্ করছে রানার মন। কী যেন ওর দৃষ্টি এড়িয়ে যাচ্ছে। কী? ওই নোট। কী যেন অস্বাভাবিকতা আছে ওই নোটে। লিওনার্দো জাহাজ। ওটা ক্রুজ শিপ। গন্তব্য কোথায় ওটার? বাতিস্তার কথাগুলো মনে পড়ল ওর। হারামজাদাটা বাংলাদেশে নিউক্লিয়ার বোমা ফাটাতে চায়! তারপর আলবার্তো গেনযি রাগের মাথায় বলে ফেলেছে বোমাটা বাংলাদেশে ফাটানো হবে। লিওনার্দো জাহাজটা কি বাংলাদেশে যাচ্ছে? মনের খাতায় নোট নিল রানা, খোঁজ নিয়ে জানতে হবে ওটার গন্তব্য। ওটার গন্তব্য বাংলাদেশ হলে জাহাজটাকে ঠেকাতে হবে যে-করে হোক। সিলভিওকে ও বলেনি, বাতিস্তার কম্পিউটারের মাইক্রোসফট্ আউটলুক ঘেঁটে ইমেইলগুলো পড়েছে ও। ল্যাংলিতে সিআই-এর হেডকোয়ার্টারে বেশ কয়েকটা ইমেইল করেছে বাতিস্তা। শেষ ইমেইলে লেখা হয়েছে: বি শিওর দ্যাট ইট উইল হ্যাপেন ইন চিটাগং। লিটল্ম্যান উইল ব্লো দ্য এন্টায়ার ডিস্ট্রিক্ট ইনটু অ্যাশেস্!

এখন আর কোনও সন্দেহ নেই রানার মনে, নিউক্লিয়ার বোমাটা চট্টগ্রামে ফাটাবার ব্যবস্থা করছে লিওনার্দো বাতিস্তা!

সাত

চব্বিশ ঘণ্টা পর সিসিলির ক্যাটানিয়া এয়ারপোর্টে নামল ওদের প্লেন। এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে সোজা পার্ক করা একটা ফিয়াট ইলেভেন হানড্রেড-এ উঠে বসল রানা, সিলভিও আর নিনা সুসমি। চাবি পাওয়া গেল ইগনিশনেই। ঠিক যেদিকে যাবে তার উল্টো পথে রওনা হয়ে গেল গাড়ি। দক্ষ হাতে চালাচ্ছে সুসমি। গন্তব্য: লিকাটা, কিন্তু প্যাটার্নো ও এন্না হয়ে ঘুরপথে পৌঁছাল ওরা সাগর তীরের গেলা শহরে। ওখানে ওদের জন্য বোটের ব্যবস্থা করে রেখেছে রানা এজেন্সির আশরাফ।

আগেই রানা খবর নিয়ে জেনেছে, লিওনার্দো জাহাজ বেশ কয়েকটা বন্দর ছুঁয়ে শ্রীলঙ্কা হয়ে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বন্দরে যাবে। ওটা রওনা হওয়ার কথা ছিল গতকাল, কিন্তু ওকে জানানো হলো অনিবার্য কারণে দু' দিন আগেই রওনা হয়ে গেছে ওটা। ওটা এবারের প্রমোদভ্রমণে নিয়ে যাচ্ছে লিওনার্দো বাতিস্তার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বাছাই করা কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের। রুটও বদলে ফেলা হয়েছে ওটার, সুয়েজ পার হয়ে সরাসরি লোহিত সাগর ও আরব সাগর হয়ে ভারত মহাসাগরের দিকে এগোবে জাহাজটা, মুম্বাই-শ্রীলঙ্কা-মাদ্রাজে থামতে পারে, আবার না-ও

পারে, চট্টগ্রাম বন্দরে যাত্রাবিরতি করবে কয়েকদিনের জন্য, তারপর যাবে সিঙ্গাপুর-হংকং-জাপান। ওখান থেকে অসংখ্য বন্দর ছুঁয়ে ফিরবে ইতালিতে।

পাথুরে রুক্ষ দ্বীপ সিসিলি, তারপরও নিজস্ব একটা বৈরী সৌন্দর্য আছে। গেলায় পৌঁছে গাড়ি থামিয়ে একটা ক্যাফেতে ঢুকে চা-নাস্তা খেয়ে নিল ওরা। কেউ ওদের জিজ্ঞেস করল না ওরা কারা, কী চায়, যাবেই বা কোথায়। ওরাও একটি প্রশ্ন করল না কাউকে। ওদের কারও কাছে বাতিস্তার প্রসঙ্গ তোলা মানে বিপদ ডেকে আনা। গাইডবুকে যেমন লেখা আছে সিসিলির লোকেরা ঠিক তেমনই, কেউ মুখ খুলতে রাজি নয়। কিছু জিজ্ঞেস করলে হয় তারা অসন্তোষ নিয়ে বিড়বিড় করবে, নয়তো প্রশ্নটা এড়িয়ে যাবে নির্বিকার চেহারায়। নাস্তার পরেই দেরি না করে মোটর বোটে করে রওনা হয়ে গেল ওরা লিকাটার উদ্দেশে।

বাতিস্তার হেডকোয়ার্টার স্যান পেদরো ইমপোর্টস, ভিয়া স্যাচেতির শেষ প্রান্তে। বাড়িটা টিলার উপর, সাগরতীরে। সড়কপথে ওখানে যেতে হলে সরু একটা পাহাড়ী পাথুরে পথ ধরে যেতে হয়। স্যান পেদরো ইমপোর্ট অফিসটাই ওখানে কয়েক মাইলের মধ্যে একমাত্র বাড়ি। ঢুকবার একমাত্র পথটা খাড়া হয়ে উঠে গেছে ফটকের দিকে। ওখানে গার্ড থাকে। তাদের চোখ এড়িয়ে ওপথে বাড়িতে ঢুকবার কোনও উপায় নেই।

তাই বোটে করে সাগরপথে টিলার গোড়ায় পৌঁছুবে ওরা, তারপর টিলা বেয়ে উঠে বাড়িটায় পিছন দিক দিয়ে প্রবেশ করবে।

ঘণ্টাখানেক পর টিলাটার গোড়ায় হাজির হলো ওরা। প্রায়

পাঁচশো ফুট খাড়া উঠে গেছে টিলা। বোট থেকে দেখে মনটা দমে গেল রানার, মনে হলো টিলার গা একেবারে দেয়ালের মতো মসৃণ। ওটার গোড়ায় চিকন কালচে সৈকতে বোট থেকে নামল ওরা।

'আমাদের বোধহয় পথটা ধরেই যাওয়া ভাল ছিল,' ঘাড় কাত করে টিলাটা দেখে বলল সিলভিও। 'অনেক উপরে আমি বোধহয় ছাগল চলাচলের একটা পথ দেখতে পাচ্ছি। মানুষের সাধ্য নেই ওই পথে ওঠে।'

কালো বালিতে ওদের পাশে দাঁড়িয়ে আছে নিনা সুসমি। 'রানা,' বলল সে, 'খালি পায়ে উঠতে হবে আমার।'

'উঠতে হবে না তোমাকে,' বলল রানা। 'তুমি এখানেই বোটের পাহারায় থাকছ।'

'যাচ্ছি আমি।' সিলভিওর দিকে তাকাল নিনা সুসমি। কাঁধ ঝাঁকাল সিলভিও।

'রানাই বস্। ওর কথার ওপর কথা বলব না আমি।'

'কথা বাড়িয়ো না,' গম্ভীর চেহারায় বলল রানা নিনা সুসমিকে। 'ওখানে বাড়ির ভিতরে তুমি যতোটা কাজে আসবে তার চেয়ে এখানে কাজে আসবে অনেক বেশি। এখানেই থাকছ তুমি। যদি গোলাগুলির আওয়াজ শোনো তা হলে পনেরো মিনিট অপেক্ষা করবে। যদি আমরা তারপরও ফিরে না আসি তা হলে সরে যাবে বোট নিয়ে। আশরাফের সাহায্য নিয়ে ফু-চুংকে রিপোর্ট করবে আমরা কোথায় আছি। ঠিক আছে?'

'আচ্ছা,' অনিচ্ছাসত্ত্বেও সায় দিল নিনা। 'তা হলে পনেরো মিনিট অপেক্ষা করব।'

'গুড,' মৃদু হাসল রানা। 'বোটটা পাহারা দিয়ে রেখো। এখান থেকে বেরিয়ে যেতে হলে হয়তো ওটাই আমাদের একমাত্র বাহন হয়ে দাঁড়াবে। এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরব আমরা।'

নৌকা থেকে হুক লাগানো দড়ির কয়েল নিয়ে কাঁধে ঝোলাল ওটা রানা, তারপর সিলভিও আর ও উঠতে শুরু করল টিলা বেয়ে। হালকা উইন্ডব্রেকার জ্যাকেট ওদের পরনে, পায়ে রাবারের সোলের বুট জুতো। আশরাফের পরামর্শে ক্যাটানিয়া থেকে ওগুলো কিনেছে ওরা।

টিলার গোড়ায় সরু একটা কার্নিস আছে। ওটা থেকে উঠে যাওয়া একটা সরু পথ ধরে এগোল ওরা। আগে চলেছে রানা, পিছলা জায়গাগুলো সিলভিওকে দেখিয়ে দিচ্ছে। সিলভিওর গম্ভীর চেহারা দেখে মনে হচ্ছে ফাঁসিকাঠে চড়তে চলেছে সে। ইন্টারপোলের কাজে তাকে এধরনের ঝুঁকি নিতে হয় না। সভ্যতার আরাম আয়েশ থেকে সিলভিওকে বের হতে হয় না বললেই চলে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই টিলার মাঝামাঝি উঠে আসতে পারল ওরা, তারপর উঠবার গতি হয়ে গেল অত্যন্ত ধীর। ট্রেইলটা অদৃশ্য হয়েছে। পাথরের খাঁজ-ভাঁজ খুঁজে নিয়ে সেসবে হাত-পা ভরে উঠতে হচ্ছে এখন। খুব সাবধান থাকতে হচ্ছে। অনেক উপরে উঠে এসেছে ওরা, এখন এখান থেকে পড়ে গেলে নিশ্চিত মৃত্যু ঘটবে। টিলার মাথা আর একশো ফুট উপরে, এমন সময় পিছলা একটা পাথরে হাত রেখে উঠতে গিয়ে পা রাখবার গর্ত থেকে পা বেরিয়ে গেল সিলভিওর। হড়কে যাচ্ছে সে। তারপর শুরু হলো পতন।

'হাত দে!' চিৎকার করল রানা।

ডান হাত পাথরের উপর থেকে সরিয়ে রানার দিকে বাড়িয়ে দিল সিলভিও। খপ্ করে বাড়ানো হাতটা চেপে ধরল রানা। সিলভিওর ওজন রানার বাম পা গর্ত থেকে বের করে আনল। প্রচণ্ড চাপ পড়ছে ওর কাঁধে। মনে হচ্ছে যে-কোনও সময় গর্তে ঢোকানো ওর বাম হাত ছুটে আসবে, শুরু হবে দীর্ঘ পতন। চোখা একটা পাথর বাম হাতে শক্ত করে ধরে আছে রানা, কিন্তু ওটা থেকে হাত ছুটে যেতে চাইছে ওর।

'পা ঢোকা গর্তে,' শ্বাস চেপে বলল রানা। ওজনের কারণে চোখা পাথরটা নড়েচড়ে খসে আসতে চাইছে বলে মনে হলো ওর। অনন্তকাল পেরিয়ে গেল, তারপর পা রাখবার গর্ত খুঁজে পেল সিলভিও। এবার হাত দিয়েও বেরিয়ে থাকা একটা পাথর ধরল সে। ওজনটা সরে যেতেই বাম পা আবার গর্তে ভরল রানা, ফোঁস করে শ্বাস ছাড়ল। এতোক্ষণে টের পেল, পিঠ বেয়ে সর-সর করে ঘাম নামছে শক্ত করে পাথর ধরে বড় করে দম নিল ও। 'ঠিক আছিস?' জিজ্ঞেস করল শ্বাসের ফাঁকে।

'সি!' ফোঁস-ফোঁস করে শ্বাস নিচ্ছে সিলভিও, মুখ থেকে রক্ত সরে গেছে।

মনে মনে সিলভিওর প্রশংসা না করে পারল না রানা। টিলায় উঠবার ব্যাপারে আতঙ্কে ভুগছিল সিলভিও, তারপরও পিছিয়ে যায়নি। কঠিন পথ পাড়ি দিয়ে হাজির হয়েছে এ-পর্যন্ত।

'আর বেশি দূর নয়,' সান্ত্বনা দিয়ে বলল রানা।

পাথরের খাঁজে হাত ভরে নিজেকে টেনে তুলতে শুরু করল আবার ও, সিলভিওকে গর্তগুলো দেখাচ্ছে। একবার নীচে

তাকাল। ফিতের মতো সরু সৈকতে নিনা সুসমিকে দেখতে ছোট্ট একটা চিনা পুতুলের মতো লাগছে।

টিলার মাথা আর পঞ্চাশ ফুট উপরে, কিন্তু পুরোটা জায়গা দেয়ালের মতো খাড়া। সিলভিওর দিকে তাকাল রানা। সিলভিওর হাতের মুঠো রক্ত সরে সাদা হয়ে গেছে, ঠোঁটে চেপে বসেছে ঠোঁট। বাম হাতে শক্ত করে বেরিয়ে থাকা একটা ছোট পাথর ধরে কাঁধ থেকে দড়ির বান্ডিল নামাল রানা, হুকটা ধরে গায়ের জোরে উপরে ছুঁড়ে দিল। প্রথমবার কিছুতে বাধল না হুক, হড়হড় করে নেমে এলো দড়ি। হাত পিছলে যাচ্ছে রানার পাথরের গা থেকে। শক্ত করে ধরো, নিজেকে সতর্ক করল রানা। আরও জোরে চেপে ধরো। পিছলে যাচ্ছ তুমি। পাথরটা খসে আসছে। শীঘ্রি আরেকটা পাথর ধরতে হবে। ধরো! ওটা! জলদি! ঠিক আছে, এবারের উপরের গর্তটায় পা ভরো। বেশ। চেপে রাখা শ্বাস ছাড়ল রানা। এবার দ্বিতীয়বারের মতো দড়ি গুটিয়ে আবার হুক ছুঁড়ল উপরে। এবার কীসে যেন আটকাল হুক। দড়ি ধরে টান দিল রানা। টানটান হয়ে গেল দড়ি। শক্ত কিছুতেই আটকেছে হুক। সিলভিওর দিকে দৃষ্টি ফেরাল রানা। 'এবার দড়ি বেয়ে উঠতে হবে।'

উদ্বিগ্ন দেখাল সিলভিওকে। দু'হাতে দড়ি ধরে উঠতে শুরু করল রানা, প্রতিবার নিজেকে টেনে তুলবার পর থামছে সামান্য সময়ের জন্য। পঁচিশ ফুট উঠবার পর হুকটা ছুটে গেল। সড়াৎ করে এক ফুট নেমে এলো রানা, তারপর হুকটা আবার বাধল কিছু একটাতে। ঠোঁটের উপর ঘাম জমছে, টের পেল আতঙ্কিত রানা। কপাল বেয়ে চোখের কোণে নামছে ঘাম। সাবধানে উঠছে

ও। জানে, নীচে তাকালে গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাবে। প্রতিবার ছ'ইঞ্চি করে উঠছে ও। থামছে। শ্বাস নিচ্ছে। আবার উপরে টেনে তুলছে নিজেকে। বিশ মিনিট পেরিয়ে গেল। আর সামান্য বাকি টিলার মাথায় উঠতে। অবশেষে শেষ হলো ওর ওঠা। সমতল জমিতে পৌঁছে গেল ও। ঘাড় ফিরিয়ে চারপাশের পাহাড়ী এলাকাটা দেখল।

সামনেই দেখা যাচ্ছে বাতিস্তার স্যান পেদরো ইমপোর্ট অফিসের হোয়াইট ওয়াশ করা একতলা দীর্ঘ বিল্ডিং, আর বিশ গজ দূরে। ওটার জানালাগুলো বোর্ড আটকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বাড়িটার চারপাশে উঁচু কাঁটাতারের বেড়া। ভিতরের উঠানে ঘন হয়ে জন্মেছে ঝোপঝাড়।

হামাগুড়ি দিয়ে হুকটার কাছে চলে গেল রানা। ওটা বড় একটা পাথরে আটকেছে। আরও শক্ত করে পাথরটার সঙ্গে দড়ি পেঁচাল ও, টিলার কিনারায় ফিরে এসে সিলভিওকে ইশারায় উঠতে বলল। দেরি হচ্ছে সিলভিওর উঠতে, কিন্তু কষ্টেসৃষ্টে শেষ পর্যন্ত উঠতে পারল। রানার পাশে টিলার চুড়োয় নিরাপদ জায়গায় বসল সে, হাঁপাচ্ছে হাপরের মতো।

'সাহস আছে তোর,' বিড়বিড় করে বলল সে।

হাসল রানা, তারপর ফিরে গেল টিলার কিনারায়। ওখান থেকে হাতের ইশারায় নিনা সুসমিকে জানাল নিরাপদেই পৌঁছে গেছে ওরা। ওর হাত নাড়বার জবাবে হাত নাড়ল নিনাও। সিলভিওর কাছে ফিরে এলো রানা, পাথুরে জমির দিকে তাকিয়ে বলল, 'আধমাইল ডানে টিলাটা এতোটা খাড়া নয়, দেখেছি। যাবার সময় ওদিক দিয়ে নামব আমরা।'

'আগে বলিসনি কেন!' চোখ গরম করে তাকাল সিলভিও, 'তা হলে তো ওদিক দিয়েই উঠতে পারতাম।'

'তা হলে এখানে পৌঁছাতে সময় অনেক বেশি লেগে যেত।'

ক্রল করে কাঁটাতারের বেড়ার কাছে চলে এলো ওরা দু'জন। চারপাশে প্রাণের কোনও চিহ্ন নেই।

'একটু দেখে আসি,' বলে কাঁটাতারের বেড়ার পাশ দিয়ে ক্রল করে এগোল রানা। বাড়িটার সামনের গেটের পাশে সেন্ট্রিবক্সে এ কে ফর্টিসেভেন অ্যাসল্ট রাইফেল হাতে একজন সশস্ত্র গার্ড দেখতে পেল ও। তার হাতে শেকলে আটকানো একটা জার্মান শেফার্ড। ভাগ্যকে মনে মনে ধন্যবাদ দিল রানা। গেটের দিক থেকে বাতাস বইছে বলে কুকুরটা ওদের গায়ের গন্ধ পায়নি, নইলে এতোক্ষণে হাজির হয়ে যেত গার্ড।

ফিরে এলো ও সিলভিওর পাশে। 'সামনের উঠানে একটা গাড়ি দেখলাম। বাড়ির পাশে একটা সার্ভিস ডোর আছে। গার্ডের চোখে ধরা না পড়েই ওটা দিয়ে ভেতরে ঢুকতে পারব আমরা।' কাঁটাতারের বেড়াটা দেখাল রানা। 'বেড়ায় অ্যালার্ম সিস্টেম ইন্সটল করা হয়েছে। আগে ওটার ব্যবস্থা করতে হবে।'

অ্যালার্ম ওয়্যারিঙে বাইপাস তৈরি করতে পনেরো মিনিট লেগে গেল ওর, তারপর কাঁটাতারের বেড়ার নীচের দিকে খানিকটা জায়গা গোল করে কাটল রানা। কাজটা সেরে ফাঁক গলে ঢুকল দু'বন্ধু, ক্রল করে চলে এলো সার্ভিস ডোরের কাছে। ওখান থেকে সামনের গার্ডকে দেখা যায় না। তবে সাবধান থাকতে হবে সামান্য আওয়াজেও জার্মান শেফার্ডটা ছটফট শুরু করতে পারে। আর সেক্ষেত্রে গার্ড হয়তো দেখতে চাইবে কুকুরটা

কেন অস্থির হয়ে উঠেছে। সার্ভিস ডোর খুলবার সময় যতটা সম্ভব নিঃশব্দে খুলতে হবে।

দরজাটা স্টিলের। তালাটা দেখল রানা। ওর মনে হলো না ওটা খুলতে খুব একটা বেগ পেতে হবে। ওর ধারণাই সঠিক হলো, তিন মিনিটের মাথায় খুট করে খুলে গেল তালা। নিঃশব্দে দরজা ঠেলে ফাঁক করে ভিতরে তাকাল রানা।

'আয়,' ফিসফিস করে সিলভিওকে ডাকল ও।

ওয়ালথার বের করে ভিতরে ঢুকল রানা। সিলভিওর হাতেও বেরিয়ে এসেছে একটা বেরেটা রিভলভার। সাবধানে দরজাটা ভিড়িয়ে দিল সিলভিও। ওরা এখন একটা করিডরে আছে। করিডরটা চলে গেছে বাড়ির সামনের দিকে। নিঃশব্দ পায়ে একটা রিসেপশন রুমে ঢুকল ওরা। ঘরে একটা টেবিলের সামনে চেয়ারে বসে আছে সাদা ল্যাব কোট পরা এক টেকনিশিয়ান টাইপের লোক। এক কোনায় বসে আছে একজন গার্ড, একটা সিনেমা ম্যাগাযিন পড়ছে গভীর মনোযোগে। দু'জনের কেউ রানা বা সিলভিওকে দেখেনি, ওদের পায়ের আওয়াজও পায়নি।

টেকনিশিয়ান যেখানে বসেছে তার খানিকটা দূরে একটা এল শেপের কাউন্টার আছে। ওটা গার্ড আর খোলা দরজা থেকে আলাদা করেছে লোকটার ডেস্কটাকে। মাথা কাত করে ইশারা করল রানা সিলভিওকে। কাউন্টারের মাঝখানের ছোট গেট দিয়ে সামনে বাড়ল সিলভিও। রানা পা বাড়াল গার্ডের দিকে।

'নড়বে না,' শান্ত গলায় নির্দেশ দিল ও লোকটাকে। 'যেখানে আছো সেখানেই থাকো।'

লাফ দিয়ে চেয়ার ছাড়ল গার্ড, হোলস্টারের দিকে হাত

বাড়িয়েও রানার উদ্যত ওয়ালথারটা তার বুক লক্ষ্য করে চেয়ে আছে দেখে থমকে গেল। সাদা কোট পরা লোকটা সিলভিও আর রানাকে পালা করে দেখছে, চোখে **স্পষ্ট** আতঙ্ক। আস্তে আস্তে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে।

'কী ব্যাপার?' বেসুরো গলায় জানতে চাইল গার্ড। 'ডাকাতি?'

'আর সবাই কোথায়?' টেকনিশিয়ানের পিঠে রিভলভার দিয়ে খোঁচা মারল সিলভিও।

'আর কেউ নেই এখানে,' ঢোক গিলে বলল লোকটা। ইতালিয়ান ভাষায় কথা বলেছে সে, সুরে জার্মান টান স্পষ্ট। হালকা পাতলা লোক সে, চোখে রিমলেস চশমা। চেহারায় বিজ্ঞানী-বিজ্ঞানী ভাব। রানার মাথায় চিন্তা এলো, এখানে লোকটা কী করছে?

'বাইরের গার্ডের সঙ্গে কথা বলতে পারবেন?' তাকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'পারব,' খানিক দ্বিধা করে বলল লোকটা।

'চুপ করে থাকুন, কিছু বলবেন না,' নিচু গলায় সতর্ক করল তাকে গার্ড।

তার কাছে চলে গেল রানা, হোলস্টার থেকে তার রিভলভারটা বের করে বেল্টে গুঁজে সরে এসে টেকনিশিয়ানের দিকে তাকাল। 'বাইরের গার্ডকে ভেতরে আসতে বলুন।'

'পোস্ট ছেড়ে আসবার নিয়ম নেই তার।'

'চুপ করে থাকুন,' তাকে আবার সাবধান করল গার্ড।

'তুমি চুপ করো, গাধা,' ধমক দিল জার্মান।

রানা বলল, 'গার্ডকে বলবেন লিওনার্দো বাতিস্তা ফোন

করেছে, তার সঙ্গে জরুরি কথা বলতে চায়।'

রানার দিক থেকে সিলভিওর দিকে তাকাল টেকনিশিয়ান। সিলভিও বলল, 'যা বলছে করুন, নইলে পস্তাবেন।

ডেস্কের একটা ড্রয়ার টান মেরে খুলল লোকটা, ভিতরে দামি একটা ট্রান্সমিটার দেখা গেল। একটা বাটন টিপে কথা বলল সে। 'অ্যান্টোনিও, ভিতরে চলে এসো, সেনিয়র বাতিস্তা ফোনে তোমাকে চাইছেন।'

নীরবে অপেক্ষা করছে রানা আর সিলভিও। গার্ড কুকুরটাকে বেঁধে তার পোস্ট ছেড়ে বাড়ির দিকে হেঁটে আসছে। তার বগলের নীচে ধরা আছে এ কে ফরটিসেভেনটা। লোকটা দরজা দিয়ে ঢুকতেই প্রথম গার্ড চিৎকার করে উঠল, 'সাবধান! ওদের কাছে অস্ত্র আছে!'

দরজায় দাঁড়িয়েই রানা আর সিলভিওকে দেখল দ্বিতীয় গার্ড, তার পরপরই রাইফেলটা তুলতে শুরু করল। রানার গুলি সোজা তার হৃৎপিণ্ড ফুটো করল। দরজার গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল লোকটা, ওখান থেকে মেঝেতে। হাত থেকে রাইফেলটা পড়ল মেঝেতে। ঝাঁকি লাগায় এক পশলা গুলি বেরিয়ে গেল ওটা থেকে। মেঝেতে গাঁথল কয়েকটা গুলি, কয়েকটা গাঁথল প্রথম গার্ডের বুকে। দেয়ালে ধাক্কা খেল লোকটা, তারপর চেয়ারটা উল্টে ফেলে ধুপ করে পড়ে গেল মেঝেতে। দুই গার্ডকে দেখল রানা। মারা গেছে দু'জনই।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বাইরেটা দেখল রানা। কাউকে দেখতে পেল না। ঘুরে তাকাল টেকনিশিয়ানের দিকে। লোকটার মুখ মড়ার মতো রক্তশূন্য হয়ে গেছে।

'বলে ফেলুন আর কে আছে এখানে,' গম্ভীর চেহারায় বলল ও।

'নেই কেউ,' বলল জার্মান। 'আমি এখানে একা।' লোকটার বলবার ভঙ্গিতেই বোঝা গেল সত্যি কথা বলছে সে।

'ডাকাতির জিনিসগুলো কোথায়?' জিজ্ঞেস করল সিলভিও।

'কী?'

'ভ্যাটিকান ট্রেজার। কোথায় লুকানো হয়েছে?'

'ও, আপনি ভেবেছেন এখানে লুকানো হয়েছে?'

কাউন্টারের পিছনে চলে গেল রানা, ওয়ালথারের নলটা ঠেসে ধরল জার্মানের ঘাড়ে। 'তা হলে কোথায়?'

মুখটা সাদা কাগজের মতো হয়ে আছে লোকটার, শ্বাস নিতে গিয়ে ফোঁপাচ্ছে অল্প অল্প। 'একটা গুহার কথা বলতে শুনেছি ওদের আমি।'

'কোথাকার গুহা?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'দ্য কেভ অভ সার্পেন্টস। সাপের গুহা। ওটা এখান থেকে কাছেই।'

'আমি চিনি ওটা,' বলল সিলভিও।

আরও শক্ত করে লোকটার ঘাড়ে ওয়ালথার ধরল রানা। 'এবার বলুন এবাড়ির নীচে কী আছে।'

চকিতে আতঙ্কের ছাপ পড়ল লোকটার চেহারায়, হড়বড় করে বলল সে, 'কিছু নেই।'

পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করল সিলভিও আর রানা। 'ভ্যাটিকানে ডাকাতির জিনিসপত্র যদি কোনও গুহাতে থাকে তা হলে এবাড়ির তলায় কী আছে বলে মনে হয়, সিলভিও?' বলল রানা।

'মনটা বলছে খুঁজে দেখা দরকার,' সিলভিও গম্ভীর।

'বাঁধ্ একে,' বলল রানা। 'আমাদের হাতে বেশি সময় নেই।'

'পা-ও বাঁধব?'

'না। শুধু হাত দুটো পিছমোড়া করে।'

বেল্ট খুলে ওটা দিয়ে জার্মানের দুই হাত পিছনে নিয়ে বাঁধল সিলভিও, তারপর ওরই টাই খুলে ওর মুখে গুঁজে দিল। সে-সময়টা নীচে নামবার সিঁড়ি খুঁজল রানা। কোনও সিঁড়ি নেই। কিন্তু একটা ক্রুম-ক্লজিট খুলতেই সামনে লিফট দেখতে পেল ও।

'চলে আয়, সিলভিও,' ডাকল রানা, 'নীচে নামার পথ পাওয়া গেছে। ওটাকেও সঙ্গে নিয়ে আয়।'

লিফটে উঠল ওরা, সুইচ টিপতেই নিঃশব্দে নামতে শুরু করল এলিভেটর। এক তলা নেমে থামল ওটা। দরজা খুলে যেতে সামনে একটা করিডর পড়ল। দু'পাশে ঘর। খোলা দরজা দিয়ে একটা ঘরের ভিতর কী আছে দেখা যাচ্ছে। কয়েক পা এগিয়ে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে বাধল রানার। ঘরে অত্যাধুনিক ইকুইপমেন্ট ও মেশিনারি, ওগুলো আণবিক বোমা তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। একটা কাঁচের কেসের ভিতর প্লুটোনিয়াম কোরের খানিকটা দেখতে পেল ও।

'এটাই আপনাদের ল্যাবরেটরি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

মাথা ঝাঁকাল টেকনিশিয়ান।

ল্যাবরেটরিতে ঢুকে পড়ল ওরা।

'বাতিস্তার অফিস-কামরা কোনদিকে?'

চিবুক উঁচিয়ে দেখাল লোকটা একটা বন্ধ দরজার দিকে। তালা খুলতে এক মিনিট সময় নিল রানা। এ-ঘরে বিরাট একটা

ডেস্ক আছে। এক পাশে একটা স্টিলের ভল্ট লাল পর্দা দিয়ে আড়াল করা। ওটা খুলতে লেগে গেল রানা, ব্যাপারটাকে বিরাট চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছে। সাত মিনিট লাগল সবগুলো টাম্বলার জায়গামতো ফেলতে, তারপর খুলে গেল সেফ। ভিতরে জরুরি বেশ কিছু কাগজ পাওয়া গেল। ডেস্কের উপর কাগজগুলো রাখল ও, সিলভিও আর ও মনোযোগ দিয়ে পড়তে শুরু করল বাতিস্তার গোপন তথ্য।

'আগের কয়েকটা আর্ট মিউজিয়ামে ডাকাতি করা মাল-সামানের একটা তালিকা এটা,' একটা কাগজ রানাকে দেখাল সিলভিও। 'অনেকগুলো ডাকাতি করিয়েছে লিওনার্দো বাতিস্তা। এবার লোকটাকে বাগে পেয়েছি।'

আরেকটা কাগজ দেখাল রানা। 'ন্যাটো থেকে চুরি করা তথ্য।' একটা ফাইল তুলে চোখ বুলাল ও। 'ন্যাটো অফিশিয়ালদের তালিকা। যাদের ব্ল্যাকমেইল করেছে বাতিস্তা।'

'তুই যা খুঁজছিলি সেটা পেয়েছিস, রানা?' জিজ্ঞেস করল ব্যস্ত সিলভিও।

'না,' খচ্খচ্ করছে রানার মন। কী যেন ওর চোখ এড়িয়ে গেছে। তারপর মনে পড়ল। ভল্টটা। ওটার আকৃতি যেমন সেই তুলনায় গভীরতা কম কেন? আবার ওটার সামনে এসে দাঁড়াল রানা, ভিতরটা পরখ করে দেখল। পিছনের দেয়ালে পিস্তলের নলের বাড়ি দিতেই ফাঁপা আওয়াজ হলো। ভাল মত দেখল এবার রানা। ওখানে কোনও তালাচাবির ব্যবস্থা নেই। একটা ফল্স্ প্যানেল আছে, কাজেই ওটা খুলবারও কোনও না কোনও ব্যবস্থা থাকার কথা। ভল্টের ভিতরটা হাতড়াল ও। উপরের দিকে হাতে

কী যেন ঠেকল। একটা ছোট সুইচ। ওটা টিপতেই খুলে গেল প্যানেল। সামনে ঝুঁকল রানা। ভিতরে দুটো চাবি আর একটা রিসিট। রিসিটটা পড়ল ও। লকার নম্বর তিনশো বারো, ন্যাশনাল সুইস ব্যাঙ্ক, রোম শাখা।

সুইস ব্যাঙ্কের একটা লকারে কিছু রেখেছে বাতিস্তা। এমন কিছু, যেটা এই ভল্টের গোপন প্যানেলের ওপাশে লুকিয়েও নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। সিলভিওর দিকে তাকাল রানা। 'মনে হয় যা খুঁজছিলাম পেয়ে গেছি।'

'তা হলে তো তোর অ্যাসাইনমেন্ট খতম। আমার কাজ শেষ হবে আর্ট অবজেক্টগুলো উদ্ধার করতে পারলে।'

সিলভিওকে কয়েকটা ড্রয়িং দেখাল রানা, গলার ভিতরটা শুকনো লাগছে ওর। 'আমার কাজ শেষ হয়নি, দোস্ত। বাতিস্তা জিনিসটার তথ্য কপি করেছে। আণবিক অস্ত্রের একটা বিশেষ অংশ বানিয়েছে সে। এই যে এই কাগজগুলোতে ডিভাইসটা তৈরি বিষয়ক তথ্য আছে।' রানা বুঝতে পারছে এখন সিলভিওকে খানিকটা গোপন তথ্য জানাতেই হবে। ও যা করতে যাচ্ছে তাতে সিলভিওর সাহায্য দরকার হবে ওর।

'জিনিসটা কী কাজে আসে?' জিজ্ঞেস করল সিলভিও।

'আণবিক বোমার আকার কমিয়ে আনে ওটা, ফিশন ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়। ধর্ ফুটবলের চেয়ে সামান্য বড় একটা বোমা নাগাসাকির ফ্যাটম্যানের চেয়ে বেশি বিধ্বংসী হয়ে উঠবে। ভাবতে পারিস, বহন করা যাবে এমন একটা বোমা ধ্বংস করে দিতে পারবে গোটা একটা শহর? ফিশন ইমপ্রুভিং ডিভাইস সংযুক্ত একটা আণবিক বোমা লিওনার্দো বাতিস্তার হাতে আছে

ভাবতে আতঙ্ক হয় না?' অন্য প্রসঙ্গ টানল রানা। 'আমি এখন পরিষ্কার জানি, বাতিস্তা ফিশন ইমপ্রুভিং ডিভাইস ব্যবহার করেছে তার আণবিক বোমাতে। প্লুটোনিয়াম কোরটার খানিকটা একটু আগেই দেখেছিস তুই। তার মানে হচ্ছে ছোট অথচ শক্তিশালী একটা আণবিক বোমা আছে এখন লিওনার্দো বাতিস্তার হাতে!'

'লোকটা ওটা ব্যবহার করবে বলে মনে হয়?' রানার দিকে তাকাল সিলভিও। 'এতোটা উন্মাদ বাতিস্তা?'

'করবে। করবে সম্ভবত বাংলাদেশের চট্টগ্রামে।' চিকন ঘাম দেখা দিয়েছে রানার কপালে। রুমালে মুখ মুছল ও।

সিলভিও জিজ্ঞেস করল, 'বোমাটা এখন কোথায় থাকতে পারে? ওটা যে-কোনও ভাবেই হোক দখল করা দরকার!'

আরেকটা কাগজ চোখের সামনে ধরল রানা। 'টু মেগাটন ক্যাপাসিটি উইথ ডেস্ট্রাক্টশন রেডিয়াস অভ হান্ড্রেড মাইলস ফ্রম গ্রাউন্ড যিরো।'

'তোর দেশে ওটা ফাটিয়ে লাভ কী ওর?'

'আমেরিকান সরকার ফিশন ইমপ্রুভিং ডিভাইসটা কিনতে চায়। তার আগে তাদের দেখাতে হবে জিনিসটা কতোখানি কাজের। সেটাই দেখাবে বাতিস্তা চট্টগ্রামে আণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে।' নিজেকে দায়ী মনে হলো রানার। কপালের শিরা দপদপ করে লাফাতে শুরু করেছে ওর। ওর ভুলেই মাইক্রোফিল্মটা হাতে পেয়েছে বাতিস্তা। লোকটার সঙ্গে ওর ফোনালাপ থেকে এটা স্পষ্ট যে, বাংলাদেশের উপর চোখ আছে তার। তা-ছাড়া, আলবার্তো গেনযি স্পষ্ট করেই বলেছে বোমাটা চট্টগ্রামে ফাটানো হবে।' বাতিস্তার সুইটের সিন্দুকে কী পেয়েছিল মনে পড়ল ওর।

মার্কেন্ডাইয টু লিওনার্দো। তারিখটা দুই দিন আগের।

ইতালিয়ান শিপিঙের একটা ব্রোশার দেখে ডেস্ক থেকে ওটা তুলে নিল রানা। বেশ কয়েকটা জাহাজের রওনা হওয়ার তারিখ আছে ওটায়। লিওনার্দো রওনা হয়ে গেছে।

রানার কাঁধের উপর দিয়ে ব্রোশারটা দেখল সিলভিও। রানা বড় করে শ্বাস নিয়ে বলল, 'লিওনার্দো জাহাজে সম্ভবত ন্যাটো থেকে খোয়া যাওয়া নিউক্লিয়ার বোমাটা আছে। এশিয়ার বেশ কয়েকটা দেশ ছুঁয়ে চট্টগ্রাম বন্দরে যাবে জাহাজটা!'

আট

সেদিনই বিকেলে রোমে ফিরল রানা আর নিনা সুসমি, লকারের চাবি আর রিসিটটা পৌঁছে গেল চাইনিজ দূতের হাতে। সিলভিও রয়ে গেছে সিসিলিতেই। তার ইন্টারপোলের কলিগরা যাবার পর সাপের গুহা থেকে ভ্যাটিকান আর্ট ট্রেজার উদ্ধার করবে। ইতিমধ্যেই টেকনিশিয়ান লোকটাকে তুলে দেওয়া হয়েছে সিসিলিয়ান পুলিশের হাতে। সিলভিও রোমে ইন্টারপোলে যোগাযোগ করে কথা বলে ঠিক করেছে, রোম আর ক্যাপ্রি পোলিযিয়া দেখামাত্র মাফিয়া ডন লিওনার্দো বাতিস্তাকে গ্রেফতার করবে। সরকারের নির্দেশে সতর্ক হয়ে গেছে ইতালিয়ান পুলিশ।

মাফিয়োসোদের ধরতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

রোমে ফিরেই ঢাকায় যোগাযোগ করে সংক্ষিপ্ত একটা রিপোর্ট করেছে রানা মেজর জেনারেল (অবঃ) রাহাত খানকে।

'সিচুয়েশন ইয ভেরি গ্রেভ, রানা,' আলোচনার শেষে এসে বলেছেন রাহাত খান। 'সিআইএর অনিলকে তো চেনো, আমাদের প্ল্যান্ট। ও খবর পাঠিয়েছে সিআইএর ওপর-মহলে ঢাকঢাক গুড়গুড় হচ্ছিল কী নিয়ে যেন। কৌতূহলী হয়ে ওঠে ও। জানতে পেরেছে একটা আণবিক বোমা ফাটানো হবে এশিয়ায়। এখন তোমার কথা থেকে মনে হচ্ছে বোমাটা বাংলাদেশেই ফাটানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। যদি তা-ই হয়ে থাকে, তা হলে যেভাবেই হোক ঠেকাতে হবে সেটা।'

'আমি আমার সাধ্য মতো করব, সার,' ফোন রাখবার সময় বলেছে রানা।

মেজর জেনারেল (অবঃ) রাহাত খানের সঙ্গে কথা শেষে আহত ফু-চুঙের ঘরে গিয়ে বসেছে রানা।

একটু আগে চাইনিজ দূত ফোন করে জানিয়েছেন লকারটায় মাইক্রোফিল্ম দুটো পাওয়া গেছে। খবরটা জেনে রানাকে বুকে জড়িয়ে ধরেছে ফু-চুং, তারপর ক্ষতে ব্যথা পেয়ে তবে ছেড়েছে। তারপর যখন ও শুনল লিওনার্দো বাতিস্তা ফিশন ইমপ্লোভিং ডিভাইসটা তৈরি করেছে তখন একেবারে আঁৎকে উঠল।

'বলিস কী!'

'হ্যাঁ,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। 'আমার ধারণা লিওনার্দো নামের একটা জাহাজে নিউক্লিয়ার ডিভাইসটা তুলেছে সে। ওটা চট্টগ্রাম বন্দরের দিকে চলেছে।'

'সর্বনাশ! তোর বসকে জানিয়েছিস?'

'হ্যাঁ।'

'তোর কি মনে হয় বোমাটা চট্টগ্রামে ব্যবহার করবে উন্মাদটা?'

'করবে,' রানা গম্ভীর। 'অসম্ভব বেপরোয়া লোক লিওনার্দো বাতিস্তা। টাকার জন্য করতে পারে না এমন কাজ নেই। আর বোমাটা ফাটালে সম্ভবত ফিশন ইমপ্রুভিং ডিভাইসটা বিক্রি করে আমেরিকানদের কাছ থেকে একশো মিলিয়ন ডলার পাবে সে। বাতিস্তা হয়তো জানে না মাইক্রোফিল্ম দুটো তার হাত ছাড়া হয়ে গেছে। আর সে যেমন জেদি বেপরোয়া মানুষ, যদি জানতে পারে এখন আর তার টাকা পাবার উপায় নেই, তা হলে হয়তো জেদের বশেই বোমাটা ফাটিয়ে দেবে।'

বেশ কিছুক্ষণের জন্য চুপ হয়ে গেল ফু-চুং, কিছুক্ষণ পর বলল, 'আমরাই তোদের বিপদে ফেলে দিয়েছি তা হলে? তুই বাতিস্তার পিছনে লাগায় চট্টগ্রামে বোমাটা ফাটাতে চাইছে সে?'

'না,' এক কথায় ফু-চুংকে নাকচ করে দিল রানা। 'বিরাট ধ্বংসযজ্ঞ হবে এমন একটা এলাকা দরকার ছিল তার। চট্টগ্রামকে সম্ভবত সে আদর্শ টার্গেট হিসেবে বেছে নিয়েছে।'

'আরও কেউ জানে কীভাবে ফিশন ইমপ্রুভিং ডিভাইসটা তৈরি করতে হয়?'

'মনে হয় না। ড্রয়িং যা দেখেছি প্রত্যেকটা অসম্পূর্ণ। বাতিস্তা সম্ভবত কয়েকজন টেকনিশিয়ানকে দিয়ে বিভিন্ন কম্পোনেন্ট তৈরি করিয়েছে। ড্রয়িংগুলো আমি নষ্ট করে দিয়েছি।'

প্রসঙ্গ পাল্টাল ফু-চুং। 'বোমাটার শক্তি কতোটা?'

'একশো মাইল ডেস্ট্রাকশন রেডিয়াস। তারপর আছে সেকেন্ডারি আর টারটিয়ারি শকওয়েভ। বোমাটার আকার সম্ভবত খুবই ছোট। বহন করা সম্ভব। একটা ট্রাঙ্কে এঁটে যাবে। আমি বসকে জানিয়েছি ক্রুজ শিপ লিওনার্দোকে চট্টগাম বন্দরের ধারেকাছে যেতে দেয়া চলবে না।'

'উন্মাদটা কী করবে সেক্ষেত্রে?'

'বঙ্গোপসাগরে বোট নামিয়ে যদি কোনও ভাবে উপকূলে পৌঁছায় তা হলে তাকে ঠেকাচ্ছে কে! বন্দরের কাছাকাছি যদি ওটা সে পানিতে ফেলে দেয় তা হলে যখন খুশি ফাটাতে পারবে। বঙ্গোপসাগরে ফাটালেও যে ক্ষতি হবে তা অপূরণীয়। এবার একটা তথ্য দে। ফিশন ইমপ্রুভিং ডিভাইসটা কাজ করে কীভাবে?'

'ওটার একটা রিমোট কন্ট্রোল ডেটোনেটর আছে,' বলল ফু-চুং। 'ঢাকায় বসেও সুইচ টিপে বোমাটা ফাটাতে পারবে সে।'

'অন্তত ষাট লাখ লোক মারা যাবে সেক্ষেত্রে,' গলা কেঁপে গেল রানার। 'বস্ বলেছেন জাহাজটা তিনি একশো মাইল দূরে থাকতেই থামানোর ব্যবস্থা করবেন। আর আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন জাহাজে উঠে যাতে বোমাটা খুঁজে বের করতে চেষ্টা করি।'

'নিনাকেও নিয়ে যাবি তা হলে তুই,' বলল ফু-চুং। 'অনেক সাহায্যে আসবে ও। নিউক্লিয়ার ডিভাইস ডিঅ্যাক্টিভেট করতে জানে নিনা। এ বিষয়ে স্পেশাল ট্রেইনিং আছে ওর। তা ছাড়া ফিশন ইমপ্রুভিং ডিভাইসটা উদ্ধার করতে পারলে ওটা নষ্ট করে ফেলবে ও।'

এক কথায় রাজি হয়ে গেল রানা। ফু-চুংকে বিশ্রাম নিতে বলে ঘর থেকে বের হলো ও, কিচেনে নিনাকে পেল। ওকে খুলে বলল ফু-চুং কী বলেছে। চুপ করে শুনল নিনা, তারপর বলল, 'আমি তা হলে তোমার সঙ্গে যাচ্ছি। ঠিক আছে, রানা, চিন্তা কোরো না, বোমাটা আমরা ঠিকই খুঁজে বের করে ডিঅ্যাক্টিভেট করতে পারব।'

'শিপিং অফিসে ফোন করে লিওনার্দোর রুট জেনে নিচ্ছি আমি,' বলল রানা। 'চার্টার করা প্লেনে চলে যাব ওটার যাত্রাপথের সামনে। ওখানে পৌঁছে প্যারাশুট নিয়ে জাম্প করতে হবে।' একটু থামল রানা, নিনার রেকর্ড মনে পড়ে যাওয়ায় জিজ্ঞেস করল, 'আগে কখনও প্যারাশুট-জাম্প করেছ তুমি?'

'না।' ক্ষণিকের জন্য মুখ থেকে রক্ত সরে গেল নিনার, পরক্ষণেই লালচে হয়ে গেল চেহারা। বলল, 'ভয় লাগবে, তবে চিন্তা করি না। তুমি আছো সঙ্গে। কবে যাচ্ছি?'

'ওয়ারেন্টটা হাতে পেলেই। ইন্টারপোলের সাহায্য নিচ্ছি আমরা,' জানাল রানা। 'ইন্টারপোল আমাদের ক্রুজ শিপ লিওনার্দোতে তদন্ত ও সার্চ করার অথোরিটি দেবে। সিলভিও ওসব ব্যবস্থা করতে পারবে। কাজেই চিন্তা কোরো না, মাঝ সাগরে আমাদের ফেলে চলে যাবে না লিওনার্দো।' সামান্য হাসল রানা। 'আর ফেলে গেলেই কী, তুমি আছো সঙ্গে, অন্তরঙ্গ সময় কেটে যাবে চমৎকার। এমনও হতে পারে, তুমি হয়তো নিজেই বলবে, আমাকে চুমু খাও।'

'কক্ষনো না,' জ্বলে উঠল নিনার দু'চোখ। 'তোমার মতো মানুষকে কখনও আমি কাছে ঘেঁষতে দেব না। তুমি মেয়েদের মন

নিয়ে খেলা করে আনন্দ পাও।'

রানা মন থেকে চট্টগ্রামের ধ্বংসযজ্ঞের চিন্তা দূর করতে হালকা কথায় নিজেকে ব্যস্ত রাখতে চেয়েছিল, কিন্তু নিনা সুসমিকে ফাঁৎ করে জ্বলে উঠতে দেখে সে-চেষ্টায় ক্ষান্ত দিয়ে ড্রয়িং রুমে ফিরল, ফোন করল শিপিং লাইন্সের অফিসে, জেনে নিল লিওনার্দো জাহাজটা এখন কোথায় আছে। পিঠ বেয়ে ঠাণ্ডা ঘাম নামল ওর ক্লার্কের কথা শুনে। প্রায় শ্রীলঙ্কার কাছাকাছি চলে গেছে লিওনার্দো! সাজানো গোছানো চট্টগ্রাম শহরটা মনের চোখে দেখতে পেল ও, দেখতে পেল নিষ্পাপ চেহারার লক্ষ লক্ষ পাহাড়ি ভাই-বোনদের চেহারা—পরক্ষণেই দেখতে পেল ব্যাঙের ছাতার মতো একটা আগুনের গোলক উঠছে চারপাশ ছাপিয়ে, পরমুহূর্তে ছাই হয়ে গেল সবকিছু, দাউ-দাউ জ্বলছে আগুন সবখানে। একজন মানুষও বেঁচে নেই আর। কয়েক শতকের জন্য মৃত্যুপুরী হয়ে গেছে চিটাগাং, বান্দরবান, রাঙামাটি, কক্সবাজার এবং আরও ছোট-ছোট অনেকগুলো জনপদ।

কলম্বো। হোটেল শেরাটন। সুইট নম্বর তিনশো বারো। ফোনটা বেজে উঠতেই শ্যাম্পেনের গ্লাস টেবিলে নামিয়ে রিসিভার তুলল লিওনার্দো বাতিস্তা। 'হ্যালো।'

'সর্বনাশ হয়ে গেছে, ডন,' কনসিলিয়ারি পাবলো ব্যালেস্কোনির কাঁপা গলা শুনতে পেল সে। 'আমাদের সিসিলির ল্যাবোরেটরিতে রেইড করেছে পুলিশ। ভ্যাটিকান গ্যালারি থেকে সংগ্রহ করা আর্টিফ্যাক্টগুলোও কেভ অভ সার্পেন্টস থেকে উদ্ধার করেছে। আর এই একটু আগে যোগাযোগ করেছিলাম আমাদের

সুইস ব্যাঙ্কের সঙ্গে, ওখান থেকে খবর পেলাম, আপনার লকার থেকে রিসিট দেখিয়ে ওখানে রাখা সবকিছু, এমনকী আমাদের ব্যবসার সমস্ত গোপন তথ্য বের করে নিয়ে গেছে। তথ্যগুলো ক্যারাবিনিয়ারের হাতে তুলে দিয়েছে মাসুদ রানা।'

'কী বলছ!' গর্জে উঠল বাতিস্তা। ভাগ্যের এই বিপর্যয় মেনে নিতে পারছে না সে। 'লকারের চাবি বা রিসিট পেল কী করে ওরা? এ অসম্ভব!' স্পষ্ট বুঝতে পারছে আমেরিকানদের কাছ থেকে এখন আর এক পয়সাও পাবে না সে। নিলামেরও প্রশ্ন ওঠে না। তার সমস্ত পরিকল্পনা মাঠে মারা গেছে।

'ডন, ওই মাসুদ রানা গিয়েছিল ওখানে পুলিশের আগে। সম্ভবত সে-ই লকারের চাবি আর রিসিট খুঁজে পায়। তার আগে আমাদের দু'জন গার্ডকে খুন করেছে সে, তারপর জার্মান বিজ্ঞানীকে তুলে দিয়েছে পুলিসের হাতে। আপনার সেফ খোলা ছিল। চাইনিজদের হাতে সব গোপন তথ্য তুলে দেয় ওই লোক। ওর সঙ্গে ছিল ইন্টারপোলের ইন্সপেক্টর সিলভিও বেনেডিক্টো। জার্মান বিজ্ঞানী ওমের্তার শপথ ভঙ্গ করে এমন সব তথ্য দিয়েছে যে ন্যাটোর নিউক্লিয়ার বোমা চুরির দায়ে এখন গোটা ইতালিতে আপনাকে খুঁজছে পুলিশ। ড্রাগ জয়েন্টগুলোতেও হামলা করছে। ন্যাটোর যেসব অফিশিয়াল আমাদের হাতে ছিল তারাও চোখ উল্টে নিয়েছে। ওই মাসুদ রানা, ডন, সে আমাদের দরকারী সমস্ত কাগজ নষ্ট করে ফেলেছে, কাউকে ব্ল্যাকমেইল করা যাবে না আর। সুযোগ পেয়ে সবাই এখন আমাদের বিরুদ্ধে উঠে-পড়ে লেগেছে। যাদের ঘুষ দিয়ে আমরা বশ করে রেখেছিলাম তারাও ওপরমহলের চাপে আমাদের বিরুদ্ধে চলে গেছে। আপনার বেশ

কয়েকটা বাড়ি রেইড করা হয়েছে, কম্পিউটারগুলো সিয করে নিয়ে গেছে। খবরের কাগজগুলো স্পেশাল এডিশন বের করছে আমাদের বিভিন্ন কীর্তি-কলাপের খবর দিয়ে। ইতালিতে ফিরে আসা আপনার জন্য আর নিরাপদ নয় মোটেই। নতুন পরিচয়ে আপনাকে অন্য কোথাও ঘাঁটি গাড়তে হবে। আমিও পালাচ্ছি। জানি না পুলিশের হাত থেকে বাঁচতে পারব কি না।' এক নাগাড়ে কথা বলতে বলতে হাঁফ ধরে গেছে ব্যালেস্কোনির, একটু থেমে বলল, 'ডন, লাইনে আছেন?'

'আছি।' দাঁতে দাঁত পিষল বাতিস্তা। 'শোনো ব্যালেস্কোনি, পরিস্থিতি সামলাতে চেষ্টা করো। যত টাকা লাগে লাগুক। আমাদের হাতে যত কর্মকর্তা আছে তাদের কাজে লাগাও। মোট কথা, আমার বিরুদ্ধে সমস্ত প্রমাণ নষ্ট করার জন্যে যা করতে হয় করো। তোমার কাছ থেকে গ্রীন সিগন্যাল পেলেই ইতালিতে ফিরব আমি।'

'সম্ভব নয়, ডন,' হালছাড়া গলায় জানাল ব্যালেস্কোনি। 'পরিস্থিতি আওতার বাইরে চলে গেছে। আমাদের দলের ওপর সারির সবাই এখন পালাতে ব্যস্ত। পালাচ্ছি আমিও।'

খটাস করে ফোন রেখে দিল বাতিস্তা। দাঁতে দাঁত পিষে বলল, 'মাসুদ রানা, তোমাকে দেখে নেব আমি। চট্টগ্রাম নয়, ঢাকা শহরটাকে ধুলো বানিয়ে মিশিয়ে দেব আমি বাতাসে! আমি আসছি, মাসুদ রানা, দেখব তোমার দৌড় কতোখানি!'

মাথা থেকে সব চিন্তা ঝেড়ে ফেলে গগলের এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর পারিবারিক প্রাইভেট বিমান কম্পানিতে ফোন করল রানা, নিজের

পরিচয় দিয়ে চার্টার করল তাদের সবচেয়ে দ্রুতগামী প্লেনটা। জানিয়ে দিল দুটো প্যারাশুট আর একটা লাইফর‍্যাফ্‌টও লাগবে ওর, সাগরে জাম্প করবে ওরা প্লেন থেকে। কাজটা সেরে ঘরে ফিরে পোশাক পাল্টে শুয়ে পড়ল বিছানায়। আধঘণ্টা পর ওর ডাক পড়ল খাওয়ার টেবিলে, নিনার রান্না শেষ।

কয়েক পদের সুস্বাদু খাবার সেরে নিনাকে ধন্যবাদ দিয়ে বিশ্রাম নিতে ঘরে ফিরল রানা। আজ রাতে অনেক কাজ পড়ে আছে ওর। মোকাবিলা করতে হবে বেশ কিছু সমস্যার। সিলভিও রোমে থাকলে ভাল হতো। ও না ফিরলে অন্য ব্যবস্থা করতে হবে ওকে।

ছ' দিন পেরিয়ে গেল অধীর অপেক্ষায়। সিলভিওর ঐকান্তিক চেষ্টায় ইন্টারপোলের চিফকে ধরে লিওনার্দো জাহাজে তল্লাসী চালাবার কর্তৃত্ব পেয়ে গেছে রানা। সিলভিও ওদের দুজনকে ইন্টারপোলের অস্থায়ী তদন্তকারী অফিসার হিসেবে নিয়োগও আদায় করে দিয়েছে।

গতকাল রাত এগারোটায় ভ্যাটিকান ট্রেজার উদ্ধার শেষে বিশ্ব-বিজয়ীর ভঙ্গিতে রোমে ফিরেছে সিলভিও, সরাসরি অফিসে গেছে। তার আধঘণ্টা পর ইন্টারপোলের ট্র্যান্সমিটারে জাহাজটার সঙ্গে যোগাযোগ করে ক্যাপ্টেনের সঙ্গে আলাপ সেরেছে রানা। ক্যাপ্টেনের নাম পাওলো বার্জিনি, তাঁকে জানানো হয়েছে প্লেন থেকে প্যারাশুট নামতে দেখলেই যেন তিনি সাগর থেকে দুইজন ইন্সপেক্টরকে জাহাজে তুলে নেন। ঠিক হয়েছে শেষ আধঘণ্টা জাহাজের সঙ্গে রেডিও কন্ট্যাক্ট রক্ষা করবে ওরা প্লেন থেকে।

ট্যাক্সি নিয়ে এয়ারপোর্টের দিকে রওনা হয়ে নিনাকে বলল রানা, 'ভয় লাগছে প্যারাশুট নিয়ে জাম্প করতে হবে বলে? পারবে তো, নাকি শেষে পিছিয়ে যাবে?'

'জানি না,' অনিশ্চিত শোনাল নিনা সুসমির কণ্ঠ। 'সময় আসুক, বুঝতে পারব।'

'সাগরে জাম্প করব আমরা,' বলল রানা। 'মাটিতে নামার চেয়ে কাজটায় ঝুঁকি অনেক কম। পানিতে পড়েই প্যারাশুট খুলে ফেললেই আর কোনও বিপদের ভয় নেই। কীভাবে খুলতে হবে সেটা আমি তোমাকে প্লেনে দেখিয়ে দেব। তারপর র‍্যাফটে চড়ব আমরা, লিওনার্দো জাহাজ আমাদের তুলে নেবে। তাদের সঙ্গে রেডিওতে যোগাযোগ করেছি সিলভিও আর আমি. তারা জানে আমরা জাহাজে উঠছি।'

'মনে হয় পারব জাম্প করতে,' রানার দিকে চেয়ে হাসবার চেষ্টা করল নিনা সুসমি।

এয়ারপোর্ট অথোরিটিকে ইন্টারপোলের তরফ থেকে জানানো হয়েছে রানা আর নিনা সুসমি চার্টার করা প্লেনে করে রওনা হবে। কাস্টমস কোনও ঝামেলা করল না, রানা আর নিনা সশস্ত্র অবস্থাতেই প্লেনে উঠতে পারল।

প্রাইভেট এয়ারলাইন্স কম্পানি মাঝারি আকৃতির একটা কার্গো জেট বিমান তৈরি রেখেছে ওদের জন্য। রূপালী ডানা মেলে রানওয়েতে বসে ছিল ওটা। রানা আর নিনা কার্টে করে ওটাতে গিয়ে চড়তেই ইঞ্জিন চালু করল পাইলট। লোকটা রানার পরিচিত, গগলের বন্ধুর বড় ভাই, মাঝবয়সী সুখী এক বিবাহিত মানুষ। ইন্টারকমে ভেসে এলো তার গলা: 'সেনিয়র রানা, ওয়েলকাম

অ্যাবোর্ড। নিশ্চিন্তে বিশ্রাম নিন। রওনা দিচ্ছি আমরা। আশা করি আট ঘণ্টা পর গন্তব্যে পৌঁছে যাব। উইশ ইউ বেস্ট অভ লাক, সেনিয়র।'

ট্যাক্সিইং শুরু করল কার্গো প্লেন, তারপর সংক্ষিপ্ত একটা দৌড় শেষে উড়াল দিল আকাশে। বাঁক নিয়ে কোনাকুনি দক্ষিণ-পুবে চলল ওটা, ছুটল সরাসরি ক্রুজ শিপ লিওনার্দের যাত্রাপথের দিকে।

ইতালিয়ান লাইন্স ক্রুজ শিপ লিওনার্দের ডিটেইল সেইলিং প্ল্যান জানিয়েছে রানাকে। পাইলটও জানে ঠিক কোথায় তাকে যেতে হবে।

আধঘণ্টা পর রানা আর নিনা সুসমিকে ঠাণ্ডা মাংস, পাউরুটি আর সারা গায়ে অজস্র ফুটোওয়ালা সুইস পনির দিয়ে আপ্যায়ন করা হলো। খাওয়া শেষে স্টুয়ার্ড ট্রে নিয়ে বিদায় হতেই চোখ বুজল রানা, ঘুমিয়ে পড়ল দেখতে দেখতে। ওর পাশে নিনা আড়ষ্ট হয়ে বসে থাকল। হয়তো ভাবছে প্যারাশুট নিয়ে লাফ দেবার মুহূর্তে কেমন লাগবে।

ছয় ঘণ্টা পর স্টুয়ার্ডের কাছ থেকে প্যারাশুট দুটো চেয়ে নিল রানা, নিনা সুসমিকে দেখাল কীভাবে ওগুলো কাজ করে।

'শুধু এই ছোট রিংটা ধরে টান দিতে হবে আমাকে?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল নিনা সুসমি। 'এর বেশি আর কিছু না?'

'না। রিং ধরে টান দিলেই চলবে। তবে তার আগে প্লেন থেকে বেশ খানিকটা নীচে খসে পড়তে হবে তোমাকে। আস্তে ধীরে দশ পর্যন্ত গুনবে, তারপর টান দেবে রিঙে।' একটু থামল রানা, তারপর বলল, 'এটা যদি এয়ারড্রপ এয়ারক্র্যাফট হতো তা

হলে ব্যাপারটা আরও সহজ হতো। প্লেনের অ্যাপার‍্যাটাসই তোমার রিং খুলে দিত, কিন্তু এই প্লেনে সে-সুযোগ নেই।'

'সব ঠিক মতো ঘটবে তো? খুলবে প্যারাশুট?' রানার চোখের দিকে চেয়ে নির্ভরতা খুঁজল নিনা সুসমি।

অভয় দিল রানা, 'খুলবে। যদি কোনও কারণে, দশ হাজার ভাগের এক ভাগ সম্ভাবনা সেটা, না খোলে, তোমার কোমরে বাঁধা ইমার্জেন্সি প্যারাশুটের এই রিংটায় টান দেবে। চিন্তা কোরো না, দুটো প্যারাশুটই দক্ষ লোকে প্যাক করেছে, কাজেই না খুলবার কোনও কারণ নেই।'

'আর কিছু?'

'রিংটা আঙুলে পেঁচিয়ে রেখো, ছেড়ো না।'

'রিং ছাড়ব না,' আওড়াল নিনা সুসমি।

এক ঘণ্টা পর ক্রুজ শিপ লিওনার্দের সঙ্গে যোগাযোগ করল ওদের প্লেনের পাইলট, রানা তখন ককপিটে। জাহাজের ক্যাপ্টেনকে জানানো হলো ঠিক কোথায় রানা আর নিনা সুসমিকে খুঁজতে হবে তার।

বিকেলের সোনালী রোদ ঢুকছে প্লেনের ককপিটে। সুনীল আকাশ যেন আর এক সমুদ্র। এক ফোঁটা মেঘ নেই কোথাও। খানিক পর সাদা রঙ করা ওশন লাইনারের লম্বাটে আকৃতি দেখতে পেল রানা অনেক নীচে। দেখলে মনে হয় সাগরে স্থির হয়ে আছে, একটা খেলনা জাহাজ ওটা।

ফিউজিলাজে নিনার পাশে ফিরে এলো রানা। 'আমাদের জাম্পের সময় হয়েছে। এবার তৈরি হতে হবে।' নিজের হাতে নিনাকে প্যারাশুট পরিয়ে দিল ও, নিজেও পরে নিল।

স্টুয়ার্ড কার্গো প্লেনের সাইড ডোর খুলে দিল। হু-হু করে বাতাস ঢুকল প্লেনের ভিতর। বিমানের গতির কারণে শিস তুলে পিছনে ছুটছে বাতাস। দরজার সামনে পাশাপাশি দাঁড়াল রানা আর নিনা সুসমি। ওদের সামনে বিস্তৃত নীল আকাশ আর নীচে সুনীল ভারত মহাসাগর।

'ঠিক আছে, নিনা,' বলল রানা, মনে মনে নিনার সাহসের তারিফ করছে, 'নীচে তাকিয়ো না। রিং ধরে দরজা দিয়ে লাফ দিয়ে দশ গুনবে, তারপর টান দেবে রিঙে। আমি ঠিক তোমার পেছনেই থাকব।'

'ওকে,' হাসবার চেষ্টা করল নিনা সুসমি, মুখটা ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে ওর। পরক্ষণেই রানাকে বিস্মিত করে লাফ দিল ও দরজা দিয়ে। খুশি হলো রানা। মেয়েটাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলতে খারাপই লাগত ওর। দশ সেকেন্ড পরেই নীচে সাদা ছাতার মতো প্যারাশুটটা খুলে যেতে দেখল ও। স্টুয়ার্ডের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল রানা, তারপর লাফ দিল ও-ও।

নিয়মিত প্যারাশুট জাম্প না করলে পতনের প্রথম কিছুক্ষণ পেটে অদ্ভুত একটা অনুভূতি হয়। রানারও হলো। সাঁই-সাঁই করে সাগরের দিকে নেমে চলেছে ও তীরের গতিতে। বাতাসের হিসহিস টানা আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে দু'কানে। বাতাসের ঝাপটায় শ্বাস নেওয়া কষ্টকর হয়ে দাঁড়াল। রিং ধরে টান দিল রানা, মাথার উপর ঝট্ করে খুলে গেল প্যারাশুট। একটা ঝাঁকি খেলো ও, ডিগবাজি খেতে হলো ওকে একবার, তারপর পতনের গতি কমে গেল অনেকটা। রোদে মণিমানিকের মতো ঝিলমিল করা নীলচে সাগরের চঞ্চল ঢেউগুলোর দিকে ধীরেসুস্থে নামছে ও

এখন। ওর ডানে খানিকটা নীচে নিনাকে দেখতে পেল, বাতাসে তার প্যারাশুট অল্প-অল্প টলছে। সামান্য পিছনে দেখল ও লিওনার্দো জাহাজটার সাদা আকৃতি, দু'পাশে ঢেউ তুলে পানি চিরে এগিয়ে আসছে ওটা।

ওটাতে সম্ভবত একটা নিউক্লিয়ার বোমা আছে।

নয়

ক্রুজ শিপ লিওনার্দোর সাদা বো থেকে শ'তিনেক গজ সামনে ভারত মহাসাগরের গভীর নীল অশান্ত পানিতে ঝুপ করে নামল নিনা। জাহাজটা ইঞ্জিন বন্ধ করে দিয়েছে, থেমে দাঁড়িয়ে মৃদু মৃদু দুলছে এখন ঢেউয়ের দোলায়। রানা পানিতে পড়বার আগে লক্ষ করল জাহাজের পাশ থেকে একটা মাঝারি বোট নামানো হচ্ছে। ওর মাথার উপর তৃতীয় একটা সাদা প্যারাশুট দেখতে পেল ও, র‍্যাফট নিয়ে নামছে ওটা। ঠিক তখনই ঝপাস করে সাগরে পড়ল ও, ডুবে গেল পতনের ফলে।

কয়েক সেকেন্ড পর মাথা তুলল রানা পানির উপর, প্যারাশুটের হার্নেস থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়েছে। নোনা পানিতে চোখ জ্বালা করে উঠল। দু'হাতে চোখ ডলে বড় বড় ঢেউয়ের উপর দিয়ে নিনাকে দেখতে চেষ্টা করল ও। একটু পরেই দেখতে পেল, পঁচিশ গজ দূরে হার্নেসমুক্ত হয়ে সাঁতার কাটছে

সে। চৌকোনা প্যাকেট করা র‍্যাফটটা ওর পাশেই নামল। সাঁতরে সুসমির কাছে চলে গেল রানা, ওর সরু কোমর পেঁচিয়ে ধরল এক হাতে।

'আমি পেরেছি,' ঝলমল করে উঠল নিনার চোখ-মুখ। 'আমি জাম্প করতে পেরেছি!' ভুলে গেছে যে রানা ওর কোমর জড়িয়ে ধরে আছে।

'এবার র‍্যাফটে উঠে পড়ো,' তাগাদা দিল রানা মৃদু হেসে। বাক্স আকৃতির প্যাকেটের এক পাশের প্লাগ ধরে টান দিল ও, সাগরের ঢেউয়ের আওয়াজ ছাপিয়ে উঠল বাতাসের ফোঁস ফোঁস, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে হলুদ র‍্যাফট ফুলে ফেঁপে খুলে গেল। হাঁচড়ে পাঁচড়ে ওটাতে উঠল রানা, নিনার হাত ধরে টেনে তুলল।

ওদের দিকে এগিয়ে আসছে জাহাজ থেকে নামানো বোট। বারো মিনিটের মাথায় ওদের পাশে চলে এলো ওটা। বেশ কয়েকজন তরুণ ইতালিয়ান নাবিক আছে ওতে। ওদেরকে বোটে উঠতে সাহায্য করল তারা, নিনা মাথা থেকে ক্যাপ খুলতেই ওর হাঁটু পর্যন্ত দীর্ঘ ঘন কালো চুল দেখে বিস্মিত হয়ে গেল সবাই। এক তরুণ নিচু স্বরে শিস বাজাল। কড়া চোখে তাকে দেখল নিনা সুসমি।

জাহাজে উঠবার পর লিওনার্দোর কর্মচারীরা ব্যস্ত হয়ে উঠল রানা আর নিনার আরাম আয়েশের ব্যবস্থা করতে। যাত্রী যারা ওদের প্লেন থেকে নামতে দেখেছে তারা ভিড় করল, কিন্তু ক্যাপ্টেনকে দেখা গেল না কোথাও। রানা মনে মনে বলল, লিওনার্দো বাতিস্তা যদি জাহাজে থেকে থাকে তা হলে ওদের দেখেছে সে. সতর্ক হয়ে গেছে। কিন্তু করার কিছু নেই।

আপত্তি করবার পরও ওদের দু'জনকে জাহাজের ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। ডাক্তার ভদ্রলোক নির্দেশ জারি করেছেন, যেতেই হবে ওদের, স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে দেখবেন তিনি ওরা সম্পূর্ণ সুস্থ আছে কি না। ভদ্রলোক কথা বলতে ভালবাসেন, ভাব দেখে মনে হলো তাঁর ধারণা ওদের হাতে প্রচুর অলস সময় আছে।

এগ্যামিনেশনের পর তরুণ এক এগ্যেকিউটিভ অফিসার পথ দেখিয়ে ওদের নিয়ে এলো ফার্স্টক্লাসের একটা কেবিনে। বলল, 'দুঃখিত, মাত্র এই একটা কেবিনই খালি আছে। দু'জনের জন্যে আলাদা কেবিনের ব্যবস্থা করা সম্ভব হলো না।'

রানার দিকে তাকাল নিনা সুসমি। রানা সরাসরি কাজের কথায় এলো, 'এখন ক্যাপ্টেনের সঙ্গে দেখা করা যাবে?'

'খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে, সেনিয়র।' তরুণের মুগ্ধ চোখ নিনার উপর থেকে সরছে না। 'আমি জেনে এসে আপনাদের বলছি।' অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিদায় নিয়ে বেরিয়ে গেল সে।

'শুকনো কাপড় দিয়েছে,' বলল নিনা। বিছানা দেখাল সে। ওর জন্য একটা ব্লাউজ, স্কার্ট আর উলের সোয়েটার আর রানার জন্য ওর্সটেড সুট আর স্পোর্টস শার্ট। সেই সঙ্গে নরম চামড়ার স্যান্ডেল। পোশাক নিয়ে টয়লেটে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল নিনা, একটু পরেই নতুন পোশাকে ফিরল। চমৎকার লাগছে ওকে দেখতে।

রানাও পোশাক পাল্টে ফেলেছে। ওকে দেখতে সিসিলিয়ান যুবক জিগোলোর মতো লাগছে। বলল, 'খুব ধীরস্থির একটা ভাব দেখাচ্ছে লোকগুলো। শীঘ্রি যদি ক্যাপ্টেনের সঙ্গে আমাদের দেখা

করার ব্যবস্থা না করে তা হলে আমি নিজে যাব তাকে খুঁজতে।'

সঙ্গের সেলোফিনের ওয়াটার প্রুফ ব্যাগ থেকে ওয়ালথার আর স্টিলেটো বের করল ও, পিস্তলটা পরীক্ষা করে দেখল। এবার শোল্ডার হোলস্টার কাঁধে পরে ওটাতে রেখে দিল ওয়ালথার, বাহুতে খাপে পুরল স্টিলেটো। নিনা ওর স্কার্টের তলায় উরুর হোলস্টারে রাখল নাকবোঁচা চাইনিজ পিস্তল।

'চলো, এবার যাওয়া যাক,' পনেরো মিনিট পরেও এগ্‌যেকিউটিভ অফিসার না ফেরায় বলল রানা। 'আমাদের হাতে সময় বেশি নেই।'

ডেকে বেরিয়ে এলো ওরা। জাহাজটা বিশাল বলে ব্রিজ খুঁজে ওখানে যাওয়া কঠিন। বিশ মিনিট হাঁটতে হলো ওদের সবচেয়ে উপরের যাত্রী-ডেকে পৌঁছুতে। রানা ওখানে একজন নাবিককে জিজ্ঞেস করল ক্যাপ্টেনকে কোথায় পাওয়া যাবে।

'ক্যাপ্টেন, সেনিয়র?' ভ্রূ উঁচু করল নাবিক। 'তাঁকে এখন পাওয়া যাবে না।'

'উনি আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন,' বলল নিনা।

ওর দিকে সন্দেহ নিয়ে তাকাল নাবিক। 'আপনাদেরকে স্টুয়ার্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।'

'এগ্‌যেকিউটিভ অফিসারকে কোথায় পাওয়া যাবে?' ধৈর্য হারাচ্ছে রানা। 'আমাদের কেবিনে এসে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল তার।'

'সেনিয়র বারটোল্ডি? ব্রিজে পাবেন তাঁকে।'

'ধন্যবাদ।' নাবিককে পাশ কাটিয়ে শেকল দেওয়া একটা সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল রানা নিনা সুসমিকে পাশে নিয়ে।

'থামুন!' পিছন থেকে ছুটে এলো নাবিক, এক হাত বাড়িয়ে রানার পথ আটকাল। 'স্টুয়ার্ডের সঙ্গে কথা বলতে হবে আপনাদের আগে।'

'দেখো,' রেগে উঠে বলল রানা, 'সেনিয়র বারটোল্ডির সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি আমরা। তুমি নিয়ে যাবে, না আমরা নিজেরাই যাব?'

এক মুহূর্ত রানার গম্ভীর চেহারা দেখল নাবিক, তারপর বলল 'ভেরি ওয়েল, সেনিয়র, আমার পিছনে আসুন।'

শেকলটা খুলল সে, তার পিছু নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ব্রিজে হাজির হলো রানা আর নিনা। একটা প্যাসেজওয়েতে ওদের দাঁড় করিয়ে ব্রিজে ঢুকল নাবিক। দরজা দিয়ে সাদা ইউনিফর্ম পরা লোক দেখতে পেল রানা। একটু পরেই তাদের একজন বেরিয়ে এলো। এ সেই তরুণ এগ্‌যেক্টিউটিভ অফিসার।

'সেনিয়র রানা, সেনিয়রা সুসমি,' চওড়া হাসল সে।

'ক্যাপ্টেন কোথায়?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'উনি জানিয়েছেন শীঘ্রি আপনাদের সঙ্গে দেখা করবেন।'

বিরক্তি বোধ করতে শুরু করেছে রানা। বিস্তারিত কিছু না জানালেও ইতালিয়ান লাইন্সের নেপলস হেডঅফিস এতক্ষণে নিশ্চয়ই ক্যাপ্টেন বার্জিনিকে জানিয়েছে ওদের মিশনের গুরুত্ব কতোটা।

'আমরা এখনই ক্যাপ্টেনের সঙ্গে দেখা করতে চাই,' বলল রানা। 'জরুরি কাজ আছে আমাদের তাঁর সঙ্গে।'

'কিন্তু, সেনিয়র রানা, ক্যাপ্টেনের দায়িত্ব অনেক। ব্যস্ত মানুষ তিনি। যখন তখন...'

'এসব কথা রাখুন, মিস্টার বারটোল্ডি,' কড়া শোনাল রানার কণ্ঠ। 'এই জাহাজ্ এবং সবক'জন যাত্রীর নিরাপত্তা নির্ভর করছে আমরা সফল হবো কি না তার ওপর। আমাদের হাতে সময় খুব কম।'

এগ্‌যেকিউটিভ অফিসারের চেহারায় চিন্তার ছাপ পড়ল। একটু দ্বিধা করে সে বলল, 'ঠিক আছে, আমার সঙ্গে আসুন।'

খানিকটা হাঁটবার পর ক্যাপ্টেনের কেবিনের সামনে হাজির হলো ওরা। বন্ধ দরজায় নক করল বারটোল্ডি। ভিতর থেকে মোটা একটা গলা শোনা গেল, যেতে বলছে। দরজা খুলল বারটোল্ডি, তার পিছু নিয়ে কেবিনে প্রবেশ করল রানা আর নিনা সুসমি।

কাঠের তৈরি ডেস্কের পিছনে বসে আছেন প্রকাণ্ডদেহী এক লালমুখো দানব। চুলে হালকা পাক ধরেছে তাঁর। চেহারা দেখলে অসম্ভব বদরাগী বলে মনে হয়। এগ্‌যেকিউটিভ অফিসার পরিচয় করিয়ে দেওয়ায় চেয়ার থেকে উঠে হাত বাড়িয়ে দিলেন। 'আপনারাই তা হলে প্যারাশুট করে নেমেছেন? জাহাজে উঠবার নাটকীয় পন্থা, সন্দেহ নেই। আপনি কি বলেন, সেনিয়র রানা?'

'আর কোনও উপায় ছিল না প্যারাশুট করে নামা ছাড়া,' বলল রানা।

'বসুন,' সামনের চেয়ার দেখিয়ে হাতের ইশারা করলেন ক্যাপ্টেন বার্জিনি।

বসল রানা আর নিনা সুসমি।

'আমাকে জানানো হয়েছে আপনারা একজন লোককে এই জাহাজে খুঁজছেন,' বললেন ক্যাপ্টেন বার্জিনি। 'জানতে পারি কি

কেন তাকে কোনও বন্দরে জাহাজ থেকে নামার সময় গ্রেফতার করার চেষ্টা করা হলো না?'

'কারণ তাকে পাওয়া যাবে কি না তাতে সন্দেহ আছে,' বলল রানা। 'সম্ভবত ছদ্মবেশ নিয়ে আছে সে। তা ছাড়া, সে এই জাহাজে একটা জিনিস তুলেছে, যেটা আমরা খুঁজছি। জাহাজটা কোনও বন্দরে নোঙর করার আগেই জিনিসটা আমাদের খুঁজে বের করতে হবে।'

'আচ্ছা!' চোখ সরু করে রানাকে দেখলেন ক্যাপ্টেন। 'ড্রাগস মনে হচ্ছে? তা আপনার আইডেন্টিফিকেশন দেখতে পারি?'

ইন্টারপোল থেকে সংগ্রহ করা আইডি দেখাল রানা।

'ইন্টারপোল অফিসার। আচ্ছা! আর ভদ্রমহিলা? উনি কি?'

'আমার কাজে সাহায্য করতে এসেছেন উনি।'

'ও।' ভদ্রতার হাসি হাসলেন ক্যাপ্টেন। 'বারটোল্ডি আপনাদের খোঁজাখুঁজির সময় সঙ্গে থাকবে, সেনিয়র রানা। আত্মরক্ষার প্রয়োজন ছাড়া জাহাজে পিস্তল ব্যবহার করবেন না আপনি। আমার যাত্রীদের প্রাইভেসি নষ্ট করবেন না কোনও অবস্থাতেই। আমি চাই না আপনি তাদের সঙ্গে কোনও ধরনের যোগাযোগ করুন।'

'ক্যাপ্টেন বার্জিনি,' আবার ধৈর্য হারাতে শুরু করেছে রানা। 'আমি কী চাই সেটা এখনও পুরোপুরি বলা হয়নি। আমার কথা শোনার আগেই কী করা যাবে আর কী করা যাবে না সেটা দয়া করে স্থির করবেন না।'

বারটোল্ডি আর ক্যাপ্টেন বার্জিনি বিরক্ত দৃষ্টি বিনিময় করল। ক্যাপ্টেন বার্জিনি শীতল গলায় বললেন, 'আপনার সঙ্গে আলাপ

করার জন্য সারাদিন পড়ে নেই আমার, সেনিয়র রানা। আরও যদি কিছু আপনার বলার থাকে তা হলে দয়া করে সংক্ষেপে সারুন।'

রানা বলল, 'ক্যাপ্টেন, আমরা শুধু একজন লোককে খুঁজছি না। আমাদের ধারণা এই জাহাজে ভয়ঙ্কর একটা অস্ত্র তুলেছে সে।'

'অস্ত্র?'

'হ্যাঁ।' বার্জিনির চোখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে রানা। 'পারমাণবিক অস্ত্র।'

সামান্য বিস্ফারিত হলো ক্যাপ্টেন বার্জিনির চোখ

'ইন্টারপোলের ধারণা জিনিসটা একটা নিউক্লিয়ার বোমা,' বলল রানা।

'জিসাস!' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল তরুণ বারটোল্ডি।

মুহূর্তের জন্য ক্যাপ্টেনের চেহারায় আশঙ্কার ছায়া পড়ল, তারপর আগের মতোই নিস্পৃহ হয়ে গেল মুখটা। 'আপনাদের সন্দেহ যে সত্য, এমন কোনও প্রমাণ আছে?'

'আছে,' দৃঢ় গলায় বলল রানা। 'নইলে কি খামোখা এখানে বেড়াতে পাঠানো হয়েছে আমাদের? আমরা জানতে পেরেছি, এই জাহাজে একটা পারমাণবিক বোমা তোলা হয়েছে। জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছলেই ফাটানো হবে সেটা।'

'কী প্রমাণ সেটা বলুন।'

'তদন্তের খাতিরে ওসব গোপন রাখতে হচ্ছে আমাকে,' বলল রানা। 'আমাদেরকে সহযোগিতা করা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছে আপনাদের সরকার, আপনি আপনার নির্দেশ পেয়েছেন। কিন্তু এ-

জাহাজে উঠে দেখছি, বৈরী আচরণ করা হচ্ছে আমাদের সঙ্গে। আপনার ঢিলিমিলি ভাবটা দূর করবার জন্য গোপন তথ্যের কিছুটা অংশ জানানো হয়েছে, তবে এই তথ্য ক্লাসিফায়েড, গোপন রাখলেই ভাল করবেন। শুধু জেনে রাখুন, আপনাকে কিছু প্রমাণ দিতে আসিনি আমরা, বোমা এ জাহাজেই আছে, সেটা খুঁজে বের করতে এসেছি।'

খানিকটা সময় অস্বস্তিকর নীরবতায় কেটে গেল। তারপর ক্যাপ্টেন বললেন, 'তা হলে বোমাটা খুঁজে বের করতে চান আপনি আমার জাহাজ সার্চ করে?'

'ক্যাপ্টেন,' বলল বারটোল্ডি। 'আমি কয়েকজন নাবিককে খোঁজার কাজে লাগিয়ে দিতে পারি।'

'অন্তত দশজন লোক দরকার আমার,' বলল রানা। 'লিওনার্দো বড় জাহাজ, আর আমাদের হাতে সময়ও বেশি নেই। নেপলস থেকে যেসব যাত্রী উঠেছে তাদের কেবিন সার্চ করার মাধ্যমে কাজ শুরু করতে পারি আমরা। যাকে আমরা খুঁজছি তার নাম প্যাসেঞ্জার লিস্টে থাকবে না। আপনাদের বড় কর্তা সে, সেনিয়র লিওনার্দো বাতিস্তা!'

'কী বলছেন!'

'হ্যাঁ। আপনি রেডিওর মাধ্যমে খোঁজ নিয়ে দেখতে পারেন। এই মুহূর্তে ইতালিয়ান পুলিশ তাকে খুঁজছে। কিন্তু এখনও তাকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি। সে এই জাহাজে ছদ্মবেশ নিয়ে উঠে থাকতে পারে।'

'তাঁরও এই ক্রুজে আসার কথা ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আসেননি তিনি। কর্মকর্তা আর কর্মচারীদের আন্দোলনের মুখে

এই প্রমোদ ভ্রমণের ব্যবস্থা করেন তিনি সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য। নিজে এসে সবাইকে বিদায় জানান।' চেয়ারে হেলান দিলেন ক্যাপ্টেন বার্জিনি। 'আমাদের বেশিরভাগ যাত্রীই নেপলস থেকে উঠেছে, সবাই তারা আমারই মত সেনিয়র লিওনার্দো বাতিস্তার কর্মচারী। আপনি যা বলছেন তা করতে হলে তাদের সবাইকে বিরক্ত করা হবে। যাত্রীদের নির্দিষ্ট কিছু অধিকার আছে সেটা জানেন নিশ্চয়ই, সেনিয়র রানা?'

'সেই অধিকারের একটা হলো জাহাজে নিরাপত্তা পাবার অধিকার,' বলল রানা। মনে মনে ভাবল, বিদ্রোহী কর্মকর্তা কর্মচারীদেরও চট্টগ্রামে আণবিক বিস্ফোরণে খতম করে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে তা হলে বাতিস্তা? মুখে বলল, 'আমি আপনাকে অনুরোধ করব আমার কথা গুরুত্বের সঙ্গে নিতে। সেই সঙ্গে এ-ও বলব, সার্চ পার্টির নেতৃত্বে আমি থাকছি। এ-ধরনের কাজে আমার পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে। আরেকটা কথা, আমি চাই জাহাজের গতি আপনি কমিয়ে দিন। তাতে সময় বেশি পাব আমরা হাতে।'

'গতি কমিয়ে দেব!' ক্যাপ্টেনের গলায় স্পষ্ট আপত্তির সুর। 'প্রশ্নই ওঠে না! শিডিউল মেইনটেইন করতে হবে আমাকে। এমনিতেই রুট চেঞ্জ করা হয়েছে, চট্টগ্রামে পৌঁছাতে হবে আমাকে নির্দিষ্ট সময়ে। কারও কথায় গতি কমাব না আমি। তা ছাড়া সবকিছু করছেন আপনারা স্রেফ আন্দাজের ওপর নির্ভর করে। আপনি এমন কী জানেনও না আসলে জাহাজে বোমা আছে কি নেই। না, লিওনার্দো যে গতিতে চলছে সে গতিতেই চলবে।'

'ক্যাপ্টেন...'

'আর,' বাধা দিলেন বার্জিনি রানাকে, 'সার্চের নেতৃত্বে থাকবে

সেনিয়র বারটোল্ডি। আপনি তার কাছ থেকে নির্দেশ নেবেন, সেনিয়র রানা, অথবা সার্চ করা চলবে না। কী বলছি বুঝেছেন?'

'পরিষ্কার,' তিক্ত গলায় বলল রানা। 'তবে আপনাকে আমি জানাতে বাধ্য হচ্ছি, ইন্টারপোলে আপনার অসহযোগিতার বিষয়ে রিপোর্ট করব আমি।'

'সাধ্য মতো সহায়তা করছি আমরা, সেনিয়র রানা,' ক্লান্ত ভঙ্গিতে বললেন ক্যাপ্টেন। বারটোল্ডির দিকে তাকালেন তিনি, 'সঙ্গে দশজন লোক নাও। এঁদেরও সঙ্গে নিয়ো। কেবিন সার্চ করতে শুরু করো। থার্ড ক্লাস থেকে কাজ আরম্ভ করবে। ওখানে যদি কিছু পাওয়া না যায় তা হলে দেখা যাবে অন্য কোথাও খোঁজা হবে কি না।'

লোকটার গোঁয়ার্তুমি অবিশ্বাস্য। রানা সিদ্ধান্ত নিল, জাহাজটা পুরোপুরি সার্চ করতে বাধা দেওয়া হলে ওয়ায়্যারলেস করবে ও ইন্টারপোলের হেডকোয়ার্টারে।

'সহযোগিতা করার জন্যে অনেক ধন্যবাদ,' তিক্ত স্বরে কথাটা বলে চেয়ার ছাড়ল রানা।

'ইউ আর কোয়াইট ওয়েলকাম, সেনিয়র রানা,' বললেন ক্যাপ্টেন বার্জিনি। 'আরেকটা ব্যাপার, বারটোল্ডি, কোনও যাত্রী যদি সার্চের ব্যাপারে আপত্তি জানায় তা হলে তার কেবিন সার্চ করা চলবে না। তাকে আমার কাছে নিয়ে আসবে তুমি। আমি দেখব কেন সে সার্চ করতে দিতে রাজি নয়।'

'হাতে অতো সময় পাব না আমরা,' বলল রানা।

'আপনারা এবার আসতে পারেন,' হাতের ইশারা করলেন বার্জিনি।

নিনাকে পাশে নিয়ে কেবিন থেকে বেরিয়ে এলো রাগান্বিত রানা। ওদের ঠিক পিছনেই আছে বারটোল্ডি।

ক্যাপ্টেনের তুলনায় বারটোল্ডি অনেক সহনীয়। ফিকুজা নামের এক নাবিককে ডাকল সে, দ্রুতই আরও নয়জন লোক সংগ্রহ করে ফেলল। বারটোল্ডি, রানা আর নিনার সঙ্গে সার্চে অংশ নেবে মোট দশজন।

লাউডস্পিকার সিস্টেমে ঘোষণা দেওয়া হলো, ডিনারের পর থার্ড ক্লাসের যাত্রীরা তাদের কেবিনে থাকবে, সেখানে তাদের লাগেজ চেক করা হবে। লিওনার্দো বাতিস্তা যদি জাহাজে থাকে তা হলে সে আরও সতর্ক হয়ে যাবে, ভাবল রানা। কিন্তু করবার কিছু নেই। ক্যাপ্টেন লোকটা সত্যিই বেয়াড়া।

বিকেলটা কাটল লাগেজ চেক করে। পাওয়া গেল না কিছু। যাত্রীরা তাদের কেবিনে না থাকলে কেবিন সার্চ করা গেল না। তবে ভাগ্য ভাল, বেশিরভাগ যাত্রীকেই কেবিনে পাওয়া গেল। মাঝরাতে ক্যাপ্টেনের আদেশে সার্চ স্থগিত করতে হলো।

বেশ কিছুক্ষণ তর্কের পর ইঞ্জিন রুম সার্চ করবার অনুমতি পাওয়া গেল তাঁর কাছ থেকে। কিন্তু ইঞ্জিন রুমেও সন্দেহজনক কিছু পেল না রানা।

পরদিন সকালে সবাইকে বেশ খানিকক্ষণের জন্য বিশ্রাম দিতে হলো। ইতালিয়ান নাবিকরা কোথাও বসলেই ঘুমিয়ে পড়ছিল। রানা আর নিনাও বড় বেশি ক্লান্তি বোধ করছে। দুপুরের খাবারটা সেরে আবার সার্চ শুরু হলো। সেকেন্ড ক্লাস আর ফার্স্ট ক্লাসও বাদ গেল না এবার।

দু'ঘণ্টার জন্য চেন্নাই (মাদ্রাজ) বন্দরে থামল জাহাজ। ওখানে

নয় জন টুরিস্ট উঠল। তাদের দু'জন হিপ্পি। সবার লাগেজ চেক করা হলো। পাওয়া গেল না সন্দেহজনক কিছু।

সারাদিন খুঁজল ওরা, যাত্রীদের বেশিরভাগই সহায়তা করল। কয়েকজন শুধু ক্যাপ্টেনের সঙ্গে কথা বলতে চাইল, তবে পরে তাদের প্রত্যেকেই নিজেদের জিনিসপত্র ঘাঁটতে দিল।

দ্বিতীয় দিনের শেষে লিস্টের সবক'জন যাত্রীর কেবিনই সার্চ করা হয়ে গেল। লিওনার্দো বাতিস্তার দেখা মিলল না, নিউক্লিয়ার ডিভাইসের সঙ্গে আকৃতি মেলে এমন কিছুও পাওয়া গেল না। ব্যর্থতার স্বাদ পাচ্ছে রানা। মনটা তিক্ত হয়ে আছে ওর। চট্টগ্রাম আর মাত্র আটশো কিলোমিটার।

ক্যাপ্টেন বার্জিনির কাছে ক্রুদের কেবিন সার্চ করবার অনুরোধ জানাতেই তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন তিনি। 'সেনিয়র রানা, ইতিমধ্যেই কি আপনার কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়নি যে বোমার ব্যাপারে ভুল ধারণা করেছেন আপনি?'

'না,' দৃঢ় গলায় জানাল রানা। 'প্রতি পদে আমাদের কাজে বাধা দিচ্ছেন আপনি, সেনিয়র বার্জিনি। আপনি যদি এরকম বাড়াবাড়ি করতেই থাকেন, ইন্টারপোলের মাধ্যমে আমি ইতালিয়ান পুলিশকে ব্যাপারটা জানাতে বাধ্য হব। সেটা আপনার জন্যে মোটেও ভাল হবে না। তা ছাড়া এমনও হতে পারে, চট্টগ্রামে পৌঁছুলেই গ্রেফতার করা হবে আপনাকে। আপনি কি তা-ই চান?'

চেহারা থেকে গোঁয়ার্তুমির ছাপটা দূর হয়ে গেল ক্যাপ্টেনের, নিচু গলায় বললেন, 'আপনি কি আমাকে হুমকি দিচ্ছেন, সেনিয়র রানা?'

'যা খুশি ভাবতে পারেন আপনি,' বলল রানা, রেগে বোম হয়ে আছে। 'জাহাজের সবখানে সার্চ করার জন্যে যা করা দরকার সব করব আমি। এটা ছেলেখেলা নয়। আগামীকাল সকালেই বঙ্গোপসাগরে পড়বে লিওনার্দো। ওখানে থামানো হবে জাহাজটা। বাংলাদেশ নেভি থামাবে। ষাট লাখ লোকের মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে এই ক্রুজ শিপকে চট্টগ্রাম বন্দরে যেতে দিতে পারি না আমরা। জাহাজে যদি সত্যিই নিউক্লিয়ার বোমা থাকে এবং সেটা যদি যে-কোনও সময়ে ডেটোনেট করা হয়, তা হলে কী ঘটবে সেটা চিন্তা করতে পারেন? আপনি নিজেও তো বাঁচবেন না।'

বারটোল্ডি নরম গলায় বলল, 'ক্যাপ্টেন, কেবিন সার্চ করলে ক্রুরা কেউ কিছু মনে করবে বলে মনে হয় না।'

ডেস্ক ছেড়ে উঠে কামরায় অস্থির ভাবে পায়চারি আরম্ভ করলেন ক্যাপ্টেন বার্জিনি। একটু পর গম্ভীর চেহারায় রানার দিকে তাকালেন। 'ঠিক আছে, সেনিয়র রানা, সার্চ করতে পারেন আপনি। কিন্তু আমার অফিসারদের কোয়ার্টার সার্চ করার সময় ব্যক্তিগত ভাবে আমি থাকব আপনার সঙ্গে।'

'যা আপনার ইচ্ছে।'

ধীরে চলছে তল্লাসীর কাজ। এক সময় শেষ হলো। পাওয়া গেল না কিছুই। ইতিমধ্যে ক্যাপ্টেনের টিটকারি গা সওয়া হয়ে গেছে রানার। ক্ষেপে তিনি একেবারে ফেটে পড়লেন যখন তাঁর কেবিন সার্চ করা হলো। কাজটা শেষ হতেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'এবার আপনি মেনে নেবেন যে, কোনও বোমা নেই?'

'না,' এক কথায় জানাল রানা। 'আমি সুপারস্ট্রাকচার সার্চ করব। লাইফবোটগুলোও।'

'উন্মাদ!' বিড়বিড় করলেন ক্যাপ্টেন, 'কোত্থেকে উঠে এসেছে একমাত্র ঈশ্বরই জানে!' তবে সার্চ করবার অনুমতি দিলেন।

খানিকক্ষণ ওদের সঙ্গ দিল বারটোল্ডি, তারপর বিদায় নিয়ে চলে গেল সে-ও। এখন শুধু রানা আর নিনা খুঁজছে। গ্যালি আর ফুড স্টোরেজ কম্পার্টমেন্টগুলো সব খুঁজে দেখল ওরা। নেই সন্দেহজনক কিছু।

'ক্যাপ্টেন হয়তো ঠিকই বলেছে, রানা,' ডিনারের সময় হালছাড়া গলায় বলল নিনা। 'হয়তো আসলেই জাহাজে বোমাটা নেই।'

'কথাটা সত্যি হলে ভাল হতো,' বলল রানা। 'কিন্তু আমি জানি বোমাটা এই জাহাজেই আছে। রুট বদলেছে লিওনার্দো, শ্রীলঙ্কায় না থেকে থেমেছে মাদ্রাজে, এখন সরাসরি চট্টগ্রামের দিকে চলেছে। ব্যাপারটা কাকতালীয় হতেই পারে না। বাতিস্তা আছে এসবের পেছনে। সে চাইছে জাহাজটা দ্রুত চট্টগ্রামে পৌঁছাক। এমনও হতে পারে কোনও জায়গা খুঁজতে বাকি আছে আমাদের, অথবা আমাদের সঙ্গে যারা সার্চ করেছে তারা বোমাটা চিনতে পারেনি। এখনই আমরা বঙ্গোপসাগরে আছি। কাল সকালেই জাহাজটা থামাবে বাংলাদেশ নেভি। সেসবের ব্যবস্থা করতে আজ রাতেই আমাকে বিসিআইতে রিপোর্ট করতে হবে।'

'কী বলবে তুমি?' জিজ্ঞেস করল সুসমি।

'জানাব ব্যর্থ হয়েছি। মেজর জেনারেল রাহাত খান যা ভাল বোঝেন করবেন। শুধু এটুকুই বলতে পারি, চেষ্টার কোনও ত্রুটি করিনি আমরা।'

রাতের খাবার সেরে কেবিনে ঢুকল ওরা, তার আগে রেডিও

রুম থেকে বিসিআইতে যোগাযোগ করল রানা। একটা ব্যাপার ওকে গভীর চিন্তায় ফেলে দিয়েছে। রেডিওম্যানের সঙ্গে আলাপ করে ও জেনেছে জাহাজ চেন্নাই বন্দর ছাড়বার পর থেকে কয়েকটা মেসেজ এসেছে। ওগুলোর বিষয়বস্তু ইতালিতে মাফিয়া ডন বাতিস্তার বিরুদ্ধে পুলিশের তৎপরতা। কেউ মেসেজগুলো নিতে আসেনি। রেডিওম্যান হলফ করে বলেছে ক্যাপ্টেন ও তার কাছে ছাড়া রেডিও রুমের চাবি কারও কাছে নেই, অথচ সে যখন অফ্ ডিউটিতে ছিল তখন তার ডেস্কের কাগজপত্র নাড়াচাড়া করা হয়েছে।

পাশ ফিরে শুলো রানা। দু'জনের মাঝখানে একটা বালিশ রেখে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়েছে নিনা। রানা জেগে থাকল আরও বেশ খানিকক্ষণ, তারপর মেডিটেশন করে শরীরটাকে শিথিল করে ঢলে পড়ল ঘুমের কোলে।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে টয়লেটে ঢুকল ও, মনে মনে ভাবছে, বাংলাদেশ নৌবাহিনী জাহাজটা থামাতে আসবে কখন?

নাস্তা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হলো ওকে, তারপর টের পেল থামছে জাহাজটা, ইঞ্জিনের আওয়াজ পাল্টে গেছে। মেগাফোনে ইতালিয়ান আর ইংরেজি ভাষায় ক্রুজ শিপ লিওনার্দোকে থামতে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। ডেকে বেরিয়ে এলো রানা আর নিনা সুসমি। নৌবাহিনীর তিনটে জাহাজ লিওনার্দোর আগে অবস্থান নিয়েছে, পতপত করে উড়ছে ওগুলোর সবুজের বুকে লাল সূর্যওয়ালা বাংলাদেশি পতাকা।

ব্রিজের কাছে চলে গেল রানা আর নিনা সুসমি, দেখল রাগী গলায় অফিসারদের নির্দেশ দিচ্ছেন ক্যাপ্টেন বার্জিনি। লিওনার্দো

থামবার পর নৌবাহিনীর জাহাজ তিনটে থেকে ক্রুজ শিপে উঠে এলো নৌবাহিনীর পঁচিশ-তিরিশজন সশস্ত্র জওয়ান। তাদের পিছু নিয়ে জাহাজে উঠলেন মেজর জেনারেল। তাঁর সঙ্গে নৌবাহিনীর রিয়ার অ্যাডমিরাল আর বিখ্যাত টুপিটা মাথায় দিয়ে চট্টগ্রামের জনপ্রিয় মেয়রও আছেন। এরপর উঠল জাহেদ, সলীল, সোহেল, সোহানা, রূপা সহ বিসিআইয়ের পনেরোজন প্রথম সারির এজেন্ট। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় অবস্থান নিল তারা, সবাই সশস্ত্র। মেগাফোনে নির্দেশ জারি করা হলো: যাত্রীরা সবাই যার যার কেবিন থেকে বের হবেন না। জাহাজে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হচ্ছে। কাউকে বাইরে দেখা গেলে বিনা প্রশ্নে গুলি করা হবে।

ব্রিজে ঢুকে ক্যাপ্টেনকে নিজের পরিচয় দিলেন রিয়ার অ্যাডমিরাল, তারপর রাহাত খানের পরামর্শে একটা কনফারেন্স করতে চাইলেন ক্যাপ্টেনের কক্ষে।

বাধ্য হয়ে রাজি হলেন ক্যাপ্টেন বার্জিনি। মেজর জেনারেল, রিয়ার অ্যাডমিরাল, মেয়র এবং বিসিআইএর এজেন্টদের সঙ্গে রানা ও নিনা সুসমিও থাকল। নিভানো সিগার টানছেন রাহাত খান, তাঁর কপালের এক পাশের শিরা দপদপ করে লাফাচ্ছে। রানাকে ভ্রূ কুঁচকে কড়া চোখে দেখলেন।

'তা হলে লিওনার্দো বাতিস্তাকে খুঁজে পাওনি তুমি জাহাজে? পুরো জাহাজ ভাল করে খুঁজে দেখা হয়েছে?'

'জী, সার।' হঠাৎ থমকে গেল রানা, বলল, 'আরেকটা জায়গার কথা এই মাত্র মনে এসেছে আমার, সার। আমি ওখানে যাচ্ছি। ফিরে আসতে সময় লাগবে না।'

ভ্রূ কোঁচকালেন রাহাত খান। 'কোথায় যাচ্ছ?'

'পার্সারের অফিসে, সার,' জবাব দিল রানা 'ক্যাপ্টেন বার্জিনি বলেছিলেন এক লোক তাঁর সঙ্গে দামি কোনও জিনিস রাখার ব্যাপারে আলাপ করতে এসেছিল। তার মানে জাহাজে একটা সেফ আছে।' বারটোল্ডির দিকে তাকাল রানা, চোখে প্রশ্ন। ইতালিয়ান ভাষায় জিজ্ঞেস করল ও সেফ আছে কি না জাহাজে।

'নিশ্চয়ই, সেনিয়র রানা,' মাথা ঝাঁকাল বারটোল্ডি। 'আসুন আমার সঙ্গে।'

তার সঙ্গে আরেকটা অফিসে চলে এলো রানা আর নিনা সুসমি। বারটোল্ডি কোমর থেকে চাবি বের করে বিরাট সেফটা খুলল। ভিতরে তাকাল রানা, বড়সড় একটা কিছু মোড়কে মোড়ানো আছে দেখে খুলল ওটা। জিনিসটা রূপার একটা আর্টিফ্যাক্ট, আণবিক বোমা নয়। হতাশ হতে হলো ওকে।

'আর কিছু দেখবেন?' জিজ্ঞেস করল বারটোল্ডি।

'না।'

ক্যাপ্টেনের অফিসে ফিরল ওরা, রাহাত খান তাকানোয় আস্তে করে মাথা নাড়ল রানা। কী যেন মনে পড়ি পড়ি করছে ওর, অথচ মনে করতে পারছে না।

চেহারায় অসহায় ভাব, কেবিনের ভিতর অস্থির হয়ে পায়চারি করছেন ক্যাপ্টেন। ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে আছেন মেজর জেনারেল, এখন তাঁর চুরুট থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে

'সেনিয়র রানা আমার দশজন লোক নিয়ে পুরো জাহাজ খুঁজেছেন,' বললেন ক্যাপ্টেন 'বোমা থাকলে সেটা তিনি ঠিকই পেয়ে যেতেন

'আমি সত্যিই দুঃখিত, ক্যাপ্টেন,' শান্ত গলায় বললেন রিয়ার অ্যাডমিরাল, 'আবারও সার্চ না করে আপনার জাহাজ আমরা চট্টগ্রাম বন্দরে যেতে দিতে পারব না।'

'সার্চ তো করতেই হবে,' বললেন মেয়র। 'আমরা তো আর লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন হুমকির মুখে ফেলে দিতে পারি না!'

রানার দিকে কড়া চোখে তাকালেন ক্যাপ্টেন বার্জিনি। ভাব দেখে মনে হলো তাঁর ধারণা, ও-ই এই দুর্ভোগ ডেকে এনেছে। এমনকী, নিউক্লিয়ার বোমা যদি বেরিয়ে পড়ে, সেটাও রানার কাজ হওয়া বিচিত্র নয়। হঠাৎ বিগড়ে গেল তাঁর মেজাজ। 'আপনারা কি বলতে চান এই খোলা সাগরে আপনারা সার্চের পর সার্চ করতে থাকবেন আর আমার যাত্রীরা বসে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতেই থাকবে?'

'একটা কাজ করা যায়,' বললেন মেজর জেনারেল (অবঃ) রাহাত খান। সবার চোখ তাঁর দিকে ঘুরে গেল। 'যাত্রীদের আমরা নৌবাহিনীর জাহাজে করে বন্দরে পৌঁছে দিতে পারি। বন্দরে তাদের আরাম-আয়েশের বন্দোবস্ত করা হবে। এদিকে জাহাজটা আবার সার্চ করব আমরা।'

চট্ করে আপত্তি জানাল রানা, 'কিছু মনে করবেন না, সার, আমার মনে হয় যাত্রীরা সবাই এই জাহাজে থাকলেই ভাল হয়।'

'ঠিক বলেছ,' কেন রানা এ-কথা বলছে তা না বুঝেই ওকে সমর্থন করলেন বৃদ্ধ, চট্ করে মত পালটে ফেললেন। 'হ্যাঁ, এখানে থাকলেই ভাল হয়। ওদের সামনেই আমরা আবার সার্চ করব পুরোটা জাহাজ।'

'সার্চ করবেন,' হাল ছাড়া গলায় বললেন ক্যাপ্টেন বার্জিনি

হতাশ ভঙ্গিতে এপাশ-ওপাশ করলেন মাথাটা। 'আর কয়বার, জেনারেল?'

'যতবার খুশি,' জবাব দিলেন রিয়ার অ্যাডমিরাল। 'এটা একটা দেশের নিরাপত্তার ব্যাপার।'

'ঠিক আছে,' অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজি হলেন বার্জিনি। ধপ করে নিজের চেয়ারে বসলেন তিনি। 'কিন্তু আমি বলে দিচ্ছি, কোনও বোমা যদি না পাওয়া যায়, তা হলে আমার কম্পানি এই অসুবিধের জন্যে আপনাদের সরকারের কাছে ইতালিয়ান দূতাবাসের মাধ্যমে অসন্তোষ প্রকাশ করে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দাবি করবে।'

'অত্যন্ত দুঃখিত চিত্তে সেই অসন্তোষ আমরা গ্রহণ করব,' বললেন মেয়র নরম গলায়। 'প্রয়োজনে ক্ষতিপূরণও দেয়া হবে।'

কনফারেন্স রুমে বিরাজ করছে থমথমে নীরবতা। রানা এতোক্ষণ যা মনে করতে পারছিল না সেটা হঠাৎ করেই মাথায় ঝিলিক দিল ওর। ও জিজ্ঞেস করল, 'ক্যাপ্টেন বার্জিনি, আপনি বলেছিলেন লিওনার্দো বাতিস্তা নিজে এসেছিল তার লোকদের বিদায় দিতে। তখন কি সে এই ঘরে এসেছিল?'

'হ্যাঁ,' বিরক্ত চোখ গরম করে রানাকে দেখলেন ক্যাপ্টেন।

রাহাত খানও রানার দিকে ভ্রূ কুঁচকে তাকালেন। 'ঠিক কী জানতে চাইছ, রানা?'

'একটা কথা ভাবছি, সার,' বলল রানা। ক্যাপ্টেনের দিকে তাকাল। 'এখানে কী সে কোনও মিটিং করে?'

'করেছিলেন। তারপর কর্মচারীরা চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পর তিনিও বেরিয়ে যান।'

'তার সঙ্গে কি আর কেউ ছিল?'

'কর্মচারীরা বিদায় নেয়ার পর পেটমোটা একজন লোক দেখা করতে আসে তাঁর সঙ্গে। মিনিট পাঁচেক ছিল সে।'

'সে-সময় আপনি এঘরে ছিলেন?'

'না।' মুখটা লাল হয়ে গেল বার্জিনির। 'আমাকে তিনি বাইরে থেকে ঘুরে আসতে পরামর্শ দেন।'

রানা বলল, 'বোঝাই যাচ্ছে, জাহাজের ভল্টের বদলে বোমাটা লুকানোর আরও ভাল ব্যবস্থা করেছে বাতিস্তা, এই ঘরেই কোথাও সে বোমাটা রেখে গেছে।'

'কী বলছেন! বার্জিনি প্রতিবাদ করে উঠলেন। এখন তাঁকে কিছুটা দ্বিধান্বিত মনে হচ্ছে।

'আপনি চান বা না চান এই কেবিনটা আমরা ভাল মতো সার্চ করব,' শীতল শোনাল রাহাত খানের কণ্ঠ। 'আপনাকে কিছুক্ষণের জন্য ব্রিজে গিয়ে বসতে অনুরোধ করছি।'

টকটকে লাল হয়ে গেল ক্যাপ্টেনের মুখটা, তবে বেরিয়ে গেলেন তিনি। রাহাত খানের নির্দেশে একজন বিসিআই এজেন্ট দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিল।

রানার দেখাদেখি কেবিনের ভিতরটা খুঁজে দেখতে শুরু করল বিসিআই এজেন্টরা। নিনাও যোগ দিল তাদের সঙ্গে।

পেরিয়ে গেল দশ মিনিট, কিছু পাওয়া গেল না, তারপর একটা এয়ার ভেন্টের সামনে থামল রানা। ভেন্টটার প্যানেল বেশ বড়। আটটা স্ক্রু দিয়ে ওটা দেয়ালের সঙ্গে আটকানো। একটা স্ক্রু সামান্য ঢিলে হয়ে আছে, সেটাই রানার নজর কেড়েছে।

'একটা স্ক্রু ড্রাইভার দরকার,' বলল রানা।

মেজর জেনারেল রাহাত খানের নির্দেশে একজন বিসিআই এজেন্ট ব্রিজ থেকে একটা স্ক্রু ড্রাইভার নিয়ে এলো।

ওটা তার হাত থেকে নিয়ে স্ক্রু খুলতে শুরু করল রানা। রাহাত খান ওর পাশে এসে দাঁড়ালেন। অন্যরাও তল্লাসী থামিয়ে এদিকে চেয়ে আছে।

কিছুক্ষণ পর খুলে গেল প্যানেলটা। এয়ার শ্যাফটের ভিতরে তাকাল রানা, পাঁচ নম্বর ফুটবলের তিনগুণ বড় একটা গোল প্যাকেট দেখতে পেল। বাদামি কাগজ টান দিয়ে ছিঁড়ে ফেলল ও। বেরিয়ে এলো চকচকে গোল অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয়ের ধাতব বলটা।

'নিউক্লিয়ার বোমা,' বিড়বিড় করল নিনা। রানার কাঁধের উপর দিয়ে দেখছে সে। জিনিসটার গায়ে বেশ কিছু মেকানিজম আছে। রিমোট ডেটোনেশনের জন্য একটা মিনিয়েচার ইলেক্ট্রনিক রিসিভারও দেখা গেল। লাল বাতি জ্বলছে ওটাতে। জিনিসটা কী বুঝতে পেরে মুখ থেকে রক্ত সরে গেল উপস্থিত সবার। সবাই জানে, ঠিক এই মুহূর্তে কেউ রিমোট কন্ট্রোলের বোতামে টিপ দিলে স্রেফ বাষ্প হয়ে বাতাসে মিলিয়ে যাবে ওরা সবাই।

রানাকে সরিয়ে ভেন্টের ভিতর হাত ঢুকিয়ে দিল সুসমি, ব্যস্ত হয়ে পড়ল মেকানিজমগুলো নিয়ে। মনে হলো আর কারও অস্তিত্ব সম্বন্ধে মোটেই সচেতন নয় সে। বেছে বেছে দুটো সার্কিট থেকে তারের সংযোগ খুলে ফেলল সে। সাবধানে বোমাটার স্ক্রু খুলে মাঝখান থেকে বিচ্ছিন্ন করল। এবার মাকড়সা আকৃতির একটা জিনিস বের করে আনল বাইরে, তারপর পায়ের নীচে ফেলে জিনিসটা গুঁড়িয়ে দিল ও।

'ডিঅ্যাক্টিভেট হয়েছে বোমাটা?' শ্বাস আটকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'না,' মাথা নাড়ল নিনা। 'এখনও থার্মোনিউক্লিয়ার ফিশন ঘটতে পারে।' লাল বাতিটার আভা ওর মুখে পড়ছে। জুলফি বেয়ে ঘাম নেমে আসছে সুসমির গালে। আরেকটা লাল তার ছিঁড়ে ফেলল সে। লাল বাতিটা নিভে গেল। 'এবার আর বিস্ফোরণ ঘটবে না।'

'তুমি শিওর?' গলা থেকে উদ্বেগ লুকাতে পারল না রানা।

'এধরনের ডিভাইস আগে ডিঅ্যাক্টিভেট করিনি আমি,' বলল সুসমি। 'তবে, হ্যাঁ, আমি শিওর বোমাটা আর ফাটবে না। দাঁড়াও, তবুও আরও শিওর হয়ে নিই।' টান মেরে আরও কয়েকটা সার্কিট ছিঁড়ে আনল সে। 'ব্যস, কোনমতেই আর ফাটবে না এটা নতুন করে সার্কিট বসিয়ে অ্যাক্টিভেট না করলে।'

রাহাত খানের দিকে তাকাল রানা। বুড়ো নির্বিকার চেহারায় সিগারের ধোঁয়া ছাড়ছেন। নিনার কথা শুনে বললেন, 'এবার তা হলে জাহাজটাকে বন্দরে নিয়ে যাওয়া যায়?'

'ডিঅ্যাক্টিভেট করা হয়ে গেছে,' জবাবে বলল নিনা।

'সার,' বলল রানা, 'আমাদের বোধহয় কর্তব্য স্থির করে নেয়া দরকার এখনই।'

সবাই চাইল রানার দিকে। বক্তব্যটা ব্যাখ্যা করল রানা। সব শুনে তুমুল বেগে মাথা ওপর-নীচ করলেন রিয়ার অ্যাডমিরাল ও চট্টগ্রামের মেয়র। মুচকি হেসে আরেকটা বিষাক্ত চুরুট ধরালেন রাহাত খান।

বোমাটা না সরিয়ে যেখানে ছিল সেখানেই রেখে প্যানেলের

স্ক্রু এঁটে দেওয়া হলো। তারপর সবাই মিলে তন্নতন্ন করে সার্চ করল গোটা জাহাজ। ক্যাপ্টেন বার্জিনিকে জানানো হলো, তাঁর ঘরেও পাওয়া যায়নি কিছু। ডেকের উপর গোল একটা টেবিল ঘিরে বসলেন হোমরা-চোমরা ক'জন। কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে কোক পরিবেশন করা হলো তাঁদের।

চার ঘণ্টা তল্লাশীর পর হাল ছাড়তে বাধ্য হলো সবাই। মেনে নিল, নাহ্, রানার সন্দেহটা নেহায়েতই অমূলক ছিল। জওয়ানরা ফিরে গেল যার-যার জাহাজে। অসুবিধের জন্য ক্যাপ্টেনের কাছে দুঃখ প্রকাশ করে রিয়ার অ্যাডমিরাল আর মেজর জেনারেলের সঙ্গে মেয়রও বিদায় নিলেন। বিসিআই এজেন্টরা শুধু রয়ে গেল, জাহাজ চট্টগ্রামে পৌঁছলে নেমে যাবে।

এবার রওনা হয়ে যাবে জাহাজটা চট্টগ্রাম বন্দরের দিকে। রানার প্রতি করুণার দৃষ্টি বর্ষণ করে জাহাজ ছাড়বার নির্দেশ দিলেন ক্যাপ্টেন বার্জিনি। ময়ূরের মত পেখম মেলেছেন তিনি ব্যক্তিত্বের লড়াইয়ে জিতে।

চট্টগ্রাম বন্দর। কাস্টমস শেড। জনা দশেক যাত্রী মাল-পত্র নিয়ে নেমে গেল, লাগেজ চেক করে তাদের ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। পাঁচজন-দশজন করে জাহাজ থেকে নেমে বেরিয়ে যাচ্ছে বাতিস্তার কর্মচারী-কর্মকর্তারাও চট্টগ্রাম শহর ঘুরে ফিরে দেখবে বলে। রানা সহ বিসিআইএর এজেন্টরাও বেরিয়ে এলো কাস্টমস লাইন পেরিয়ে।

পেটমোটা হিপ্পির সঙ্গের লোকটার উপর চোখ আটকে আছে রানার। এ-ও হিপ্পি। একে বারকয়েক রেডিওম্যানের ধারেকাছে

দেখেছে ও। লোকটা সঙ্গীকে নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার পথের দিকে চলেছে। রানার মনে পড়ল, এরা চেন্নাইয়ে উঠেছিল জাহাজে। বুক পর্যন্ত এর লালচে দাড়ি। মস্ত গোঁফ ঠোঁটদুটোকে টপকে নেমে এসে দাড়ির সঙ্গে মিশেছে। চোখে এই মৃদু আলোতেও বড় একটা সবুজ রেব্যান সানগ্লাস।

একে থামাতে হবে, আগেই ঠিক করে রেখেছে রানা। হাঁটছে লোকটার পিছু পিছু কাস্টমসের গেট পেরিয়েই হাঁটার গতি বাড়াল রানা কি করে যেন হিপ্পি দুজনও টের পেয়েছে কেউ তাদের পিছনে আসছে। রানা ওদের ছ'ফুটের মধ্যে পৌঁছে ডাকবে বলে মুখ খুলেছে, এমনি সময়ে ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল মোটা লোকটার সঙ্গী, এক টানে জ্যাকেটের ভিতর থেকে একটা মাউজার বের করে আনল। সোজা রানার বুকে তাক করল সে ওটা

'খবরদার! নড়বে না কেউ!' তার আরেক হাতে বেরিয়ে এসেছে মোবাইল সেটের মতো ছোট একটা যন্ত্র ওটার লাল বাটনে লোকটার বুড়ো আঙুল 'কেউ নড়লে গোটা চট্টগ্রাম অঞ্চল উড়িয়ে দেব আমি!' যন্ত্রটা উঁচু করে তুলে দেখাল সে রানার পিছনে থমকে দাঁড়ানো সবাইকে। থরথর করে হাত কাঁপছে। উন্মাদের মতো তীক্ষ্ণ বেসুরো গলায় হেসে উঠল ডন লিওনার্দো বাতিস্তা। 'তার ফলে আমি নিজেও শেষ হয়ে যাব, কিন্তু পরোয়া করি না। এমনিতেও শেষ হয়ে গেছি আমি!'

সবাইকে হুমকি দিয়ে স্তব্ধ করে দিয়ে রানার দিকে ঘুরল বাতিস্তার লাল চোখ।

'মাসুদ রানা, অনেক ক্ষতি করেছ তুমি আমার, এবার তোমার

চরম ক্ষতিটা করব আমি। মরার জন্যে প্রস্তুত হও, রানা।' রানার পিছনে বাম পাশে সামান্য নড়াচড়ার আভাস পেয়ে ঝট্ করে চাইল সে বামে। ঝাঁপ দিল রানা ডানদিকে।

'খবরদার!' রানাকে অনুসরণ করে ডাইনে ঘুরছে বাতিস্তার মাউজার।

ঠিক তখনই কড়াৎ শব্দে গুলি বের হলো নিনার নাক বোঁচা পিস্তল থেকে। প্রায় একই সঙ্গে আরও কয়েকটা পিস্তলের আওয়াজ শোনা গেল। রাস্তার উপর শরীরটা গড়িয়ে দিয়ে লাফিয়ে উঠে বসল রানা, হাতে পিস্তল। দেখল, আর গুলির প্রয়োজন নেই; চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে সোহেল, জাহেদ, সলীল, সোহানা, রূপা ও নিনা। কারও গুলিই লক্ষ্যচ্যুত হয়নি।

কয়েকটা ঝাঁকি খেয়ে তিন পা পিছাল লিওনার্দো বাতিস্তা, তার হাত থেকে খসে পড়ল মাউজার। ওটার উপর মুখ থুবড়ে পড়ল সে, এক হাতে বারবার রিমোট কন্ট্রোল ডেটোনেটিং ডিভাইসের বাটন টিপছে সে। শরীরটা থরথর করে কাঁপছে, শ্বাস টানার জন্য খাবি খাচ্ছে, কিন্তু তখনও লাল বাটন টিপে চলেছে সে। তারপর দেহটা স্থির হয়ে গেল একদম। সিমেন্ট করা রাস্তায় দ্রুত গড়াচ্ছে লাল রক্ত

দৌড়ে এলো নিনা, রানাকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল, তারপর দুই হাতে জড়িয়ে ধরে চুমো খেল ওর ঠোঁটে। পরক্ষণেই লজ্জা পেয়ে সরে গিয়ে অস্ফুট স্বরে বলল, 'আমি ভেবেছিলাম মারা যাচ্ছ তুমি!' সরে গেল ও, রিমোট কন্ট্রোলটা বাতিস্তার হাত থেকে নিয়ে আছাড় দিয়ে ভেঙে ফেলল।

একটু দূরেই সোহানাকে দেখতে পেল রানা, অপরূপ সুন্দর

মুখটা ঘুরিয়ে রূপার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে একবার চাইল ও. তারপর পিস্তলটা হাতব্যাগে রেখে ঘুরে পা বাড়াল সামনে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা।

পরদিন খবরের কাগজগুলোয় বড় বড় শিরোনামে ছাপা হলো: চট্টগ্রাম বন্দরে ক্রসফায়ারে ইটালিয়ান স্মাগলার নিহত!

☆

মাসুদ রানা সিরিজের আগামী বই

হারানো আটলান্টিস

[প্রথম খণ্ড]

কাজী আনোয়ার হোসেন

বিশ্বাস করলে ঠকবেন না। গল্পটা আসলে শুরু হয়েছে খ্রিস্টপূর্ব ৭১২০ সালে—আজ থেকে প্রায় নয় হাজার বছর আগে। ২০০১ সালে এসে দেখা যাচ্ছে কারা যেন প্রাচীন লিপি, অব্সিডিয়ান খুলি, মহাকাশের মানচিত্র ইত্যাদি খুঁজে পাওয়ামাত্র আর্কিওলজিস্টদের মেরে ফেলছে। তারপর ছাপ্পান্ন বছর পর ফিরে এল ভৌতিক একটা সাবমেরিন, মাসুদ রানাকে লক্ষ্য করে শেল ছুঁড়ছে। তদন্ত শুরু করে অবিশ্বাস্য একটা রহস্যের জট খুলছে রানা।- কী যেন আসছে! কী যেন ঘটবে! দুঃখিত, এখনও ঠিক বলতে পারছি না কেউ আমরা বাঁচব কিনা!

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

আলোচনা

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা এই বিভাগে রহস্যসংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য, মজার আলোচনা, মতামত কোনও রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা, বিশেষ ব্যক্তিগত অনুভূতি বা সমস্যা, সুরুচিপূর্ণ কৌতুক ইত্যাদি লিখে পাঠাতে পারেন।

বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাগজের একপিঠে লিখবেন। নিজের পূর্ণ ঠিকানা দিতে ভুলবেন না। খাম বা পোস্ট কার্ডের উপর 'আলোচনা বিভাগ' লিখবেন।

আলোচনা ছাপা না হলে জানবেন স্থান সঙ্কুলান হয়নি, মনোনীত হয়নি বা বিষয়বস্তু পুরানো হয়ে গেছে। দয়া করে তাগাদা বা অনুযোগ করে চিঠি লিখবেন না। ঠিক আছে? **—কা. আ. হোসেন।**

মাহাতাব হাসান

পাঠককান্দী, মাদারীপুর

'রেড ড্রাগন' বইটি এইমাত্র শেষ করলাম। খুবই ভাল লাগল। একটা অনুরোধ করি, রানার সাথে সোহানার বিয়েটা দিয়ে ফেলুন না। বয়স তো কম হলো না। তা হলে রানা অন্য মেয়েদের দিকে তাকাতে বোধ হয় সাহস পাবে না. আর এই বিয়ে নিয়ে একটা বই লিখে ফেলুন অনুরোধটা রাখবেন আশা করি। আর হ্যাঁ আমরা এত দাম দিয়ে মাসুদ রানার বইগুলো কিনতে পারছি না। দয়া করে দাম কমাবেন, তবেই সব কটা বই কিনতে পারব কিছু মনে করবেন না। চিঠিটা বড় হয়ে গেল। চিঠিটা ছাপা হলে খুবই খুশি হব। আগামী বইতে সোহানার উপস্থিতি একান্ত ভাবে কামনা করছি।

✰ বয়স তো কম হলো না—মানে? আটাশ বছর অনেক বেশি মনে হচ্ছে আপনার কাছে? আজকাল আরও কত বেশি বয়সে মানুষ বিয়ে করে। ও তো সেই তুলনায় ছেলেমানুষ। চিন্তা করবেন না, বিয়ে হবে। যখন হবে তখন সোহানার বয়স ঊনসত্তর হয়ে যাবে, সে-ভয় পাবেন না—ওকেও চির-নবীন ঘোষণা করে দেব।...কাগজের দাম বাড়লে প্রকাশকের কিছু করার থাকে না তবু চেষ্টা করব।

আ খ ম খায়রুল আলম

মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।

কাজীদা, কোথায় যেন আপনি বলেছিলেন যে 'মাসুদ রানা' হলো আধুনিক রূপকথা। আমরা যারা এর ভক্ত তারা একমত পোষণ করেই বলি, সেবার সব বইয়ের মত আমরা এর 'আলোচনা বিভাগে'রও ভক্ত। আমরা

যারা বহু আগেকার যুগের পাঠক, তার অতীত ও বর্তমানের আলোচনা বিভাগের মধ্যেকার অনেক পার্থক্য দেখতে পাই! আবার আপনি এও বলেছেন–কাগজ-কালির দাম আকাশ ছোঁয়া। তবুও বলি, দুর্মূল্যের এই বাজারেও 'আলোচনা বিভাগ' এর পরিসর বাড়ানো যায় না? কাজীদা, 'রেড ড্রাগন' খুবই ভাল লেগেছে, সেজন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে।

★চিঠি দিয়ে আপনার ভাল লাগার কথা জানানোয় অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকেও। ...ফর্মা পূরণ করতে যে কয় পৃষ্ঠা লাগে, আলোচনা বিভাগের পরিসর ঠিক ততটুকুই। তবু চেষ্টা করব আর একটু জায়গা নিতে।

তাসজিদ আহমেদ রিজভী

নিকুঞ্জ–২, ঢাকা–১২২৯।

৫-৬ দিন আগে উত্তরা গিয়েছিলাম। একটি বইয়ের দোকানে রানা সিরিজের বইগুলো দেখছিলাম। দোকানদার জানাল 'রেড ড্রাগন' রানা সিরিজের সর্বশেষ বই। বইটির আলোচনা অংশ দেখার সময় একটু খটকা লাগল। প্রতিটি বইয়ে রানার পরিচয় দিয়ে যে ভূমিকা থাকে তার আদলে সেবা প্রকাশনীকে দাঁড় করিয়ে চিঠিটি লেখা। বাসায় এসে খটকাটি ধরতে পারলাম। উপশহর রোড, সিলেটের লেখক গোলাম রাব্বি চৌধুরী সানি জুলাই, ১৯৯০ সালে প্রকাশিত 'যাত্রা অশুভ'-২ আলোচনা বিভাগ থেকে লেখাটি অনুকরণ করেছেন। সেই চিঠিটার লেখক ছিলেন শ্রী সমর কুমার মোহন্ত, পোস্টাল কমপ্লেক্স, রাজশাহী। কিছু জায়গা ছাড়া দুটি চিঠিই প্রায় একরকম। তাই আমার মনে হচ্ছে, চিঠিটি যাত্রা অশুভ ২ থেকে নেওয়া হয়েছে। আর যদি এটি কাকতালীয় হয়ে যায় তা হলে কাজীদা ও লেখকের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

★আপনার অসাধারণ স্মৃতিশক্তির প্রশংসা না করে পারছি না। ঠিকই ধরেছেন, যাত্রা অশুভ-২ উল্টে দেখে নিশ্চিত হলাম, আইডিয়াটি যে নকল তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তবে নকল বা চুরি যা-ই হোক, দ্বিতীয় চিঠিটিও প্রচুর আনন্দ দিয়েছে আমার মত কম স্মৃতিশক্তির মানুষদেরকে।

বি.এম সুলতান মাসুম

ভুরুঙ্গামারী, কুড়িগ্রাম।

কাজীদা, সালাম এবং শুভেচ্ছা নিবেন। আমি মাসুদ রানার অন্ধ ভক্ত। এইমাত্র 'রেড ড্রাগন'এর সাথে জানা হয়ে গেল রানার ৩০০টি অ্যাসাইনমেন্ট। 'রেড ড্রাগন' ভাল লেগেছে। রানাকে একদিন পাঠিয়ে দিবেন সালজার ও টুইংকলের সংসার দেখে আসার জন্য। কাজীদা, বোনানজা দাদুকে পাঠিয়ে দিন না রানার সাথে কঙ্গোর রেইন ফরেস্টে। দাদু রানার সাথে থাকলে স্বস্তি বোধ করব। আমাকে বই সংগ্রহ করার জন্য ৩৫ কি.মি. দক্ষিণে যেতে হয়, তাই ডাক যোগে বই প্রাপ্তি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাই। দয়া করে বিস্তারিত নিয়মাবলী ও মূল্য তালিকা পাঠিয়ে দিবেন। সেবার সবাইকে ধন্যবাদ।

★উপরের ঠিকানাটা কি আপনার পূর্ণ ঠিকানা? যদি তা না হয়, তা হলে নিয়মাবলী ও মূল্য-তালিকার জন্য নিজের পূর্ণ ঠিকানা দিয়ে সেবা

প্রকাশনীর ম্যানেজারকে একটা চিঠি লিখুন।

আব্দুল্লাহ আল মামুন সবুজ

বোদা, পঞ্চগড়।

আমি যতদূর জানি, আপনি লেখালেখি শুরু করেন ১৯৬৪ সালে আর এখন পর্যন্ত আপনি ৩৫০-এর বেশি বই প্রকাশ করেছেন। আমি মাসুদ রানার কথা বলছি। আর আমি ২০০৩ সালে মাসুদ রানা সিরিজের বই পড়া শুরু করি এবং এখন পর্যন্ত ২০০-এর কাছাকাছি বই পড়া হয়েছে। তা হলেই দেখেন আপনার চেয়ে আমার রান রেট কত বেশি। বর্তমানে আপনার রান সংখ্যা বেশি হতে পারে কিন্তু আমার মনে হচ্ছে ২০০৬ সালের মধ্যে আমার এবং আপনার রান সমান হবে।

একদিন আমার এক বন্ধু (এরাবি) আমাকে এসে বলল, তুই কাউকে চিঠি দিয়েছিস? আমি বললাম, না তো! সে তখন বলল, ভাল করে ভেবে দেখ। আমি বললাম, আমি কেন কাউকে চিঠি দেব। তখন সে আমাকে 'অন্ধ প্রেম' বইটি দেয়। আমি এখন পর্যন্ত বিশ্বাস করতে পারছি না আমার চিঠি মাসুদ রানার কোন বইয়ের আলোচনা বিভাগে স্থান পেয়েছে। এটা অসম্ভব। আপনি বলুন, এটা সম্ভব হতে পারে?

'মরু কন্যা' বইটি খুব ভাল লেগেছে। ভুল বললাম, আমার কাছে মাসুদ রানার সব বই ভাল লেগেছে।

☆ মরুকন্যা–থুড়ি, সব বই ভাল লেগেছে জেনে আমরা যার-পর-নেই খুশি। আপনাদের ভাল লাগলেই আমাদের পরিশ্রম সার্থক হয়। ধন্যবাদ।

শায়লা কলি

পটুয়াখালী।

কাজীদা, সত্যিই অনেকের মধ্যে অন্যতম আপনার লেখা, তা প্রমাণ করলেন মাসুদ রানার 'বেঈমান'এর মাধ্যমে। অপূর্ব! এত ভাল লেগেছে যে লিখে বোঝাতে পারব না।

মাসুদ আনোয়ার-এর 'লিপ্সা' ও তিন গোয়েন্দার 'চ্যাম্পিয়ান গোয়েন্দা' প্রথমেই শেষ করেছি। সত্যি চমৎকার। আমার একমাত্র বন্ধু যে আমার সাথে বেঈমানী করে না, তাকে এখন প্রায় 'মিস' করি। কারণ আমার বাসা থেকে লাইব্রেরি অ-নে-ক দূরে। ২০ টাকা রিকশা ভাড়া লাগে। যখন টাকা থাকে, বই আনতে পারি না। আবার যখন টাউন এ যাই অথচ বই কেনার টাকা থাকে না তখন মনে হয়, সত্যিই দুর্ভাগ্য আমার।

আমার বাসার রাস্তার মাথায় যদি একটা লাইব্রেরি থাকত! কত মজা হত। মাঝে অনেক বই বাদ দিয়ে এই ৩টি বই গত রবিবার আনতে পেরেছি। সেবা প্রকাশনীর সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

☆ আপনার ধন্যবাদ পৌঁছে দিলাম সবাইকে। আপনিও সবার ধন্যবাদ নিন। আপনার কষ্ট যে বিফলে যাচ্ছে না, এত কষ্টের সংগ্রহ আপনাকে আনন্দ দিতে পারছে, সেটা জানতে পেরে আমরা সত্যিই সুখী।

মাসুদ রানা

মাফিয়া ডন

কাজী আনোয়ার হোসেন

বন্ধু লিউ ফু-চুং চায় রানা চাইনিজ মাইক্রোফিল্মটা উদ্ধার করুক।রানা চায় বেনইয়ামিন প্যাকার্ডের সঙ্গে ওর দেখা হয়ে যাক। সিআইএ চায় চাইনিজ মাইক্রোফিল্মটা যেমন করে হোক দখল করতে।
মাফিয়া ডন লিউনার্দো বাতিস্তা চায় আমেরিকা তাকে ফিশন ইমপ্রুভিং ডিভাইসটার জন্য একশ মিলিওন ডলার দিক। সেজন্য বন্দর নগরীসহ গোটা চট্টগ্রাম অঞ্চল পারমাণবিক বোমার আঘাতে ধ্বংস করে দিতেও বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই তার। রানা, হাতে সময় খুব কম। ওকে ঠেকাতে না পারলে মানচিত্র থেকে মুছে যাবে গোটা চট্টগ্রাম।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/4 সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১১০০
শো-রুমঃ ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
শো-রুমঃ ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০